ওঁম্

আনন্দ-বিবেক।

রচয়িতা

প্রণবসিদ্ধ মহাত্মা ওঁম বাবা।

(শ্রীমৎ পরমানন্দ সরস্বতী)



প্রকাশক

শ্রীমৎ আত্মচৈতন্য ব্রহ্মচারী।

শঙ্কর-মঠ, রামরাজাতলা, হাওড়া।

সন ১৩৩৯

প্রিণ্টার—ভোলানাথ বসু

দয়াময় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১নং রামশেঠ রোড, কলিকাতা।

[মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

প্রস্তাবনা।



"মন্দ বলি' ত্যজ্য যাহা,
গুপ্ত তাহে গ্রাহের বিষয়"।
"আনন্দ-বিবেক"—ব্যক্ত,
দিতে তা'র পূর্ণ পরিচয়॥

সমর্পণ।



আনন্দ-বিবেক-মালা,
আমি যাহা ক'রেছি গ্রন্থন।
ভাবি' তা' আমার ভূতি,
আমাকেই করিনু অর্পণ।

মুখবন্ধ।

"আনন্দ-বিবেক" অদ্বয় ব্রহ্মবাদের একখানি অমূল্য ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচয়িতা হাবড়া রামরাজাতলা-সাবিত্রী পীঠস্থ শঙ্কর-মঠের বর্ত্তমান অধীশ্বর, তত্ত্ব-দর্শী, ব্যক্ত ব্রহ্মাবধূত শ্রীমৎ পরমানন্দ—সরস্বতী স্বামী।

আলোচ্য পুস্তকখানি "আত্মভাতি" ও "অন্তভাতি" এই দুই ভাগে বিভক্ত। "আত্মভাতিতে" কি প্রকারে অহম্‌তত্ত্ববিচার-জ্ঞানে, অভেদাত্মক ভাবে পরব্রহ্মের সম্যক্ অনুভূতি ঘটে, তাহাই অকাট্য যুক্তি-সহকারে, স্বভাব-সুলভ সরল গাথায় বর্ণিত। "অন্তভাতিতে" স্বভাবের-বিষম ভাবাবলম্বনে, কি করিয়া সাম্যের পরিচয় মিলে এবং দুর্মীমাংস্য বিষয়ের একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, ব্রহ্মবেত্তা মহাকবির চিরনূতন কবিত্ব-সম্পদে, তাহাই উজ্জ্বল-ভাবে পরিস্ফুট। সত্যকথা বলিতে কি—এরূপ একখানি নিগূঢ়তত্ত্বসিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থ, বঙ্গ কি সমগ্র জগতে কোন স্থানে, কোন ভাষায় রচিত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ! শুদ্ধ অদ্বয়তত্ত্বব্যক্তকরণে, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, বিশ্ববরেণ্য, স্বভাবজ্ঞ মুক্তকবির আসন, বিশ্বকবি রবির আসন হইতেও অনেক উচ্চে। মায়াতত্ত্ববিশ্লেষণ লইয়া বসুধার কবিকুলের মধ্যে, বোধহয় কেহই, সত্যনিষ্ঠ, দার্শনিক স্বামীজীর ন্যায় সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হ'ন নাই।

জ্ঞানগুরু, ভিক্ষুকবিকে অ-যথাস্তুতি বা তাঁহাকে প্রচার করিবার জন্য, আমি, আমার লেখনীকে স্বাধীনতা দান করি নাই। যাহা তথ্য—যাহা সর্ব্ববাদীসম্মত ধ্রুব সত্য, তাহা কখনও অপ্রকাশিত থাকে না বা থাকিতেও পারে না। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে,—এই বঙ্গভূমি কি,—সারা বিশ্বে এমন এক দিন আসিবে, যে দিন আত্মজ্ঞ কবীশের সদ্ভাবের বিজয়দুন্দুভি, গগন-পথে স্বতঃই বাজিয়া উঠিবে এবং গুণগ্রাহী, সদ্ভাবরসিক পাঠকবর্গ, এই দুর্ল্লভ গ্রন্থপাঠে, স্বভাবসিদ্ধ কবির অমরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, যুগপৎ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইবেন।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই গ্রন্থের মুখবন্ধ বিস্তারিত ভাবে লিখিতে যাওয়া, এক প্রকার ধৃষ্টতা মাত্র। তা'ই অতি অল্প কথায়, এই মুখবন্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। অদূর ভবিষ্যতে, যদি কোন তত্ত্ববেত্তা, রসজ্ঞ কবি, এই ধর্ম্মাবক্ষ অলঙ্কৃত করেন, তাঁহার দ্বারাই কবিস্বামীর অক্ষয় কীর্ত্তি, মধ্যাহ্ণকালীন মার্ত্তণ্ডভাতির ন্যায়, সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে; তখন লোকে অসামান্য প্রতিভাবান্, ধর্ম্মনায়ক, দার্শনিক কবির, কবিত্বশক্তির সমাদর করিতে প্রযত্ন করিবে। ইহ-সংসারে প্রকৃত রত্ন চিনিতে অনেকেই অক্ষম। কেবল সুনিপুণ মণিকারই তদ্বিষয়ের উপযুক্ত পাত্র। ইতি

বিনীত

প্রকাশক

ওঁম্

আনন্দ-বিবেক

(আত্ম-ভাতি)

আমার কাযে, আমির শ্রেষ্ঠত্ব।

১

আমার কাযে সদাই "আমি,"—প্রদীপ্ত জ্ঞান-আলো।
আমার কাছে "আমি" ত তা'ই, সকল কালে ভালো॥

"আমি" বই কেহ আর, নহে মোর আপনার,
"আমি" মোর সারাৎসার, নাইকো তাহে কালো।
চাও তা' যদি বুঝ্‌তে কেহ, তত্ত্বের দীপ জ্বালো॥

তত্ত্বের বোধ হ'বে যবে, অন্য ভাব যত,
আপ্‌নি এসে "আমির" কাছে, রইবে সুসংযত;
যাহে সে বোধ ত্বরা জাগে, "আমির" পরে দৃষ্টি লাগে,
ক্‌'রতে তাহা, চিত্ত আগে, গুরুর পদে ঢালো।
অনুরাগে—যোগে-যাগে, গুরুর কথা পালো॥
তা'তেই শান্তি, তা'তেই মুক্তি, তা'ই তা,' নিতি ঝালো!

আমি, আমাকেই চাই।

২

আমায় আমি লাগা'তে চাই, আমার সব প্রয়োজনে।
না পূরিবে আমার আশা, অন্য কোন আয়োজনে॥

আমি যদি আমার সেবায়, অবিরত লাগাই আমায়,
না দেখায় ভয়, কভু অপায়, অসদ্‌ভাব-সংযোজনে।
আমার সেবায় আমায় পেলে, কি কায নিয়ে অন্য জনে ?

"মোর যা'বলি, ব্যক্ত তাহা—আমির সেবা তরে,"
এ সার তত্ত্ব না বুঝিলে, কেউ না ভ্রমে তরে ;
অন্য যা'রা সেবে মোরে, পলায়, ফেলে' বিপদ-ঘোরে,
বাঁধ্‌তে পারি 'আমায়' ডোরে, আমি শক্তি-নিয়োজনে।
আমি ত তা'ই আমাকে চাই, অপর ভাব-বিয়োজনে !

আমার শক্তি, আমারই সেবিকা।

৩

আমার চিরসেবা-তরে, আত্মমায়া নানাকারে,
ব্যক্ত হ'য়ে আমার সাথ, করে লীলা অহঙ্কারে।

লাগে বলি' মম সেবায়, সাহঙ্কারে সে ত বেড়ায়,
আমাকে না পেলে গোড়ায়, যায় সে মারা প'ড়ে কারে।
আমিও তা'র সঙ্গ নিয়ে, বুঝ্‌তে নারি ঠিক আমারে!

জ্ঞানরূপী পুরুষ 'আমি,' 'ভক্তি'—শক্তি-মায়া,
আমার সেবায় থাকিয়ে তা'র, সুপুষ্ট ভাব-কায়া;
সদাই সে মোর সেবা লাগি,' অনুরাগে আছে জাগি,'
ছেড়ে কোথা না যায় ভাগি', ভুলাই দায়, তা'ই ত তা'রে।
তা'ই ত সে সেবার জোরে, যা' ইচ্ছা তা' ক'রতে পারে!
'আমি' 'আমার' এই দ্বিভাবে, দেব-দেবী-ভাব এ সংসারে!
"আমার শক্তি আমায় সেবে," এ' তথ্য আর ব'লবো কা'রে?
ব'লতে গেলে যা'কে তা'কে, দাঁড়ায় তা' ব্যভিচারে।
সত্যসেবী যেবা ভবে, মূল কি তথ্য, বুঝুক ঠারে!
তত্ত্বকথা কইলে জোরে, অনভিজ্ঞ লইতে নারে!
না বুঝ্‌লে "আমি-আমার-তত্ত্ব", কেউ না পারে যেতে পারে।

আমার প্রকৃতি, আমার মহত্ত্বানুভবের হেতু।

৪

আমির মহত্ত্ব আগে, অনুভবে আনিবারে।
প্রকৃতি আমার হ'য়ে, লাগে বহু ব্যবহারে ॥

সেবায় যবে জান্‌তে পারে, 'পর না ভাবি আমি তা'রে,'
তখন হ'তে সে আমারে, না চায় কভু ফেল্‌তে কারে।
বুঝিয়ে মোর উদারতা, সদাই মম অধিকারে ॥

যদিও মোর বাড়া-স্ব-ভাব, সে সাথে সেও বাড়ে,
সাধ্বী সতী নারীর মত, সঙ্গ নাহি ছাড়ে ;

অহম্-জ্ঞানে আমিই শিব, "আমার"-জ্ঞানে আমিই জীব,
শিবকে জীব অহর্দিব, না ভজি' না থাক্‌তে পারে।
মূলতঃ নাই দ্বন্দ্ব কোন, দ্বন্দ্ব মাত্র ভাব-স্বীকারে !
'আত্মমূলে আত্মদৃষ্টি', এ'ভাব কোথা কে নিবারে ?
ব্রহ্ম-মায়া-তত্ত্বই এই, ব্যক্ত ইহা জ্ঞান-বিচারে !
মূর্ত্ত ভাব যা' প্রকটিত, তা'ত ভ্রম-জ্ঞান-বিকারে !
কাট্‌লে বিকার, এই 'যা' সাকার, গণ্য তাহা নিরাকারে!
ভাস্‌লে প্রমা যায়গো জানা, আপ্‌না হ'তে আপনারে !
আপ্‌না পেলে পরও আপন, আত্মিক বোধ সর্ব্বাধারে।
আত্মভাবে আত্মসেবা, সার সত্য ভূ-সংসারে।

মূলকে প্রচার করাই, স্থূলের কার্য্য।

৫

আমায় আমি তোমার কাযে, না চাই যেন প্রচারিতে।
ভাবি যেন—"তোমারি সব, ভাবী কর্ম্ম আচরিতে" ॥

পেয়ে মম জীবন-বাস, পুরুক্ তব সকল আশ,
দেখে' সর্ব্ব-উদয়-নাশ, বাঞ্ছা—সাম্যে বিচরিতে।
(আমি) তব চিন্তায় কু-চিন্তা মোর, পারি যেন পাসরিতে!

তুমি যেমন সদা সম, বিষম ভাবে থেকে,
তেমনি আমি তোমার ভাবে, উঠ্‌বো কবে পেকে?
কবে ওগো হৃদয়স্বামী, তুমি-কামী হ'য়ে আমি,
না হ'ব 'মোর'-অনুগামী, পা'রবো সত্য বিসারিতে?
'তুমি—আমি' এ বোধ কবে, ফুট্‌বে মোকে উদ্ধারিতে?

জীবন্মুক্তভাবও, জীবনযুক্ত।

৬

"জীবন্মুক্তি ঘ'টলে পরে, এ ভবে জীব আর না আসে।
চিররুদ্ধ জনম-স্রোত," কেউ না যেন রয় এ' আশে!

ধর্ম্মী-ধর্ম্ম কোন কালে, আবৃত নয় মায়াজালে,
মহাসিন্ধু ঊর্ম্মিতালে, স্বধর্ম্ম তা'র পরকাশে।
চেষ্টাতেও তা' রুখ্‌তে নারে, আপ্‌না হ'তে অঙ্গে ভাসে!

বিমুক্ত জীব শিবরূপে, দাঁড়ায় সত্য বটে,
তা'তেও কিন্তু প্রকৃতি তা'র, আশ্রিতা মূল-ঘটে;
যা'র যা' ধরম, তা'য় সে ছাঁটি,' কোথায় রয় পূর্ণ খাঁটি?
ধর্ম্মী—ধর্ম্ম-চিরঘাঁটি, ডাঁটি' কে তা'র সত্ত্বা নাশে?
আ'জ যা' গুপ্ত কিম্বা সুপ্ত, লুপ্ত না তা' চিদাকাশে।
বারেক যাহা ব্যক্ত যথা, গণ্য তাহা চিদাভাসে।
যাহা চিদ্, তা'ই চিদাভাস, সহজ চিদ্‌স্পন্দ-ভাসে!
চিদ্ভাবে যা'র নিত্য স্থিতি, সকলি তা'র চিদাবাসে।
চিদ্‌ই যবে চিদাভাস-মূল, কি নয় তবে সে চিদ্-পাশে?
জন্ম, মৃতি, তেয়াগ, ধৃতি, ভাসিত চিদ্-প্রতিশ্বাসে!
চিরকালই সে শ্বাস-রূপে, স্ব-ভাব-লীলা তাহার খাসে!
রইলে খাসে সঙ্কল্প-বীজ, চিত্ত ভরা ভাবোচ্ছ্বাসে!
মুক্ত তবে কি ভাব-ত্যাগে, আর না মাতে গুণোল্লাসে?
মুক্ত—নিত্য স্বভাবযুক্ত, না রয় সুপ্ত গুপ্তি-বাসে।
সংস্কারে সর্ব্বাকারে, স্বচ্ছ সর্ব্ব-অবভাসে।
জন্মিলেও তা'ই জীবন্মুক্ত, না দেয় গলা মায়া-ফাঁসে!
স্বপনের যে লীলা-রঙ্গ, মিথ্যাভাবে সত্য-পাশে।
ব্রহ্ম যদি হয় ব্রহ্মবিদ্, কোথায় মায়া তা'কে শাসে?

স্ব-স্বরূপজ্ঞ, সর্বাবস্থাতেই ভবকারামুক্ত।

৭

"ভবে আর না ফিরে আসা," এ'নয় চিরমুক্তি-ধারা।
"আত্মস্বরূপ-ভাতি কিরূপ", এ'জ্ঞানে লীন এ' ভূ-কারা॥

াত্মজ্ঞানে যেজন বুদ্ধ, হ'য়েও কর্ম্মী সে ত শুদ্ধ,
শক্তি সনে ক'রেও যুদ্ধ, না রয় কভু আত্মহারা।
আত্মভ্রান্তি বাড়ায় ক্লান্তি, সরায় সুখ-শান্তি-চারা!

হ'লেও জনম, আত্মজ্ঞজন, আপ্‌না ভাবে অজ।
সদাই তা'র আত্মবশে, সত্ত্ব, তমঃ, রজঃ॥
মস্তি-ভাতি-প্রিয়-জ্ঞানে, নাম-রূপের অনুধ্যানে,
মত্ত না সে অভিমানে, সর্ব্বকাল শিবপারা।
মায়া যেন ছায়ার মত, সঙ্গে ফিরে সেজে' দারা!
প্রতিক্ষণে এ'ভাব মনে,—বিভূতি তা'র বিশ্ব সারা!
সকল সাজে সকল কাযে, মনকে শুধু আঁখি-ঠারা!
বুঝ্‌লে ধর্ম্মী স্বধর্ম্ম-তা'র, কর্ম্মে মতি নির্ব্বিকারা!
ধর্ম্মী-ধর্ম্ম-তত্ত্ববোধে, স্বভাব কভু না যায় মারা।
স্বভাব বশে স্বতঃই ভাসে, স্ব-ভাব-ব্যোমে স্ব-ভাব-তারা!
তা'ই জীবত্ব—শিবত্ব-রূপ, মূল না ত্যজে সে মূল-ধারা!
প্রজ্ঞা-কোলে সর্ব্বকালে, উন্মুক্ত নাম-রূপের ঝারা।

স্বরূপজ্ঞানী, সর্ব্বাবস্থাতেই নিরভিমান।

৮

জ্ঞানী যদি স্ব-স্বরূপ, কিরূপ, ঠিক বুঝ্‌তে পারে।
ব্রহ্ম সম রয় সে সম, ভেসেও বিষম ভাব-পাথারে॥

হ'লেও নবকল্প-সুরু, স্বভাবে সে সদা গুরু,
কেউ না হয় তাহার গুরু, নিলেও রূপ এ সংসারে।
লয় কি না, সেই ত কথা, চাই তা' জানা জ্ঞান-বিচারে!

যে সত্য-সঙ্কল্প-বলে, সৃষ্টির এই ধারা,
অনন্তের সাক্ষীরূপে, না হয় আত্মহারা;
কত মহাকল্প গত, হ'বে গত আরো কত,
র'বে তা' অপ্রতিহত, সত্তা-বোধ-সংস্কারে।
শুদ্ধ জ্ঞানে বুদ্ধ মতি, সদাই শুদ্ধ সর্ব্বকারে!
হয় যে জ্ঞানে ব্রাহ্মী-স্থিতি, নষ্ট নয় তা' ভাব-বিকারে।
স্ব-সত্তা জ্ঞান পাকা যবে, জীব ভাবে কে আপনারে?
আত্মদ্রষ্টা তা'ই না ভ্রান্ত, কভু কোন ব্যবহারে।
স্বভাবে তা'র ভাসুক যে ভাব, স্ব-ভাব তা'র স্বাধিকারে।
চিদ্‌সাগরে জাগুক ঢেউ, নীরধি রয় নির্ব্বিকারে।

বিমুক্ত, ব্রহ্ম সম সদৈব মুক্ত।

৯

"বিমুক্ত জীব কোন রূপে, আর না ভবে ফিরে আসে।"
এ' সিদ্ধান্ত পাকা ভাবি,' অনেকে সেই মুক্তি-আশে ॥

সত্তা যদি হয় অনন্ত, ক্রমবিকাশ তা'র না ক্ষান্ত,
তা'ই সত্য-সঙ্কল্লান্ত, কল্লান্তেও না কা'রো খাসে।
বিকল্প বা বিলয় যা', সত্তার তা' ভাব বিকাশে ॥

সত্তানন্ত-ক্রমবিকাশই, বিলয়-রূপ পায়,
তা'ই ত একই অভিব্যক্ত, ত্যক্ত যা',—তা'র কায় ;
বুঝ্‌লে এই এক-তত্ত্ব, আয়ত্ত বা অনায়ত্ত,
কোন ভাবে জীব না মত্ত, নহে ত্রস্ত ভাবোচ্ছ্বাসে।
ঘটুক তা', যা' হ'বার যবে, কিছুতে না ভ্রান্তি-পাশে।
ব্রহ্ম সম বিমুক্ত সে, যুক্ত নহে বিকাশ-নাশে।
যুক্ত যেবা না ঝুলে সে, আত্মশক্তি-মায়া-ফাঁসে।
ইচ্ছালব্ধ ভাবরূপে সে, ভবের সম এ ভূ-বাসে!
তা'ই ত বলি—আত্মবলী, স্বস্থ আত্মজ্ঞনোল্লাসে!
তবে কা'র্ কি ভাবনা, মুক্ত জীবের জন্ম-ভাষে ?
কোন কর্ম্ম-দাগ না লাগে, জীবন্মুক্ত-চিত্তাকাশে।

সত্য এক, বহু নয়।

১০

"যে যা' বলে, যা'র যে মত," হয় যদি সত্য তা'ই।
তা' হ'লে যা' আমি বলি, তা'তে কোন মিথ্যা নাই ॥

এই ভাবে চ'ল্লে কর্ম্ম,— গ'ণলে আত্মানাত্ম-ধর্ম্ম,
বুঝ্‌তে নিত্য-সত্য-মর্ম্ম, ঘর্ম্ম ছুটে সর্ব্বদাই।
"যা' হ'বার তা' অবাধে হো'ক," দাঁড়ায় পাকা এই দশাই!

যা' হ'তে যা' যখন ঘটে, মা'নলে সেটি সার,
কা'রো কোন ভাবকে দূষা, উচিত তবে কা'র্?
"যে যা' করে সবই সত্য," এ'ভাবে ঠিক সত্যাসত্য,
ব্যক্ত কোথা? গুপ্ত তথ্য, দ্বন্দ্বযুক্ত সর্ব্বঠাঁই।
নহে বহু, সত্য এক, বহুত্বে তা' কোথা পাই?
বহুভাবে মিল্‌লে সত্য, স্বাতন্ত্র্য তা'র কেন চাই?
স্বাতন্ত্র্য-বোধ দীপ্ত যবে, সবাই নয় ধর্ম্মে চাঁই।
সবার মত সত্য হ'লে, সাম্য-মুখে পড়ে ছাই!
যা' খুসী তা'ই করে লোকে, নাহি মানে ডাক দোহাই!
বিনা নিয়ম কেহই না কম, ক'রতে মিছা ঝাঁই-ঝাঁই।
থাক্‌লে নিয়ম, ক'রতে যা'তা', কেহই না পায় "নাই"।
বিরোধ-নাশে, শান্তি-আশে, ভাবের স্তর চাই মানাই!
মান্‌তে গেলে ভালমন্দ, বিচার নয় ঘোর বালাই।
ভালমন্দ-বিচার-দ্বন্দ্ব, চিদ্‌-সাগরে মিলায় থাই।
ভাবাতীত বস্তুকে তা'ই, জ্ঞানেই মোরা পেয়ে যাই!
প'ড়্‌লে লক্ষ্য অহম্‌'পরে, কিছুই মোরা না হারাই।

অহম্‌তত্ত্ব, লোকের মাপের বহির্ভূত।

১১

যে ভাবে যে মাপুক মোরে, আমি সেই মাপে তা'র,
আমি যা,' তা' বুঝি' যেন, তৃপ্ত থাকি অনিবার।

লোকের কথা দিয়ে ছেড়ে, দেখ্‌লে মনের কথা পেড়ে,
মাপ্‌তে মোকে যেয়েও বেড়ে', শেষটা করে নমস্কার।
"আমিকে" ঠিক না জানি আমি, এম্‌নি "আমি" চমৎকার!

'তবে যে যা' বলে মেপে', যেরূপ ভাব-ডোরে,
মনে মনে আর যা' ভাবে, সে তা'র গা'র জোরে;
বিচারেও অহম্‌তত্ত্ব, আমিত্বের অনায়ত্ত,
পেয়েও বুদ্ধি, শুদ্ধি, সত্ত্ব, না করে ছার অহঙ্কার।
লোকের কথা—কথা মাত্র, ব'লতে অহম্-তত্ত্ব-সার!
কথায় শুধু যায় এ বলা,—"আমি সর্ব্ব, সর্ব্বাধার"!
"আমিই সচ্চিদানন্দ,—অস্তি-ভাতি-প্রিয়াকার"।
"অবশিষ্ট থাকে কিছু, ব'লেও ব্রহ্ম সারাৎসার"।
"আরো, আরো যত বলি, আরো তত সে উদার"।
আমাকে তা'ই যে যা' বলে, সে সব প্রিয় উপহার!
আমায় নিয়ে যে যা' করে, সে ত প্রিয় ব্যবহার!
আমি যদি হই অনন্ত, আয়ত্ত তা', কবে কা'র্?
অনন্ত যা' সান্তভাবে, তা'র কি কভু কমে ভার?

ধর্ম্ম দোষী নয়, গোঁড়ামীটাই দোষী।

১২

ধর্ম্মকে কে দূষে কোথা? গোঁড়ামীটাই লাগে চোকে।
সার না বুঝে' গোঁড়ামীকে, রাখ্‌লে ধরি' সবে টোকে॥

ভাবের গোড়ায় রয় যে 'আমি', সে নয় ভ্রান্ত, যে তা'র কামী,
সে ভাব হ'তে প'ড়্‌লে নামি,' অহঙ্কারে মনটা ঝোঁকে।
থাক্‌লে গোড়ায় অহমিকা, গোঁড়ামী তা', বলে লোকে!

গোঁড়ামী আর একনিষ্ঠা, কভু না একরূপ,
গোঁড়ামীতে ন্যায়-ভূমিতে, দৃষ্ট বিষ-কূপ;
হ'লে সত্য আমির গোঁড়া, অহঙ্কার দাঁড়ায় টোঁড়া,
গোঁড়ামীতে আগাগোড়া, বিদ্বেষভাব প্রাণে ঢোকে।
গোঁড়ামীর শেষ—ভাঁড়ামী, নির্দ্বন্দ্বে তা'র কায না চোকে!
একনিষ্ঠা-পরাকাষ্ঠা, না দেয় আমল একে—ওকে!
সেব্য যে তা'র, তা'কেই ধরি', তা'রই পদে মাথা ঠোকে!
খণ্ডে না তা'র তুষ্টি বাড়ে, সদাই দৃষ্টি থাকে থোকে!
একনিষ্ঠ ধর্ম্মীকে তা'ই, প'ড়্‌তে না হয় মিথ্যা শোকে।
একনিষ্ঠ গোঁড়ার মত, জাহির হ'তে শাঁখ না ফোঁকে!
দু'য়েরই বা'র 'আমি' যবে, আত্মজ্ঞের ভাব কে রোখে?
দেহাত্মবোধ থাক্‌তে, কা'কে, তেয়াগে কাল-চিন্তা-পোকে?
সবাই ত্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, অনাত্মজ্ঞান-চিলের ঠোকে!

কালজ্ঞানই, কালজয়ের প্রকৃষ্টোপায়।

১৩

ভীমকায় কালকে ডাঁটা, নহে সত্য কাল-জয়।
পাঁজির কাল শিশুর কাল, যীশুর না তা'য় বাড়ে ভয়॥

যে ভাবে যা' কালরঙ্গ, ঘটুক যে ভাব-সঙ্গ,
যদি না তা' টলায় অঙ্গ, কালজয় ত তাহাই হয়!
বুঝ্‌লে চিত্ত কালিক তত্ত্ব, আপনি কাল বশে রয়!

কালক্রমে যে ভাব যথা, চোখের' পরে ভাসে,
কালের ক্রম থা'কলে জানা, মনে না ত্রাস আসে;
জ্ঞানে চিত্ত কালমুক্ত, অজ্ঞানে তা' শঙ্কাযুক্ত,
হ'লে অজ্ঞান জ্ঞানভুক্ত, উপরোক্ত দোষের ক্ষয়।
যাহাই কালে সাম্‌নে আসে, জ্ঞান হয়—তা' সত্য নয়!
কালের খেলায় মুগ্ধ না যে, সেই কালজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয়!
বিমুগ্ধ জীব কালকে ডরে, গণি' সত্য ক্ষয়োদয়!
কাল ত চেতন-স্পন্দ-ধর্ম্ম, সে হেতু লয়, অভ্যুদয়!
চিদ্-সম্বিদ্ ভা'সলে হৃদে, স্বতঃই তা'র পরাজয়!
কাল না কাছে নৃত্য করে, যে হেরে সব ব্রহ্মময়!
ধর্ম্মীকে তা'ই বুঝাই চাই, হয় যা' কালের গুপ্তালয়!
জ্ঞান-বলে যে স্থিত তথা, কালজয়ী সে অনাময়।

পরমাত্মা সর্ব্বরসাত্মক।

১৪

রসময়কে চিন্‌তে যেয়ে, নীরস ভাবে কেন র'ব ?
সর্ব্বরসের খনি যিনি, সর্ব্বরসেই তাঁ'কে পা'ব !

করুক মন যে রস পান, যে রসে হোক্ সুতৃপ্ত প্রাণ,
সেই রসেই ত তাঁহার স্থান, কেন তাহা ছাড়্‌তে যা'ব ?
রসস্বরূপ আত্মা অরূপ, আত্মভাবেই ধন্য হ'ব !

আত্মা যবে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগুণাধার,
কিসে তবে বিশাল ভবে, কাহার ব্যভিচার ?
মূলকে ভুলে' ক'রলে কর্ম্ম, ধর্ম্মী-ভ্রমে ধ'রলে ধর্ম্ম,
এ' রসভাষ-সারমর্ম্ম, কে বলে ঠিক বুঝে' ল'ব ?
আত্মনিষ্ঠ শিষ্ট হ'লে, আমরা কভু দুখ না স'ব !
সবার মাঝে সকল কাযে, আত্মরসে থাক্‌বো নব !
মিথ্যাভোগী না হই যদি, তেমনি আমি,—যেমন ভব !

একত্ব-জ্ঞানেই নির্ব্বিকল্প-স্থিতি।

১৫

একই পথে, একই-মতে, একই সাথে ঘুরা ফেরা।
নির্ব্বিকল্প ভাব বই তা', সবিকল্প না যায় ধরা॥

মূলের এই সুসিদ্ধান্ত, হ'লেও ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত,
ত্যাগ না করে কভু শান্ত, প্রাপ্ত হ'য়ে আপ্ত ডেরা।
বহুত্বে তা'র একত্ব-ভাষ, যে ভাবে তা'য় কর জেরা!

শক্তি-তালে এ' দেহ, মন, না রয় এক ভাবে,
কভু আসে, সুভাব-বশে, কখন অসদ্ভাবে;
তাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য, যদিও হয় অনিবার্য্য,
তবু তা' নয় পরিহার্য্য, মুলজ্ঞান যা' সর্ব্বসেরা।
তা'ই ত জ্ঞানী দোষ না গণে,—জ্ঞানে কোন কর্ম্ম করা!
কর্ম্ম—প্রকৃতির ধর্ম্ম, জ্ঞানী ত তা'য় মারে ঢেরা।
সোজা কথা—তেম্‌নি তাহা, চাউনি যেমন চালায় টেরা!

আত্মসত্তাই, সর্ব্বাকারে অভিব্যক্ত।

চিতি-স্পন্দে নানা ছন্দে, আত্মসত্তা সর্ব্বাকারে।
একের যা', তা' অপরে তা'ই, আন্‌তে চাহে স্বাধিকারে॥

লুট্‌তে চায় যা,' যে যেরূপে, লয় লুটে' তা', সে সেরূপে.
ক'র্‌লেও কায চুপে চুপে, শেষটা চেপে রাখ্‌'তে নারে।
ব্রহ্ম হ'তে কীটাবধি, সবাই ব্যগ্র লুটিবারে!

মানব, দানব, পশু, পাখী, পতঙ্গ, কীট, সবে,
ল'বেই ল'বে অংশ স্ব স্ব, সাজা'লে ঘর ভবে;
হ'য়ে আত্মপূর্ত্তিভাগী, আত্মমূর্ত্তি-স্ফূর্ত্তি লাগি',
জীব আত্মসেবারাগী, লক্ষ্য রাখি' সর্ব্বাধারে।
আত্মসত্ত্ব—আত্মভোলা, পরতত্ত্ব-সিন্ধু-পারে!
"পরই পর" এ' বোধোপর, আত্মতা না টেঁক্‌তে পারে!
বিকল্পই দাঁড়ায় পর, স্ব-সঙ্কল্প-ব্যবহারে।
আত্মসত্ত্ব আত্মবোধে, আপনা-ঠাঁই আপ্‌নি হারে!
"মূলতঃ এক, নয় অনেক" এ'ও না পারে বল্‌তে ঠারে!
তা'ই সে নিজে সত্তা খুঁজে, সাজা'য়ে পর আপনারে!
পর ত আপন সত্তা-স্ফুরণ, নিজত্ব কি, জানিবারে।

———

সত্ত্বাবরণই, সত্তাবোধক

১৭

আত্মসত্ত্ব-বোধই, সত্য আত্মসত্ত্ব-আবরণ।
পূর্ণ নহে, আংশিক তা'ই, আত্মজ্ঞান-বিবরণ ॥

ভাবের মাঝে যাহার সাড়া, খায় সে সদা কালের তাড়া,
পূর্ণতা না অশেষ-ছাড়া, অশেষই তা'র আচরণ !
অব্যক্তেই পূর্ণত্বের, গুপ্ত-লীলা-নিকেতন !

পরে পরে পরিব্যক্ত, যে সব পূর্ণ-মাঝে,
যদিও তা' পূর্ণে গণ্য, পূর্ণের ভাব-সাজে ;

তথাপি যা'র আবির্ভাব, দেখি' তা'র প্রাদুর্ভাব,
না যায় দূরে অসদ্ভাব, ভিন্ন তত্ত্ব-প্রকরণ।
"একত্বই ভিন্নত্ব-মূল," এ' সিদ্ধান্ত সনাতন।
ভিন্নতা-মূল হ'লেও এক, পূর্ণত্বে তা'র বিস্মরণ !
পূর্ণে এক, দুই বা বহু, নাইকো কা'রো স্থিরাসন।
যা' অনন্ত, তাহাই পূর্ণ, পূর্ণ ই পূর্ণ-আস্তরণ !
অনন্ত হয় পূর্ণ যদি, কিছুই নয় অকারণ !
কেবা ভবে চায় এ'ভবে, ক'রতে কি ভাব সম্বরণ ?
পূর্ণ হ'তে নহে ত্যক্ত, ব্যক্ত-ভাব সাধারণ।
তবু পূর্ণ আত্মসত্ত্বে, কাল না করে বিচরণ।
আবরণ হ'য়েও জ্ঞান, আত্মসত্ত্ব-আভরণ।
আত্মসত্ত্ববোধেই তা'ই, আত্মত্বের প্রসারণ।

চঞ্চলতাই, চেতন-স্বভাব।

স্থিরত্ব হয় জীবন-মরণ, চাঞ্চল্য তা'র ব্যবহার।
নহে স্থৈর্য্যে, জলোচ্ছ্বাসে, খ্যাত মহাপারাবার॥

অন্য সব দূরে রেখে', কোন এক ভাব দেখে',
মতি তাহে রাখ্‌লে রুখে, অজ্ঞানই শেষ পুরস্কার!
চেতন জীব চায় চেতনা, জড়তা নয় লক্ষ্য তা'র!

যে ভাবেই ব্যক্ত হউক, যেথায় যাহা যবে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে এগিয়ে গেলে, মন না মুগ্ধ র'বে;
কোন ভাব সাম্‌নে এলে, প্রাণ তাহে দিয়ে ঢেলে',
না চলিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে, কি-ই বা সিদ্ধি ঘটে কা'র্?
থেমে যাওয়া—দাগা পাওয়া, টেনে লওয়া অন্ধকার!
জীবন-পথে এগিয়ে যাওয়াই, বাড়ায় শান্তি-অধিকার।
বিনা-স্পন্দ চিররুদ্ধ, অনন্তত্ব-হর্ম্ম্য-দ্বার!
স্বভাবতঃ তা'ই ভূ ব্যক্ত, রক্ষা তরে সত্যসার!
চঞ্চলতাই চেতনতা, অন্যথা যা', তা' বিকার!

কর্ম্মই, চেতনের ধর্ম্ম বিশেষ।

১৯

বাঁধাবাঁধি, ছাঁদাছাঁদি, সবই জাবভাবকে ল'য়ে।
জীবত্ব কি, বুঝ্‌লে পরে, সকলি যায় ঢিলা হ'য়ে॥

যে সত্তায় ভূ-কল্পনা, নিত্যনব তা'র স্ফুরণা,
ধৃতি যথা—স্মৃতি তথা, বিস্মৃতি-স্রোত যায়গো ব'য়ে।
কে তবে চাও চির-বিরাম, অচল ঠাটে সুপ্ত র'য়ে?

প্রকৃতিতে যা'র যা' কায, যে রূপ যেথা ধরি',
সে কায সে ফেল্‌লে ছেঁটে, রয় যে প্রাণে মরি';
লীলায় ব্যক্ত চেতন-বিলাস, লীলাই লয়, লীলাই বিকাশ,
ক'রতে গেলে তা'কে বিনাশ, আত্মত্ব-নাশ দুঃখ স'য়ে।
কর্ম্মই তা'ই বেড়ায় সদা, চেতন-গুণ শিরে ব'য়ে।

ঠেলা খেয়েও মেলা।

২০

কে আর মোরে এ সংসারে, ক'রতে পারে এবে হেলা।
বিদ্‌ঘুটে বা বিগ্‌ড়ান যা', তাহাই ল'য়ে আমার খেলা॥

রেখেও জমি নাইকো ফসল, নকল-নাড়া থাক্‌তে আসল,
কর্ম্মী ল'য়ে কায না সফল, ভিক্ষা-পুঁজি থেকেও চেলা।
গাভী পুষি' প্রাপ্তি চোনা, ঠেলাই সার আস্‌লে মেলা!
পেয়েও গেহ, ভিজে দেহ, বল না তাহে, যায় যা' গেলা!
শরীর ধরি' সোয়াস্তি নাই, চিন্তার জ্বর সারা বেলা!

জ্বালার'পরে বাড়ে জ্বালা, দুখের'পরে দুখ,
বিনা দোষে হ'য়ে দোষী, সদাই পুড়ে মুখ;
তবু আমি কোমর বেঁধে,' কভু হেসে কভু কেঁদে,'
আত্মকর্ম্ম যাচ্ছি সেধে,' দেখেও কাছে পারের ভেলা।
যেথায় মোর কর্ম্ম-ভূমি, সেথায় পথে কাঁটা ফেলা!
জানি না কে কোথা হেন, এ' চেয়ে যে সহে ঠেলা?
যে সব নিয়ে যত জ্বালা, সে সাথে মোর তত মেলা!
এ' ভাবে কে আমার আগে, খেয়ে' এত নিন্দা-ঢেলা?

বস্তুতে বস্তুত্ব নাই, বস্তু-সত্তা জ্ঞানে।

২১

বস্তুতে না বস্তু ভাসে, বস্তু ভাসে মাত্র জ্ঞানে।
বস্তুর বস্তুতা তা'ই, সে জ্ঞান তরে সবে মানে॥

জ্ঞানই সত্য বস্তুর রূপ, মিথ্যাও জ্ঞান-প্রতিরূপ,
জ্ঞান—সর্ব্বভাব-ভূপ, জ্ঞান-লক্ষ্য সর্ব্বস্থানে।
কর্ম্মে নহে কর্ম্মের শেষ, জ্ঞানেই তা'কে অন্তে টানে!

যাহাকে যা' বলি মোরা, তাহাও জ্ঞান-বলে,
জ্ঞানকে ছেড়ে' অজ্ঞান না, কোথাও একা চলে;
সকল রূপ, সকল নাম, সকল ভাব, সকল কাম,
জ্ঞানেই ভাসে অবিরাম, সবার দৃষ্টি জ্ঞান-ধ্যানে।
জ্ঞানই যদি সবারি মূল, কে তা'র শিরে খাঁড়া হানে?
যাহাই সত্তা তাহাই জ্ঞান, তা'ই অনন্ত-অভিধানে!
জ্ঞানই সর্ব্বকাল-সাক্ষী, সর্ব্বতত্ত্ব-সমাধানে।
বিরাটত্ব—সসীমত্ব, একই জ্ঞান-অধিষ্ঠানে।
তা'ই যা' কিছু ভেতর-বা'র, সবার আঁখি জ্ঞান-পানে।
জ্ঞানের কায সমান চলে, আবির্ভাব-তিরোধানে!
জ্ঞানের করে জ্ঞান না মরে, কালের খ্যাতি অভিজ্ঞানে।
জ্ঞানই যুক্তি, জ্ঞানই মুক্তি, জ্ঞানই ব্রহ্ম, জ্ঞানী জানে।
জ্ঞানই ভক্তি, জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানকে পূজে শক্তিমানে!

বিকাশ-মুখে নয়, বিনাশ-মুখেই বস্তুজ্ঞান।

২২

বস্তু-জ্ঞান না বিকাশ-মুখে, বিনাশ-মুখেই ভাসে জ্ঞান।
বিনাশের বিনাশ তরে, তবু সবে যত্নবান্ ॥

ক্রমবিকাশই—"বেড়ে যাওয়া, এক হ'তে আর দশা পাওয়া,"
এই দশাতেই বিলয়-হাওয়া, সদাই রয় বহমান।
তা'তেই জাগে বস্তুর জ্ঞান, তা'তেই জীব চক্ষুষ্মান্!

ক্রমবিকাশের জ্ঞান ত ভাসে, বিনাশ-কর্ম্মফলে,
"হয়ই—জ্ঞান-ভাবমূর্ত্তি", অভিজ্ঞে তা'ই বলে ;
কোথা কিছু ক'রলে স্বীকার, বিনাশধর্ম্মী অস্তিতা তা'র,
অস্বীকারে সমত্ব সার, ভেদত্ব আর না পায় স্থান।
বিনাশ-ভাবেই পড়ে ধরা, বিকাশের কি অধিষ্ঠান!
সৃষ্টি-স্থিতি-ব্যাপার-মূলে, বিনাশ-লীলাই বর্ত্তমান।
বিনাশ-হাতে ত্রাণ না তা'র, জীবনে যে আস্থাবান!
বিনাশই ঠিক রক্ষা করে, জীবনের যোগ্য মান!
বিনাশ নামে তা'ই ত জ্ঞানী, ভয়ে না হয় মুহ্যমান।
অনন্তের অশেষ কায়, বিনাশ-ক্রমে বর্দ্ধমান।
"বিনাশশূন্য বিকাশ—শূন্য," ইহাই সত্য-সমাধান।
বিনাশ-কোলেই তাহার লীলা, হো'ক যে যত সাবধান।

কামিনী—কাঞ্চন—কায়া, আত্মমায়ারই প্রতীক।

২৩

কামিনী, কাঞ্চন, কায়া, সবই আত্মমায়ারূপ।
জোর ক'রে তা' ছাঁটতে গেলে, দাঁড়ায় মূল অন্যরূপ॥

"শক্তিমান্ শক্তিশূন্য," এ কথার মূল্য—শূন্য,
শক্তি-তরেই মূল না ক্ষুণ্ণ,—গণ্য—মান্য স্ব-স্বরূপ।
স্বভাব-তত্ত্ব-নীরাজনে, নারী, সোণা—দীপ—ধূপ!

অন্যথা তা'র না হয় যদি, ছাড়্বে কে কি ভবে?
তত্ত্ব বিনা তথ্যের জ্ঞান, হয় নি, নাহি হ'বে;
তবু সেই তত্ত্ব-ত্যাগে, কোমর বেঁধে' যা'রা লাগে,
তা'রা ভ্রান্তি-শরণ মাগে, না ভাবে তা' জ্ঞান-কূপ।
রূপের মাঝে বিরাজ করে, চিদাকৃতি অপরূপ!
বিশ্বের ভাব তা'ই ত ব্যক্ত, হইয়ে চিদ্-অনুরূপ!
থাক্তে কায়া না যায় মায়া, জানায় সে, কে কিরূপ।
সৃষ্টিতে যা' ব্যক্ত যবে, সে ত সত্য-প্রতিরূপ।
সৃষ্টি যদি ব্যর্থ না হয়, সৃষ্টভাব কা'র্ বিরূপ?
সংযমে যে ভোগরত, সে ভোগে সে ত্যাগী-ভূপ।
কোথা তবে বস্তুর দোষ, দীপ্ত যাহা মূল সরূপ?

স্বপ্নের গানেই অধিক শান্তি।

১৪

কে তুমিগো! কি গান গাও, স্বপনে মোর ভেসে' ?
এমন গান ত কেউ না গাহে, আমায় ভালবেসে' !

যবে আমি জেগে' উঠি, সেই স্মৃতি থাকে ফুটি',
মনে ভাবি—কখন ছুটি, আবার সেই দেশে।
এমন গান ত শুনায় না কেউ, স্বপ্নে কাছে এসে !

জাগর্ত্তির এই যে জগৎ, সদাই দ্বন্দ্বময়,
স্বপ্নজগৎ সেরূপ কভু, শঙ্কাপ্রদ নয় ;
হাসি-কান্না, সকল সুরে, সেথায় বটে কর্ণ পূরে,
তবু তা' না হৃদয়পুরে, ভয়কে রাখে ঠেসে'।
এ' দেশের যে সুর হো'ক্, সেথার সুরে মেশে !
তা'ই ত বলি—সেথার গানে, বিমুগ্ধ হয় যে-সে !
সেথার ভাবে হেথার ভাব, উড়ায় লোকে হেসে'।
হেথায় সবার লীলা যেন, সেথার ভাব-বেশে !
সেথায় যেন শান্তিতে বাস, হেথার লীলা-শেষে !

দু'কুড়ি সাত তুলে', হাতের পাঁচ রাখাই ভাল।

২৫

দু' কুড়ি সাত নাহি রেখে,' লক্ষ্য যাহার হাতের পাঁচে।
পাকা গুঁটি হ'য়েও সে, বুদ্ধিদোষে আপ্‌নি কাঁচে॥

দু'কুড়ি সাত তুলে' ঘরে, হাতের পাঁচ যে রক্ষা করে,
খেলার হাটে সে কাটে দরে, যাচাই তরে নাহি যাচে।
দ্বিগুণে কর্ম্মাগুনে, দিয়েও ঝাঁপ শেষে বাঁচে!

ভবের খেলায় যেবা হেলায়, মূলকে ফেলে ছেঁটে,'
রাখ্‌তে শাখা করে আশা, ভুল সে ধরে এঁটে';
মূল-সত্যে থাক্‌লে দৃষ্টি, বৈষম্যের এই সৃষ্টি,
বিনাশে না কা'রো হৃষ্টি, না পড়ে কেউ ভ্রান্তি-ছাঁচে।
আপন ভাবে আপ্‌না রাখি', আপন তালে আপ্‌নি নাচে!
আপন রতন থাক্‌তে কাছে, তুষ্ট কেবা তুচ্ছ কাঁচে?
কেবা আত্মজ্ঞান-নিধিকে, কাঁচের সম অসার আঁচে?
অজ্ঞানে যা'র চিত্ত রত, দগ্ধ সে দুখ-বহ্নি-আঁচে।

অহঙ্কার নয়, অহম্-সঙ্গই প্রার্থনীয়।

২৬

আমার আমিত্ব-জ্ঞান, না হয় যেন দেহ ধরি'।
জাগে যেন আমিত্ব-বোধ, অহমের সঙ্গ করি' ॥

যদিও আমিত্ব মাঝে, অহমের বীণা বাজে,
তবু তা'র বহু কাযে, (আমি) বৃথা বহু কাল হরি!
থাকিতেও চেষ্টা শত, এ' দেহ যায় দূরে সরি' ॥

অহম্-বীণার সুরকে ধ'রে', যে সেই অহম্-সনে,
ভিঁড়তে পারে, কোনও চাপ, না রয় তা'র মনে;
হ'য়ে মোরা অহঙ্কারী, যে কায না ক'রতে পারি,
ক'রতে তা' না কভু হারি, চিন্তা-জ্বরে আর না ডরি।
দেহ দূরে গেলেও স'রে, সত্য-বোধে সদাই চরি।
"অহম্‌সত্ত্ব তত্ত্বযোড়া," এ' বোধে সব দুঃখে তরি।
অহম্' পরে দৃষ্টি যাহার, অহঙ্কার তা'র না অরি!
অহঙ্কারে সে নয় কারে, অহম্‌কে ঠিক লয় যে বরি'।
অহঙ্কারে চায় সে তবে, অহম-সেবা প্রাণ ভরি'।
অহঙ্কার ত—"সে অহম্ কা'র্?" বুঝিয়ে তা' না রয় জরি'।
সে অহঙ্কারে অহম্ কারে, না পড়ে, মূল সত্য স্মরি'।
বাদানুবাদ—তত্ত্ব-বিবাদ, যায় মিটিয়ে সরাসরি।

অনন্ত ব্রহ্ম, মাত্র জ্ঞানাধিগম্য।

২৭

অনন্ত যা' তা'কে পাওয়া,—জ্ঞানেই পাওয়া জানো সবে।
আর যে রূপে যে যা'কে পাও, তা'ই তা', যাহা মানো ভবে॥

নহে বিভু কভু সান্ত, তা'ই না কা'রো চিত্ত শান্ত,
সদাই ক্ষুব্ধ, কর্ম্মক্লান্ত, ভ্রান্ত হ'য়ে ভাবোৎসবে।
"হয় নান্ত—জ্ঞানেই সান্ত," জ্ঞানী বই তা' কে কয় কবে?

"যা' অনন্ত, নয় তা' সান্ত" সান্ত তা' সেই জ্ঞানে,
নইলে তা'কে সান্ত রূপে, না পায় কেহ ধ্যানে;
জ্ঞান—অনন্ত ব্রহ্ম-রূপ, তা'ই জ্ঞানে সে সান্ত-সরূপ,
মায়িক জ্ঞান হয় না সেরূপ, হয় তা', ভাসে প্রমা যবে।
ব্রহ্ম হ'লে সর্ব্বব্যাপী, নূতন বস্তু কে কি ল'বে?
নব ভাবে কে কি পাবে, কি উপায়ে কোথা তবে?
পা'বার যা' তা' পেয়েই আছে, বুঝুক্ ভ্রান্ত অনুভবে!
"সাধন ত সেই অনুভূতি, কই তা' আমি উচ্চরবে।"
সাধক তবে অসদ্ ভাবের, অসার-ধ্যানে কেন র'বে?
অহম্—অন্য, নয় তা' ব্রহ্ম," এ ভাব গণ্য জ্ঞানাভাবে।
অহম্ পেয়ে জানি না কা'র, আর কি সার পেতে হ'বে।
অহম্ পাওয়া সবই পাওয়া, সবকে পেয়ে দুখ কে স'বে?

বস্তুর ক্রিয়াশক্তিলোপে, বস্তুজ্ঞান অসম্ভব।

২৮

আমার আত্মমায়াশক্তি, যে রূপে যে বস্তু সহ,
ব্যক্ত এই বিশ্বভাবে, দীপ্তি ত তা'র অহরহঃ ॥

জোর করি' তদন্যথা, ঘটা'তে যে চাহে যথা,
মুক্তি তথা কথার কথা, বাড়ে ব্যথা দুর্ব্বিষহ।
আত্মশক্তি-ধারা রোধি', কেবা তবে শান্ত রহ ?

আত্মমায়াশক্তি যদি, বস্তুর রূপ ধরে,
সদাই ত তা'র চ'লবে ক্রিয়া, স্বতঃই অহম্'পরে ;
রুদ্ধ হ'লে শক্তির কায, পড়ে আমির-মাথায় বাজ,
ছা'ড়লে আমি ভাবের সাজ, কি কথা কে কা'রে কহ ?
"স্বভাবে নাই ভাবের অভাব", এ' ভাবে সার বুঝে লহ।
"ভাবকে ধরি' স্বভাব-বোধ" এ' সত্য-ভার সবে বহ।

"আমার" নিয়াই "আমি" তৃপ্ত।

২৯

"আমার" বই "আমি" ভবে, না করে আর কা'রো আশা।
'আমার" সম "আমির" প্রতি, কেউ না দেখায় ভালবাসা॥

রেখেঃ তা'কে ভাল বাসে, অনেকেই ভালবাসে,
"আমার" থাকিলে খাসে, সমান গণে কাঁদা-হাসা।
আমা ভিন্ন "আমির" কাছে, সবারি ভাব ভাসা-ভাসা॥

অনুরক্ত ভক্ত সাজে, সুখের কালে যা'রা,
শক্ত হ'য়ে রক্ত আঁখি, দেখায় দুখে তা'রা ;
আর আর যা', সবই চলে, কেবল গুরু যাহা বলে,
না পালে তা' গায়ের বলে, এমনি নীচ, মূর্খ চাষা।
দ্বেষের আগুন জ্বালে রোষে, একটু যদি যায়গো তাসা !
"সু-শীলের" শীলত্ব-লোপ, না পড়িতে উল্টা পাশা !
"আমি" কিন্তু "আমার"-ভাবে, সর্ব্বদাই থাকে খাসা।
"আমি" ভাবে,—"আমার-"ভাবে তাহার চিরশান্তি-বাসা।
"আমার" কোন কাযে "আমি", না গণে ক্লেশ রতি, মাষা।
অন্য ভাবে অন্তরে তা'র, অভাব-ভয়-ভ্রান্তি-বাসা !
"আমার" লাগি' "আমি" সোণা, অন্য লাগি' পিতল—কাঁসা !

———

জ্ঞানআঁখিই, অন্ধের ঈপ্সিত বস্তু।

৩৭

তুমি চিরজ্ঞানআঁখি, চিরদীপ্ত নির্ব্বিকারে
অন্ধ আমি, দিবাযামি, ভ্রমি ভ্রান্তি-অন্ধকারে

ভেদি' সেই মোহ-তমঃ, কবে তুমি প্রিয়তম,
ফেল্‌বে ছেয়ে হৃদি মম, ছড়িয়ে দিয়ে আপনারে।
জ্ঞান-আঁখি, তোমা আমি, পেতেই চাই হৃদাগারে ॥

সবই মোর সে দৃষ্টি-পথে, সদাই আছে প'ড়ে',
সবাই যাচে—সে ভাব-ছাঁচে, উঠ্‌তে ত্বরা গ'ড়ে ;
সে ভাব বই যাহা অন্য, নয় তা' মম কাম্যে গণ্য,
কেবল তুমি, তোমার জন্য, খিন্ন মতি শূন্যাকারে।
তব দিব্য জ্যোতিঃ-জাল, বিকীর্ণ হো'ক্ এ' আঁধারে।
দেখ্‌লে জ্যোতিঃ ভুল্‌বে মতি, ফুল্‌বে না আর অহঙ্কারে !
জ্যোতিঃ-ধ্যানে, জ্যোতিঃ-জ্ঞানে, রইবে আত্মসত্ত্বাধারে।

ভক্তি, জ্ঞানের স্থূলদেহ।

৩১

ভক্তি—জ্ঞান-স্থূলদেহ, জাগে তাহে চেতন-জ্ঞান।
দেহীর কাযে দেহের মত, অন্য না কেউ যত্নবান্।

ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানের সেবা, ক'রতে পারে অন্য কেবা?
ক'রতে তা' চায় অন্য যেবা, সে যেন তা'র মৃত্যুবাণ!
ভক্তি-হাওয়ায় জ্ঞান না ঘুমায়, দাঁড়ায় সর্ব্বশক্তিমান্।

ভক্তি-তনু অচল হ'লে, সেবার ত্রুটি-দোষে,
পঙ্গু সম জ্ঞানের দশা, বিজ্ঞানময় কোষে;
ভক্তি লাগি' জ্ঞান বুদ্ধ, ভক্তি লাগি' জ্ঞান শুদ্ধ,
না হয় তা'র স্রোত রুদ্ধ, সবার কাছে বাড়ে মান।
নারীর আদর—যত্ন বিনা, তৃপ্ত কোথা নরের প্রাণ?
করে ভক্তি জ্ঞানের সেবা, সর্ব্বস্ব তা'র করি' দান!
ভক্তিকে তা'ই জ্ঞান না ছাড়ে, ভক্তি যেন জ্ঞানের যান!
যেথায় ভক্তি সেথায় জ্ঞান, কর্ত্তারূপে ভাসমান!
দু'য়েই যেন দু'য়ের প্রতি, দেখায় সম প্রীতি-টান।
ভক্তি—জ্ঞান-লীলা-ভূমি, জ্ঞানও ভক্তি-অধিষ্ঠান।
ভক্তিকে জ্ঞান সঙ্গে রাখি', জয়ী সর্ব্ব-সন্নিধান।
ভক্তিও জ্ঞানসেবা-ছাড়া, আর যা' করে প্রত্যাখ্যান।
জ্ঞানের সেবায় ভক্তি সতীর, ব্যভিচারের নাইকো স্থান।
ভাষা-ভাব সম দু'য়ের, এক ক্ষেত্রে অবস্থান।

জ্ঞানের হাতেই ভক্তির খোল্‌তাই।

৩১

জ্ঞানের হাতে না সাজিলে, নিখুঁত না হয় ভক্তির সাজা।
অন্য কেহ সাজা'লে তা'য়, বাড়ে তাহার অশেষ সাজা ॥

ভক্তি—পত্নী, জ্ঞান—পতি, তোষিতে তা'ই পতির মতি,
ভক্তি যেন সাধ্বী সতী, প্রীতি-ভাবে সদাই তাজা!
জ্ঞানও ভক্তি-অনুরাগী, হইয়ে তা'র হৃদয়-রাজা ॥

সকল ক্ষেত্রে ক'নে চেয়ে, বয়সে বর বড়,
ক'নে চেয়ে সর্ব্বত্র রয়, সকল কাযে দড় ;
বর আগে প্রাণের টানে, ক'নেকেই ঘরে আনে,
ক'নে ত তা'ই তা'কে মানে, বরেরও কায ঘসা-মাজা।
বরই সাজে ক'নের খোঁজে, এমনি বিশ্বপ্রেমের ধাঁজা।
জ্ঞানই জানে—কি ভাব-দানে, বাজা'তে হয় ভক্তি-বাজা।
ভক্তি-বারি না পড়িলে, জ্ঞানভূমি ত শুখা—হাজা!
জ্ঞানের বহির্বিকাশ-শক্তি, ভক্তি-নামে উড়ায় ধ্বজা।
জ্ঞান ত তাহে বুদ্ধ, ভক্তি, তাহার লাগি' করে যা,' যা'।
ভক্তি সেবা না করিলে, দাঁড়ায় জ্ঞান ডাহা খাজা!
ভক্তি যেন জ্ঞানের প্রাণ, নইলে সে ত পোড়া ভাজা!

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ।

৩৩

"সব বস্তু ব্রহ্মময়," এ' বাক্যের এ' অর্থ নয়—
"দৃশ্য না আর ভাসে চোখে, যবে ব্রহ্মজ্ঞানোদয়"।

পরিদৃষ্ট যা' যা' ভবে, ব্রহ্মসত্তা-ভাতি সবে,
কিসে দৃশ্য লুপ্ত হ'বে ? তা'ত ব্রহ্ম-পরিচয় !
দৃশ্যাভাবে দ্রষ্টা নাহি, দ্রষ্টা-জ্ঞানে জেগে রয়।

সবে ব্রহ্ম, ব্রহ্মে সব, গণ্‌লে সত্য সার,
কি ভাবে ভূ ব্রহ্মময়, বুঝ্‌তে দেরী কা'র ?
"ভিন্ন ভাবে প্রতিরূপ," মান্‌লে ব্রহ্ম অপরূপ,
সে যে শুদ্ধ, এক, অরূপ, কিরূপে তা' সিদ্ধ হয় ?
এক অধিষ্ঠান-জ্ঞান, দ্বৈত-ভ্রম করে লয়।
দাঁড়া'লে মূল চিদধিষ্ঠান, ভাব-কর্ম্ম-সমুচ্চয়।
থাকিলেও দৃশ্য ব্যক্ত, না ঘটে তা'র অপচয়।
আর এক কথা, যথা-তথা, লোকে যা'কে ব্রহ্ম কয়,
আত্মাই সে ব্রহ্মের রূপ, তা'তেই দীপ্ত সমুদয়।
আত্মাতে সব ভাসে বলি', আত্মময় দৃশ্যচয়।
অহম্‌রূপে আত্মভাতি, যাহা সর্ব্ব-ভাবালয়।
যা' হ'তে যা' ভাসে, তা'র, তাহাই ত মূল নিসংশয়।
নীরবিম্ব ভাসে নীরে, নীরই তা'র সত্ত্বাশ্রয়।

কেউ নাই যা'র, বিভু সঙ্গী তা'র।

৩৪

যাহার পক্ষে কেউ না থাকে, বিভুই তা'র পক্ষ লয়।
বিভু'পরে থাক্‌লে আস্থা, দুরবস্থা দূর হয়॥

ভক্ত যদি থাকে দীন, নয় সে ভাবে তুচ্ছ, হীন,
রাজাও তা'র ভাবাধীন, কেহই সমকক্ষ নয়।
লোকই লোকের মহা অরি, মিত্রভাবে ক'জন রয়?

আত্মা—যিনি বিভুরূপে, আছেন হৃদে জেগে,
তাঁহার সম বন্ধু কোথা, পায় কি কেহ মেগে?
সম্পদেই বন্ধু সবে, আসে কাছে, বিপদ যবে—
সকল বন্ধু সরে তবে, কেহই না সহৃদয়।
কেবল এক বিভু-আত্মা, কখন ন'ন নিরদয়!
সদয় হ'য়ে সাহস দিয়ে, নাশেন দুঃখ, ভ্রান্তি, ভয়!
আত্মাই তা'ই চিরবন্ধু, গাও সকলে তাঁ'রি জয়।

স্বভাবেই আসে রোগ, স্ব-ভাবেই সরে।

৩৫

"স্ব-ভাবেই আসে রোগ, স্ব-ভাবেই তা' স'রে যায়"।
বিশ্বাস যা'র হেন ভাবে, সেই, ভবে শান্তি পায়॥

যাহে স্ব-ভাব-বিধি-হানি, নিলে তাহা সত্য মানি',
মরণ লয় কোলে টানি,' কেউ না তবে ফিরে চায়।
স্বভাব-বিধি যে না মানে, কুঠার হানে সে ত পা'য়।

দ্বিশক্তিতে স্বভাব-কায, একের হ্রাস যবে,
অনুকূল বোধে অন্যে, মান্‌তে হ'বে তবে ;
হ'লেও তা' বিপরীত, তাহাতেই ঘটে হিত,
অন্যথায় অত্যহিত, না রয় আত্মত্রাণোপায়।
গোলার ঘাত লাগ্‌লে ভূমে, প্রতি-ঘাতে সে লাফায়!
ঊর্দ্ধ হ'তে পতন-কালে, ঊর্দ্ধ, কভু না বাঁচায়!
পতন-মুখে ঢেউ কে রুখে? প'ড়লে, পুনঃ ঊর্দ্ধে ধায়!
যেথায় রোগ ওষুধ সেথা, যেথায় ছায়া সেথায় কায়।
এক কালে যা' রোগের হেতু, অন্য কালে তা' পলায়।
রোগৌষধ সবকে নিয়ে, জাগে স্ব-ভাব স্ব-সত্তায়।
কভু সে রোগ, কভু ভেষজ, কভু রয় সে সমতায়।
পূর্ণ-গতি, পূর্ণ-স্থিতি, স্বভাবের অন্তরায়।
নিয়ে স্ব-ভাব ফিরে স্ব-ভাব, নাইকো তা'র প্রত্যবায়।
স্বভাবতত্ত্ব অনায়ত্ত, তবু জ্ঞানী তা' জা'নতে চায়।

স্বভাবের কাযও একরূপ নয়।

৩৬

স্ব-ভাবের মাঝে যবে, ক্রমব্যক্ত ঋতু ছয়।
এক ভাবে কার্য্য করা, জীবের কভু সাধ্য নয়!

স্বভাব যেমন নিত্য নূতন, জীবের ভাবও নব তেমন,
কভু হর্ষ, কভু রোদন, গ্রীষ্ম, বর্ষা যেমন হয়!
সমভাবে কার্য্যে ভবে, কেউ না করে কাল-ক্ষয়!

কর্ম্ম-ছাড়া প্রমাজ্ঞান যা', বদল তা'র নাই,
তাহাই মাত্র নির্ব্বিকার, দেখ্‌তে মোরা পাই;
বস্তু-জ্ঞান যা' সাধারণ, সে জ্ঞানেও আবরণ,
ক'রবে কে তা' নিবারণ? সবার আছে ক্ষয়োদয়!
বিপরীত ভাব-ক্রমে, কালের বশে সমুদয়।
স্বভাবেরও স্ব-ভাব-বশে, অসম্ভব স্ব-ভাব-জয়!
চিরকাল একই ভাবে, কোন কর্ম্মে কেউ না রয়!
কাল-জ্ঞানে জ্ঞানীর তবে, অন্তর্হিত কাল-ভয়।
স্ব-ভাব-বিবর্ত্তন সম, ভাবও পরিবর্ত্তময়।
ভাবের যে বিবর্ত্তন, স্ব-ভাবের তা' পরিচয়।
মূর্খ-ভাবে—সেই-ই জ্ঞানী, এ দেহ যা'র অনাময়।

ধ'রলে দেহ, দেহের ধর্ম্ম, বিধিও নারে ক'রতে লয়!

দেহ-ধর্ম্ম-বিজ্ঞাত যে, সেই ত বুদ্ধ সদাশয়।

সাজের মতই কায।

সেরূপ সাজে সাজে সাজে, যেরূপ কাযে শোভা তা'র।
যে কাযের নহে যে সাজ, সে সাজে হয় সাজা সার!

সাজের মাঝে কাযের গোড়া, সাজই সাজায় কাযের গোঁড়া,
সাজে যেন কায মোড়া, সাজেই ব্যক্ত কাযের ঠার।
তা'ই ত যাহার যেরূপ সাজ, সেরূপ কায-ব্যবহার।

যে সাজে না যে কায সাজে, সে কায যেথা ঘটে,
জান্‌তে হ'বে সাজের গুণ, সেথায় আগে রটে ;
ব্যক্ত তা' না হ'লে আগে, কায না কা'রো ভাল লাগে,
সাজেই তা'ই আস্থা জাগে, তা'ই ত কায সে প্রকার।
সাজের মত কাযে কোথা, ঘট্‌তে পারে ব্যভিচার ?
সাধুর সাজে সেজেও চোর, প্রকাশে ভান সাধুতার!
যথায় তা'র বৈপরীত্য, সেথাও জয় মূলেচ্ছার!
"সাজের প্রতি কাযের প্রীতি" সত্যই এ' সমাচার।
সাজ না হ'লে কায না চলে, দু'য়েই দু'য়ের অধিকার।

যে কাযের যা' মূল, সে কাযের জন্য তা'র সাহায্যই প্রয়োজন।

৩৮

"অনাদিকাল যে ভাবে যে, যে কায নিয়ে ব্যক্ত ভবে।
সে কায তা'র পূরণ-তরে, সাধ্‌তে তা'কে হ'বেই হ'বে" !

হ'লে সত্য এ' ভাব-তত্ত্ব, যে শক্তি যা'র করায়ত্ত,
তদ্‌ কৃপা বই তাহে মত্ত, হয় কেবা কোথা কবে ?
যা'র হাতে যা', তা'র কাছে তা', চাইতে হ'বে, যে তা' ল'বে।

"ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকামী, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে,
ভিন্ন ভিন্ন শক্তিপূজায়, রয় যে শক্তি-তাঁবে,"—
নয় এ' শুধু ছার বারতা, কাযে ব্যক্ত এ' সত্যতা.
তবে আত্মনির্ভরতা, যথার্থই আসে যবে—
শক্তিমান্‌ চৈতন্যেই, ভাসে তাহা, যা' এ ভবে।
অন্যথায় শক্তিসাধক, শক্তি নিয়াই মত্ত র'বে।
মূর্ত্তি-পূজা না ছাড়ে সে, আসক্তি যা'র ভাবাসবে।

আত্মভাবের ছাড়া-বেড়ায়, শত্রু-মিত্র-ভাবের খেলা।

৩৭

আত্মভাবের ছাড়া-বেড়ায়, শত্রু-মিত্র-ভাবের খেলা।
বাইরে যা'কে যায় যা' গণা, অন্তরেই ত তাহার মেলা ॥

যাহা ঘোর বিঘ্ন বলি', এড়াইয়া আমি চলি,
তা'ই মোর শত্রু বলী, কঠিন তা'র সঙ্গে মেলা।
মিল্‌তে গেলে বিরোধ ঠেলে', কূলেই ডুবে পারের ভেলা!

নূতন ভাব যেরূপই হো'ক, তখন তা'র সনে,
রাখিতে মিল, চাহেগো দিল্, না চায় পুরাতনে ;
সে নবত্ব এত মিত্র, ভাসে হৃদে তা'র চিত্র,
জীবন-লীলার এ' বৈচিত্র্য, কখনও না যায় ঠেলা।
যত্র তত্র ইহারই জের, পরিদৃষ্ট সারাবেলা।
অসদ্ভাবে র'বেই ত ভেদ—শত্রু-মিত্র, তোলা-ফেলা!
নিজেই নিজ স্বার্থ-বশে, কভু গুরু—কভু চেলা।

তদ্‌সত্তাতেই তদ্‌সত্তাবোধ।

৪০

আমি যে মোর চেতন-বলে, "আমি আছি" মনে করি।
"তদ্ সত্তায়, তদ্‌সত্তাবোধ," ইহাই তা'র সূত্র ধরি ॥

"অণু হ'তে অনীয়ান্, মহৎ হ'তেও মহীয়ান্,"
এই জ্ঞানই—চেতন-জ্ঞান, তা'ই ত আত্মভাবোপরি—
ভাসে সর্ব্বভাবের ছায়া, না রয় কিছু দূরে সরি' !

আত্মভাবে সকল ভাব, প্রকাশ পায় বলি,'
"আত্মাই যে সবার মূল," এ' জ্ঞানে জীব বলী ;
বিভু-জ্ঞানে জগতে তা'ই, সকলেই সর্ব্বদাই,
চেতনার দেয় দোহাই, ভক্তি-ভরে তাঁ'কে স্মরি'।
এ' দেহে তাঁ'র বিকাশ-হেতু, দেহকে না ভাবে অরি।
মানে এ' দেহ তাঁ'রই দেহ, তা'ই না চাহে "কভু মরি"।
চাহে আরো—"সেই চেতনে, নির্ব্বিকারে স্থখে চরি।
কভু যেন সে ভাব হ'তে, অন্যত্র না পড়ি ঝরি"।
তা'ই "আমিকে" চেতন-জ্ঞানে, মানে ভবপারের তরি।

———

আত্মজ্ঞানে সকলি আমার।

৪১

ভানু মোর আত্মদৃষ্টি, শশধর—মম মন।
তারারাজি—আশারাশি, শূন্য—মম আয়তন ॥

স্পন্দশক্তি—মোর চিত্ত, তন্মাত্র পাঁচ—মম বিত্ত,
কাল—মোর ভাব-নৃত্য, স্মৃতি—লীলা-নিকেতন।
নিদ্রা আর জাগরণ—আকুঞ্চন—প্রসারণ!

এইরূপে এ' ভূ-রূপে, অনাদি কাল আমি,
যে ভাবে যা' ব্যক্ত যথা, হইয়ে তা'র স্বামী;
প্রতিপরমাণু-সঙ্গে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-রঙ্গে,
লিপ্ত সদা, তবু অঙ্গে, নাইকো কোন আবরণ।
সত্তা-জ্ঞান থাকাতেই, "আমি"—ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
"আমি" স্ব-প্রকাশ তা'ই, স্ব-ভাব মোর সচেতন।
চেতনাই অনন্তের, এক সাক্ষী সনাতন।

ভাব ভিন্ন অসম্ভব—চেতনার প্রস্ফুরণ।
ভাবময় বিশ্ব ত তা'ই, মূলবস্তু-নিদর্শন!

মানুষই, মানুষের ভয়ঙ্কর শত্রু ।

৪২

মানুষ চেয়ে মানুষের আর, নাইকো শত্রু ঘোরতর।
মানুষ মাঝে স্বজন আবার, আরও অধিক ভয়ঙ্কর !

স্বজন চেয়ে আত্মীয়চয়, অধিকতর শত্রু হয়,
পর হ'তে যে আসে ভয়, আত্মীয়ই তা'র গুপ্তচর।
বুনো বাঘের ভীতি বনে, কুনোর ভয় নিরন্তর !

আত্মীয় সাথ থাক্‌লে ভিড়ে, পরকে করি' হেলা,
এমন দশা আসে শেষে, কূলেই ডোবে ভেলা ;
দেখা যায় এ' যথা তথা, "সাধ্‌লে, পরে শুনে কথা,"
হেন স্বজন ক'জন কোথা, না চাপে যে মাথার'পর ?
পরই সত্য ব্যথার ব্যথী, ক'রলেও তা'য় অনাদর !
স্বজন যে, সে খেতে মাথা, খুঁজে মাত্র অবসর !
যে হোক্ সে—জায়া, সুত, শিষ্য, চেলা, বন্ধুবর।
বিপদ এলে দেয় সে ব'লে—কে আপন, কেবা পর।
আত্মাই এক চিরমিত্র, সর্ব্বকালে শুভঙ্কর।
আত্মা'পরে বিশ্বাস যা'র, তা'রই ছুটে মায়া-জ্বর !



ভুল-ছাড়া ও ভুল-বাড়া নিয়াই, জীবন-খেলা।

৪৩

'ভুল-ছাড়া,' ভুল-বাড়া,' এ'দুই নিয়া জীবন-খেলা।
আত্মভাবে নানা ভাবে, সজ্জিত এই ভব-মেলা॥

হ'য়েও অন্ত অফুরন্ত, কভু তা'র কর্ম্ম সান্ত,
নহে আদি কর্ম্মে ক্ষান্ত, কঠিন আদির অন্ত-মেলা!
আদি যেন অনন্তের, চিরসঙ্গী, বীর চেলা!

"চ'ল্লেও ঠিক আদির কায, অন্ত-স্ব-স্বভাব,
না রুখেও আদির গতি, জাগায় প্রাদুর্ভাব;"
এই ভাবের ল'য়ে স্মৃতি, কর্ম্মে যা'র সমাদৃতি,
সব ভাবে সে রাখে ধৃতি, কিছুতে তা'র নাইকো হেলা।
ভুল-সঙ্গে, ভুল-রঙ্গে, অভ্রান্ত রয় সারা বেলা।
ভুল-ছাড়ার আশাও ভুল, তা'কেও চাই বোধে ঠেলা।
বোধ-স্মৃতি, একমাত্র মায়াসিন্ধু-পারের ভেলা।

যে ভাব আমার, সে ভাব মতই আমার পূজা।

৪৪

যা' আছে মোর তা'ই দিয়ে ত, ক'রবো আমি পূজা তব।
আছে মাত্র আধি, ব্যাধি, সে উপচার অভি-নব।

অন্যের ঠাঁই যাহা মিলে, কি ফল তাহা তোমায় দিলে ?
আমার যা', তা' তুমি নিলে, আমি ভবে ধন্য হ'ব।
আমার ধনে তোমার পূজা, সাঙ্গ হ'লে সিদ্ধ সব!

নিজস্ব যা', যা হো'ক তা', তাহাই তোমা দিতে,
ব্যস্ত সদা চিত্ত মম, না চায় কিছু নিতে ;
কামীর পূজা কামকে দিয়ে, লোভীর পূজা লোভকে নিয়ে,
যে ভাব যা'র সেরূপ তা'র, অনুষ্ঠান তথা স্তব।
আমার ভাবে তোমার পূজায়, পূরুক মম ইচ্ছা, ভব!

আত্মশক্তিস্ফূর্ত্তিতেই আত্মবোধ।

৪৫

মোর' পরে যে টেক্কা দিয়ে, প্রকৃতি মোর চ'ল্‌তে চায়।
"আমি সর্ব্বশক্তিমান্" এ'তেই তা' ঠিক জানা যায়॥

না হ'লে তা'র কার্য্য সেরূপ, "আমি যে হই আমার স্বরূপ,"
ব্যক্ত কিছু তদনুরূপ, থাকতো না এ বসুধায়।
আত্মবশ্য সদা "আমি," আত্মমায়া-প্রতিষ্ঠায়!

শক্তিরূপে যে ভাব যবে, উদিত মোর মনে,
আমার সুখের হেতু তাহা, জড়িত মোর সনে;
সে যখন যাহা করে, তা' মোর প্রতিষ্ঠা-তরে,
নহে মোর অগোচরে, কভু কোন অবস্থায়।
তবু শক্তি-ব্যক্তি বিনা, "বিভু-আমি" কে জানায়?
আত্মবোধই আত্মশক্তি, শক্তি-রোধ না মোক্ষোপায়!

আত্মশক্তি-স্ফূর্ত্তি সহ, আত্মবল বৃদ্ধি পায়।

আত্মপ্রকৃতি-জ্ঞানেই, ব্রহ্মপ্রকৃতি-জ্ঞান।

৪৬

ব্রহ্ম স্বপ্রকৃতির সন্তোষ সাধনে,আত্মানন্দভোগ নিশ্চিত জানিয়ে,
বিবিধপ্রকারে আত্মপ্রকৃতিকে,রেখেছে সাজায়ে নিজে না সাজিয়ে।

আত্মপ্রকৃতির আনন্দ-কারণ, ব্রহ্মের যবে এ' বিপুলায়োজন,
জীবপ্রকৃতিকে সাজাতে তখন, ক্ষান্ত র'বে জীব কি দোষ লাগিয়ে?
তাই সে কাহারো না শুনে বারণ,সাজায় তাহাকে স্বভাব ভাবিয়ে।

জীব-প্রকৃতির না নিলে সন্ধান, ব্রহ্ম-প্রকৃতিকে জীব না জানে,
"আত্মভাব জ্ঞান—ব্রহ্মত্ব-বিজ্ঞান" তত্ত্বজ্ঞানী ইহা প্রকৃত মানে;
জ্ঞানে জীব-ব্রহ্মে না রয় বিভেদ, স্বতঃই প্রকৃতি-বিভাগ-উচ্ছেদ,
না বাড়ায় খেদ,অভাব, বিচ্ছেদ, নাশে পরিচ্ছেদ সমতা ভাসিয়ে।
তা'ই জীব কভু জীবতত্ত্বজ্ঞানে, জীবত্বে না রয় এ'দেহে থাকিয়ে।
কেহই কোথায় ব্রহ্মতা না পায়, হেলায় আপন প্রকৃতি ছাড়িয়ে।
নানা সাজে তা'কে সাজা'তে সাজা'তে,
বশে সে ত শেষে শরণ মাগিয়ে।
"পুরুষ অশেষ" এই ভাববোধে, লয় সে নিজের সান্তুতা মানিয়ে।
সজোরে তাহারে চাহে যে ছাড়িতে,
পড়ে সে অজ্ঞানে স্বজ্ঞান নাশিয়ে।

আত্মপ্রকৃতিই আত্মতাদীপিকা।

৪৭

আমার প্রকৃতি আমার সেবাতে, নিয়ত নিরত আমাকে তুষিতে।
সে যদি না থাকে,অপরে না মোকে,আনন্দ যোগায় আপন খুসীতে ॥
আনন্দবিবোধ প্রকৃতি-সংযোগে,
অসংযোগে তাহা নাহি ভাসে যোগে,
আত্মজ্ঞানাভাব কোথা যোগাযোগে ?
প্রকৃতিকে তা'ই কে পারে দূষিতে ?
আনন্দবিকাশ যবে সত্তাজ্ঞানে,অনিচ্ছু কে তবে তাহাকে পুষিতে ?

যদিও ব্রহ্মাত্মা—আনন্দ-স্বরূপ, তথাপি স্ব-ভাব স্পন্দন বই,
সে আনন্দ-জ্ঞান না জাগে তাহার,
না জানে "কে আমি, কি ভাবে রই" ;
সে হেতু প্রকৃতি ব্রহ্ম-সহচরী, অথচ কখন নহে তা'র অরি,
অধিষ্ঠান-ব্রহ্মে বিচরণ করি,' প্রকাশে ব্রহ্মতা হাসিতে হাসিতে।
মোরও প্রকৃতি আমার লাগিয়ে, মগনা সতত করম-রাশিতে !
সে আমার তাই প্রিয়া মনোরমা,আমি তাকে চাই উঠিতে বসিতে।
তা'র সেবা বিনা স্ব-জ্ঞানে আমি না,
পারি না আনন্দ-সাগরে ভাসিতে !
থাকিলে সে জেগে' সকলি আমার,
না পারে অজ্ঞান আমাকে শাসিতে !
প্রকৃতিশূন্যতা নহে জ্ঞানোপায়, সে ভাব প্রকট জ্ঞানকে নাশিতে !
ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ প্রকৃতি জাগা'য়ে, অজ্ঞানতা যা'য় অশক্ত আসিতে !
প্রকৃতিবিলয়—অজ্ঞান-আলয়, সাড়ায় রহে সে ব্রহ্মতা ঘোষিতে !

সকলি আমার আত্মপূজার উপচার

৪৮

যা' আছে আমার, যথায় যা' আর, কুড়াইয়া আমি আনি।
সকলি আমার আত্ম্-পূজার, উপচার-রূপে মানি ॥

প্রকৃতি মোর তা'ই যা' করে, শুধু তা' মোর সুখের তরে,
স'পিয়ে সব তাহার করে, না রই আমি অভিমানী।
"করে সে যা', তা'তেই মজা," এই মাত্র আমি জানি !

তাহার লাগি' আমি ত্যাগী, সদাই সচেতন,
তাহার ডালি যত্নে নিতে, আমার আকিঞ্চন ;
জেনে' তা'কে জ্ঞানের হেতু, মেনে' তা'কে পারের সেতু,
আমি তাহার গুণের কেতু, উড়াই, তা'কে অঙ্কে টানি'।
নাহি ভাবি—তা' হ'তে মোর, ঘ'টতে পারে কোন হানি !
যে-সে ধন সে নহে মম, সে মোর প্রেমের রাজধানী !
আমায় রাজা ক'রে সে ত, হ'য়েছে মোর রাজরাণী !
আমায় কৃষ্ণ সাজা'য়ে সে, সেজেছে মোর রাধারাণী !

সকল কাযে চিত্ত সাজে, পশ্‌লে কাণে তাহার বাণী !
সে মোর পূজায় মোকে জাগায়, তা'ই ত আমি আত্মজ্ঞানী !

সব নিয়ে আমি এক।

৪৯

সবই আমার ভাবের আকার, "আমি" একা সবকে ল'য়ে।
ভাল-মন্দ-ভেদ যা' তবে, ইচ্ছা-ক্রমে ভ্রান্ত হ'য়ে॥

কল্পনার অভাব যবে, আত্মভোলা "আমি" তবে,
আত্মবোধ তরে ভবে, বেড়াই ইচ্ছা-চাপ স'য়ে।
মূলতঃ যা', তাহাই "আমি" ভাবস্রোতে না যাই ব'য়ে!

"আমি—এক পূর্ণানন্ত", এই যে জ্ঞান মম,
মোর'পরে মোর দৃষ্টি বিনা, গণ্য শূন্য সম;
তা'ই "আমি" কল্পনায়, স্বভাবজ বহুতায়,
জ্ঞাত হই আপনায়, আত্মভাবে মুক্ত র'য়ে।
অন্তরে মোর দাগ না লাগে, থেকেও মিশে দ'য়ে থ'য়ে!
'সু'-'কু'-ব্যাপার—ইচ্ছা-বিকার, ইচ্ছা নিজে দেয় তা' ক'য়ে।
হ'লেও "আমি" স্ব-ভাব-স্বামী, স্ব-ভাব না ন্যূন আমা চেয়ে!

স্বশক্তিই আত্মত্ব ও ব্রহ্মত্ব-সাধিকা

৫০

ব্রহ্ম কি তা' বুঝ্‌তে গেলে, নিজেকে চাই আগে জানা।
আপনাকে জানার হেতু, স্ব-শক্তিকে নিজে মানা ॥

শক্তি যদি থাকে সুপ্ত, নিজত্বের নাম লুপ্ত,
নিজত্ব বই ব্রহ্ম গুপ্ত, দীপ্তিতে তা'র পড়ে হানা।
আত্মভাবেই ব্রহ্ম-ভাতি, শক্তি বিনা সে ত কানা!

সতত তা'ই শক্তি-বিলাস, স্বতঃই নিজ-মাঝে,
তা' হ'তেই ব্রহ্ম অরূপ, নিজের জ্ঞানে রাজে;
জ্ঞান-ছাড়া না নিজে যবে, স্ব-স্বরূপই ব্রহ্ম তবে,
তা'ই "অহং ব্রহ্মাস্মিবৎ," ব্যক্ত বেদবাক্য নানা।
নাহি চলে শক্তি বিনা, কা'রো কোন মুন্সিয়ানা।
নিজ হ'তে শক্তিকে তা'ই, কখনও না যায় ছানা।
আত্মশক্তি—ব্রহ্মত্বের সনাতন কারখানা!
আত্মজ্ঞানীই—ব্রহ্মজ্ঞানী, নইলে যা' আর, সত্য তা' না!

অহঙ্কার, মোক্ষের অবিরোধী।

৫১

জীব যদি পুষে স্মৃতি, নিজ মোক্ষ-অবস্থায়।
সেইখানেই আপ্‌না হ'তে, জাগে তা'র অহঙ্কার ॥

অহঙ্কারই ব্রহ্মের জ্ঞান, নইলে ব্রহ্মে অজ্ঞান-ভান,
তা'ই ত ব্যক্ত অভি-মান, জাগাইতে সত্য সার।
অহঙ্কার করে দান, পরিচয় ব্রহ্মতার ॥

অহঙ্কারকে না দূষিয়ে, যে তা'র তত্ত্ব বুঝে,
সেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, আর না কিছু খুঁজে ;
যেথায় কোন বোধ না থাকে, সেথা কে কয় মুক্ত কা'কে ?
লোকে মুক্ত বলে তা'কে, রাখে যে জ্ঞান-ব্যবহার।
অহঙ্কারেই সে ব্যবহার, সুরক্ষিত অনিবার !
অহঙ্কার-মুখে ব্যক্ত— অনন্ততা স্ব-সত্তার !
"নাস্ত আমি" এই জ্ঞানেই, মুক্ত মোক্ষহর্ম্ম্য-দ্বার।
না থাকে যা'র অহঙ্কার, উক্তি মাত্র মুক্তি তা'র !
"অহং মুক্ত" এই যে জ্ঞান, অহঙ্কার-দিব্যাকার !
নাইকো যথা এ' জ্ঞান, তথা, আবির্ভাব শূন্যতার।
কোথা তবে যুক্তি, মুক্তি, অনুভূতি আত্মতার ?
অহঙ্কার থাকা হেতু, সত্তাবোধ আপনার।
সত্তাজ্ঞানই মোক্ষজ্ঞান—নয় তা' তত্ত্ব-পরিহার !
অহঙ্কার-প্রসারেই, বাড়ে সে জ্ঞান-অধিকার।
অহঙ্কৃতি-সঙ্কোচেই, ঘিরে মোহ-অন্ধকার !
হ'য়ে তা'ই মোক্ষ-সাক্ষী, অহঙ্কার-হুহুঙ্কার !
অহঙ্কার-সাক্ষ্য-হেতু, জীব ত জ্ঞাত মোক্ষ-ঠার।

প্রকৃত অভিমানীই—প্রকৃত আত্মজ্ঞানী।

৫২

প্রকৃত যে অভিমানী, সেই ত সত্য আত্মজ্ঞানী।
সত্ত্বা-অভিমানে কা'রো, হয় না কভু সত্ত্ব-হানি ॥

সত্ত্বাকে যে বড় ভাবে, থেকেও সে অসদ্ভাবে,
মত্ত নহে কোন ভাবে, হ'য়ে সত্ত্ব-অভিমানী।
"মুক্তই—মুক্তাভিমানী," মিথ্যা নয় এ' ঋষি-বাণী।

অভিমান পূর্ণতা পায়, সত্ত্বা-অভিজ্ঞানে,
তদ্‌ব্যতীত অন্য ভাবে, না রয় পূর্ণ-মানে ;
"আত্মসত্ত্ব বিশ্ব-যোড়া, নাইকো ইহার আগা, গোড়া,"
এ' জ্ঞানে সে যবে মোড়া, তখনি হয় পূর্ণমানী।
কা'রো হ'তে দণ্ড না পায়, নিজেই সাজে দণ্ডপাণি।
অভিমানের শোভা জ্ঞানে, সবই লয় সে ভেতর টানি'।
শ্রেষ্ঠের ঠাঁই শ্রেষ্ঠ সে রয়, ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতাকে মানি'!
যে ভাবেই থা'ক, সেই ভাব সে, ছড়ায় সুখে সেজে' দানী।
স্বাতন্ত্র্য সে রক্ষা করে, মূল ভাবে না অস্ত্র হানি'।
যে তা'কে তা'ই চায় নাশিতে, সে ত মূর্খ—হতমানী।
অভিমানে মূলকে জানায়, মূলের পানে টেনে' আনি'।
তা'ই যে সত্য অভিমানী, সেই অভিজ্ঞ সত্য জানি'।

আত্মজ্ঞানে ত্যজ্য-গ্রাহের স্থানাভাব।

৫৩

ব্রহ্ম যবে সবকে নিয়ে, মুক্তসত্ত্ব, স্বপ্রকাশ।
আমি তবে কোন্ বিচারে, পুষ্‌বো মিথ্যা ত্যাগের আশ?

আত্মসত্ত্বে বিশ্ব ভরা, যায় কি সত্ত্ব তেয়াগ করা?
ত্যাগের যা', তা' তা'তেই ধরা, অনর্থক সে প্রয়াস!
সঙ্কোচই ত ত্যাগের রূপ, অন্য ভাবে আত্মনাশ!

বস্তু প্রতি বিরাগভাব, ত্যাগের নামান্তর,
তবে লোকে চাহে যে ত্যাগ, ভুল তা' ভয়ঙ্কর;
উদাস সম যেবা থাকে, ভয় না কভু ঘিরে তা'কে,
সবে থেকে' সবার ফাঁকে, নির্ভয়ে সে করে বাস।
নিয়ত তা'র ব্রহ্ম সম, আত্মসত্ত্ব-সমুল্লাস।
থেকেও সে ভোগ-নিরত, কখন নয় ভোগের দাস।
স্ব-কল্পিত কোনও ভাব, না হয় তা'র বন্ধ-পাশ।
বিষয়-ভয়ে লোক ত ত্যাগী, নাইকো জ্ঞানে বিষয়-বাস।
ত্যজ্য-গ্রাহ্য—অধ্যস্ত সব, "আমি" পূর্ণ চিদাকাশ!

———

"আমি" মূলতঃ যে ব্রহ্ম, বাসনাতেই তাহা ব্যক্ত।

৫৪

আমি যা' হারাই তাহা, পেতে কেন ব্যস্ত হই ?
কেন ভাবি—"নাহি মরি, চিরকাল বেঁচে রই" ?

"এ' ভবের প্রভু হ'য়ে, ভোগ্য সব কাছে ল'য়ে,
অবাধে তা' ভোগ করি," এ' ভাব-ছাড়া কেন নই ?
কেন নিরানন্দ-ভয়ে আনন্দের পক্ষ লই ?

সবকে নিয়ে পূর্ণ আমি, সকলি তা'ই চাই,
সদ্রূপী, তা'ই আশ না করি,—"মরণ-পথে ধাই" ;
চিদানন্দ—স্বরূপ মোর, তা'ই আমি কাটা'তে ঘোর,
জ্ঞানের'পরে লাগাই জোর, দুখ না মাগি হর্ষ বই।
স্বাধীন আমি, বাসনা তা'ই—"অধীনতার চাপ না সই"।
প্রকৃতি মোর শকতি, তা'ই—তাহার ভার আমি বই !
সকল ভাবে ভরা আমি, কা'কেও না তা'ই শ্রেষ্ঠ কই।
আমি শুদ্ধ, শান্ত, তা'ই— এড়া'তে চাই হৈ—চৈ !

—

আমিকে জানাই—কর্ম্ম-বিমুক্তি।

৫৫

আমি যা' ক'রেছি, করিতে ব'সেছি, করিব বলিয়া পুষি যে আশ।
সে তা'র স্ফুরণা—সে তার প্রেরণা,হৃদে সদা যেবা করিছে বাস॥

এই যে শরীর, মন, অহঙ্কার, তাহার চেতন-স্পন্দন-আকার,
যা' কিছু হ'য়েছে—হ'তেছে—হ'বার,সকল ব্যাপার চেতনাভাস।
আভাসে প্রকাশ আনন্ত্য-বিলাস, কিসে তবে কায জীবের পাশ?

জীব যদি রয় কাহারো অধীন, কোনও করমে দোষী সে নয়,
যাহার আদেশে কাযে সে নিরত, সর্ব্বদোষভাগী সেই ত হয়;
আর যদি থাকে স্বাধীনতা তা'র,
তা'তেও না দোষী, মুক্ত অনিবার,
তবে যে প্রকার কর্ম্ম-ব্যবহার,নাই কা'রো তরে সে ভাবে ত্রাস।
জীবের অন্তরে জাগে স্বাধীনতা, তা'ই সে মূলতঃ কা'রো না দাস!
জীবের স্বরূপ—ব্রহ্মাত্মা অরূপ, কল্পনার রূপ—সংযোগ-নাশ।
কি তবে বিকাশ? কি তবে বিনাশ?
শকতি-উল্লাস—অধ্যাসাবাস!

আপন চেয়ে পর ভাল।

৫৬

যা'দের তরে যত কর, ততই তা'রা অপকারী।
নাইকো দৃষ্টি যা'দের'পরে, সবাই তা'রা হিতকারী॥

যা'দের অন্নে যা'রা পুষ্ট, তা'রা হেন স্বার্থদুষ্ট,
ত্রুটি পেলে হ'য়ে রুষ্ট, ইস্তাহার করে জারি!
পেছন থেকে অস্ত্র হানে, সাম্‌নে শিষ্ট আজ্ঞাকারী।

ক'রতে গেলে বর্ণনা সব, আপনজন-লীলা,
হৃদয়টাকে রাখে চাপি', ক্ষোভের গুরু শিলা;
পরকে আপন ভাব্‌লে পরে, দুখ না বাড়ে তাহার তরে,
বিপদে পর যাহা করে, স্বজন না তা'র অধিকারী।
পরের মত নহে উদার, হ'লেও স্বজন দণ্ডধারী!
পরের বোঝা হাল্‌কা অতি, স্বজন-বোঝা বিষম ভারী।
দিলেও রাজ্য রুষ্ট স্বজন, পর ত মধুর বাক-ভিখারী।

কর্ম্ম, কোন কালেই ত্যজ্য নয়।

৫৭

"নিয়েছি সব পুঁটুলি বেঁধে, নাইকো কিছু নিতে বাকী"।
এ'ভাবে যে কর্ম্ম ত্যজে, চরমে সে পড়ে ফাঁকী॥

শক্তিমান্ যতদিন, শক্তি-স্ফূর্ত্তি ততদিন,
লোকে তবে কর্ম্মহীন, হয় কিসে, ভাবে তা' কি ?
কথায় কর্ম্ম-ত্যাগী যা'রা, তারাই শুধু বেড়ায় চাকি'।

আত্মভাবে দৃষ্টি যা', তা'ই—আত্মকর্ম্ম-রূপ,
বিনা কর্ম্ম,আত্মধর্ম্ম— দাঁড়ায় শূন্যরূপ ;
না রয় যদি আত্মজ্ঞান, নাহি থাকে তৃপ্ত প্রাণ,
বোধ-হেতু কর্ম্মের মান, স্বভাবকে সে আছে ঢাকি'।
স্বতঃই তা'র স্বভাবে স্থান, কেউ না তা'কে আনে ডাকি'।
কর্ম্ম—ধর্ম্ম-বহির্ভাব, তা'ই ত বাড়ে হাঁকাহাঁকি !
কর্ম্ম—চিরজ্ঞানবুদ্ধ, ধর্ম্মভাবকে হৃদে আঁকি'।

(অস্তভাতি)

কর্ম্মের মাঝেই অকর্ম্ম।

৫৮

দেহাত্মবোধ কর্ম্মের মূল, কর্ম্মই কাল-ব্যবহার।
কালজ্ঞানে কায যে করে, অকর্ম্মই কর্ম্ম তা'র ॥

এই দেহকে "আমি" ধরি', যে সব কায আমি করি,
তাহাই ত সত্য-অরি, বাড়ায় মিথ্যা অহঙ্কার।
কর্ম্মই পায় তত্ত্ববোধে, অকর্ম্মের অধিকার।

রুদ্ধ কবে কর্ম্ম-ধারা, আত্মপ্রকৃতির ?
মুকোষ তা'র আপ্‌নি খসে, রইলে জ্ঞানে স্থির ;
স্বরূপ তা'র দেখা গেলে, ভ্রান্তির জাল দূরে ফেলে,
ভূতাকাশে চিত্ত খেলে, পেয়ে দিব্য চিদাকার।
কর্ম্মই তা'ই অকর্ম্মের, নিত্যদেহ-অলঙ্কার !
কর্ম্ম—আত্ম-প্রকাশ-রূপ, অকর্ম্ম তা'র জীবন সার !

বন্ধের মাঝেই মোক্ষ।

৫৯

বন্ধন রূপ নাগপাশে, খেলে মোক্ষ-মৃগরাজ।
বিক্রম তা'র দেখ্‌তে গেলে, দেখাই চাই বন্ধ-কায়॥

আঁক্‌ড়ে ধরে বন্ধ যত, মুক্তি-স্মৃতি মূর্ত্ত তত,
তাহাই পরে শূন্য মত; হরে চিত্তবৃত্তি-সাজ।
বন্ধ-সখ্য ভিন্ন, মোক্ষ, নীরবে রয় পেয়ে লাজ!

অহঙ্কারে ফেলায় কারে, জীবকে বাঁধি' গুণে,
"প'ড়ে কারে ধ'রবো কা'রে," এ'ছার চিন্তাগুনে—
তপ্ত যত ভ্রান্ত চিত, ততই সে হ'য়ে ভীত,
মোক্ষ তরে আশান্বিত,—বন্ধে যাহে পড়ে বাজ।
বন্ধ তবে মোক্ষ-ভাবে, উদয় হয় হৃদয় মাঝ।
মোক্ষভাব-অনুবন্ধ, বন্ধে করে সুবিরাজ।
বলে মুখে "মোক্ষের জয়", হ'লেও বন্ধ পট্টিবাজ!
জীবের লক্ষ্য মোক্ষালোকে, এলেও বন্ধ-দুঃখ-সাঁজ।
নহে মোক্ষ লীলা-দক্ষ, বন্ধই তা'র জীবন-ভাঁজ।
মোক্ষ আত্মকর্ম্ম-পক্ষ, পরি' শিরে বন্ধ-তাজ।

বিরহের মাঝেই মিলন

৬৫

বিরহের দীর্ঘশ্বাসে, ভাসে মিলন-সাম্য-তান।
তা'ই বিরহে যেবা রহে, আকাশ-যোড়া তাহার প্রাণ ॥

বিরহ-বৈচিত্র্য-ঘড়া, মিলন-স্মৃতিতে গড়া,
যত খেলা—উঠা-পড়া, বিরহ তা'র অধিষ্ঠান।
মিলনের যত রাগ, বিরহে তা' মূর্ত্তিমান্।

অণু-রূপে চুপে চুপে, বিরহ-কায় বাড়ি,'
দাঁড়ায় ক্রমে মিলন-রূপে, পূর্ব্বের রূপ ছাড়ি' :
বিরহের প্রতি স্পন্দ, মিলনের ভাব-ছন্দ,
মিলনে যে জাগে সন্দ, বিরহে তা'র সমাধান।
মিলনের ছাপে ভরা, বিরহের মর্ম্মস্থান!
বিরহেই ভাব-স্ফূর্ত্তি, মিলনে তা'র অন্তর্ধান!
বিরহেই সত্যাদর, মিলনে তা' মিথ্যা-ভান।
বিরহেই—মিলনের সূত্র ক্রম-বর্দ্ধমান।
বিরহের সাক্ষ্য ভরে, মিলনের প্রেমাহ্বান!
মিলনের ইতিবৃত্ত, বিরহের অব-দান!
বিরহের বিস্মৃতি ত, মিলনের মৃত্যুবাণ।
বিরহের নানা আশা, রক্ষা করে মিলন-মান।
মিলন-সিন্ধু নীরব সদা, বিচ্ছেদ তা'র প্রাণের গান।
বিচ্ছেদই মিলন-করে, যোগায় সব উপাদান।
বিচ্ছেদের স্তম্ভে উড়ে—মিলনের জয়-নিশান।

অবিদ্যার মাঝেই বিদ্যা।

৬১

অবিদ্যাজ্ঞান-শয্যাতলে, সুকা'য়ে রয় বিদ্যাজ্ঞান।
আঁখি তুলে সাজ খুলে' তা', যে দেখে—সে মুক্তপ্রাণ॥

অশেষ গর্ভে যা' অব্যক্ত, ভবিষ্যে তা' ক্রমে ব্যক্ত,
অবিদ্যা তা'ই নহে ত্যক্ত, অনন্তাঙ্কে পেয়ে স্থান।
অজ্ঞান হয় জ্ঞানের বাচক, অনন্তের রাখ্‌তে মান!

শুধু কি তা'ই, অবিদ্যা ত, বিদ্যা-মানা রূপ,
মানাতেই জানায় সে—"স্ব-রূপ অপরূপ";
জ্ঞানও আত্মচেতন লাগি', হ'য়ে মানা-জ্ঞানরাগী,
করে তাহায় অঙ্গভাগী, থাক্‌তে চিরদীপ্যমান।
অবিদ্যার বীণা-যন্ত্রে, ব্যক্ত বিদ্যা-গুণ-গান।
চলে বিদ্যা-প্রতিশ্বাস, পেয়ে অজ্ঞানাধিষ্ঠান।
কর্ম্ম-পথে অবিদ্যাই, একমাত্র বিদ্যা-যান।
অবিদ্যার স্কন্ধে চাপি', সুরু বিদ্যা-অভিযান।
অবিদ্যাকে গণ্ডি করি', কাল-রণে বিদ্যা-ত্রাণ।
বিদ্যাপক্ষে পূর্ণতা তা'র, অবিদ্যার আত্মদান!
বিদ্যা-অর্থবোধ-তরে, অবিদ্যাই অভিধান!
বিদ্যাবিদ্যা-দ্বন্দ্ব-মুক্ত, ব্রহ্ম মাত্র বিদ্যমান।
দ্বন্দ্বযুক্ত যাহা কিছু, তা'তেই মিথ্যা অভিমান।

মায়ার মাঝেই ব্রহ্ম।

৬২

এই যে ব্যক্ত মায়াতত্ত্ব, এ ত মাত্র ব্রহ্মাভাস।
এই আভাসে এই ভূ-বাসে, ব্রহ্ম-স্বরূপ স্বপ্রকাশ ॥

দৃশ্য যাহা হয় দৃষ্ট, ব্রহ্ম হ'তে নয় তা' সৃষ্ট,
হ'লে আত্মমায়াস্পৃষ্ট, মিথ্যামৃষ্ট ভূ-বিলাস।
মায়া মিথ্যাভাবরূপে, ঘুচায় ভুল, অবিশ্বাস।

"ব্যক্ত যা' যা', মিথ্যা তা' তা", এ'ভাব-ক্রম ধরি'
"মূল অনন্ত" এ'সার সত্য, না যায় কোথা সরি';
তা'ই মায়া ত মিথ্যাভাসে, সত্যকে না কভু নাশে,
আভাসেই সে সত্য ভাসে, সান্ত না হয় চিদাকাশ।
আভাসেই ত ক্রমব্যক্ত, অনন্তের গুপ্তাবাস!
জানায় মায়া—সত্য কিরূপ, পরি' অঙ্গে মিথ্যাবাস।
মায়াই এই তথ্য ফুটায়, "সে অনন্ত-প্রতিভাস"।
ধ'রলে মায়া শূন্য-কায়া, রুদ্ধ ব্রহ্ম-ভাবোচ্ছ্বাস।
শুদ্ধ ব্রহ্ম অপ্রবুদ্ধ, অনধ্যক্ষ, অপ্রকাশ।
মায়াদর্শে মূর্ত্তিমান্, ব্রহ্মত্বের প্রতিশ্বাস।
দেহে ব্রহ্ম—প্রাণরূপী, মায়া—ওজঃ, অস্থি, মান ॥

জীবত্বের মধ্যেই শিবত্ব।

৬৩

জীবত্বরূপ অহঙ্কারে, শিবত্বরূপ অহম্‌-বাস।
উড়া'লে সেই জীবত্বাবাস, শিবত্ব রয় অপ্রকাশ।

জীবত্ব-বাস অঙ্গে পরি', তদ্ভাবের জ্ঞানোপরি,
বিরাজ করে শান্তি-পরী, ল'য়ে শিবত্বের শ্বাস।
শিবত্ব ত' জড়ত্ব প্রায়, জীবত্বে তা'র সমুচ্ছ্বাস!

আত্মশক্তি-মায়া'পরে, আত্মদৃষ্টি যবে,
সে স্ব-ভাবে দ্বিভাব যেন, আপ্‌নি ভাসে তবে;
যাহার মাঝে যেটি ভাসে, মূলের ভাব সে পরকাশে,
মূলে ভ্রান্তি তা'ই ত আসে, সত্য ভাবি' ভাবোল্লাস।
স্বভাব, ভাবে প'ড়লে চাপা, লুপ্ত না হয় স্ব-ভাব-ভাস।
ভাবজ্ঞানেই স্বভাব-জ্ঞান, নইলে তা' ঘোর বিপর্য্যাস।
স্বভাব-স্পন্দ-প্রকাশই ভাব, ভাবে ব্যক্ত যা' তা'র খাস।
চিরতরে জীবত্ব-লোপ, ঘটায় মূলস্মৃতি-নাশ!
জীবত্বই সত্য সত্য, শিবত্বের রক্ষা-পাশ।
জীবত্বের মূল—শিবত্ব, জীবত্বে তা'র রসাভাস।
মূলতঃ জীব স্বভাবরূপী, নয় কখন স্বভাব-দাস।
জীবতত্ত্ব জ্ঞানেই দীপ্ত, শিবতত্ত্ব—স্বপ্রকাশ।
জীবত্বেই পরিদৃষ্ট, শিবত্বের অবভাস।

বর্ত্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যৎ।

৬৪

বর্ত্তমান না বর্ত্তমান, যায় বলা যা' "বর্ত্তমান।"
তা' ভবিষ্য-পূর্ব্বাভাস, অব্যক্ত তা'র শান্তিস্থান ॥

আভাস-মূল অশেষ বলি', বর্ত্তমান-ক্রমে চলি',
বুঝে লয় সে আত্মবলী, অব্যক্তের রেখে' মান।
অব্যক্ত তা'ই অশেষ-রূপে, ব্যক্ত হ'তে চেষ্টমান ॥
ব্যক্ত মাঝে অব্যক্তের নাস্তুতা-স্রোত বহমান।
বিনা ব্যক্তি বন্ধ্যা উক্তি, না হয় সত্য-সমাধান ॥

অতীত-নামে যায় যা' গণা, ভবিষ্য-রূপ তা'ও,
অব্যক্তে তা'ই তাহার স্থিতি, না সরে এক পাও ;
তবে তা'র যে স্মৃতি জাগে, বর্ত্তমান তা' অনুরাগে,
বহন করি' চ'লতে আগে, সেই অব্যক্তে সঁপে প্রাণ।
বর্ত্তমানই অব্যক্তরূপ-ভবিষ্যের সত্তাজ্ঞান।
ভবিষ্যই বর্ত্তমানে, স্বাভাসরূপে বিদ্যমান।
তা'ই সদা সে ভবিষ্যের, এক মাত্র সচল যান !
সচল ভাবেই এ' অচল জ্ঞান, "ভাবী ভাবই বর্ত্তমান"।

বৈষম্যের মাঝেই সাম্য।

৬৫

বিষম-ভাব ব্যক্ত যাহা, সাম্যই তা'র অধিষ্ঠান।
গ্রহরূপে যাহা ভাসে, শূন্যই তা'র লীলাস্থান॥

বৈষম্যই চেতন-সাড়া, চেতনই দেয় নাড়া-চাড়া,
সাম্য-সর্ব্বভাব-ছাড়া, তথাপি সে সর্ব্ব-প্রাণ।
যাহা নিত্যজ্ঞানের ভাব, তা'তেই সাম্য সত্তাবান।

থাকিলে জ্ঞান, করম তা'র, আছেই আছে ভবে,
বৈষম্য সেই কর্ম্মের রূপ, কর্ম্ম লুপ্ত কবে?
শক্তি গণ্যা কার্য্য তরে, শক্তি-খেলা সাম্যোপরে,
বৈষম্য তা'ই যাহা করে, তাহাই সাম্যে বর্ত্তমান।
হ'লেও সাম্য জীবের কাম্য, বৈষম্যে তা'র বাড়ে মান।
সাম্য-ছায়ারূপ—বৈষম্য, ক'রতে সাম্য-গুণ-গান।
বৈষম্যের মাঝে নিত্য, চলে সাম্য-গুপ্তদান।
বৈষম্য না যথা, তথা—সাম্য-দীপ্তি-অবসান!
বৈষম্যের খেলা দেখি', সাম্যে না কেউ সন্দিহান।
বৈষম্যের সাজে সাম্য, লভে সত্য-আত্মজ্ঞান।
"বৈষম্যই সাম্যকে চায়," এই ত সত্য-প্রতিদান।
বৈষম্যের সচল ঠাটে, সাম্য যেন মূর্ত্তিমান্।

ভয়ের মাঝেই অভয়।

৬৬

ভীতি সহ মৃতি-প্রীতি, এত গাঢ় দৃষ্ট হয়।
যথায় ত্রাস, তথায় নাশ, গুপ্তভাবে জেগে রয়॥

যদিও ভয় ধরি' তনু, তথাপি তা'র প্রতি অণু,
ধৃত যাহে, সে স্থির স্থাণু—ভানু সম তেজোময়।
শঙ্কা মাঝে তা'ই ত বাজে, অভয়-ডঙ্কা নিরত্যয়॥

বিরাট-সত্ত্বে স্থিতি-হেতু, সকল ভাবে চিত,
দেখিয়ে ক্ষয়, পেলেও ভয়, সদা না তা'য় ভীত;
আতঙ্ক তা'ই বাড়ে যবে, এই চিন্তা—"কিসে তবে,
অভয়-পদে শরণ ল'বে, ঘুচ্‌বে যাহে সর্ব্ব ভয়"।
সেই ভাবে লয় সে আগে, মহাজন-পদাশ্রয়।
মহান্ ঠাঁই তাহাই যাচে—হয় সে যাহে মৃত্যুঞ্জয়।
ভয়-মূলে যে অভয় রাজে, এ' ভাবে তা' মিথ্যা নয়।
অভয়-পদে ভয়ের স্থান, তা'ই সে গাহে অভয়-জয়!
ভয়ের রূপে অভয় তা'ই, বুঝে আত্ম-অভ্যুদয়।
বিশ্ব-যোড়া ভয়ের রূপে, অভয়-ভাব-স্রোত বয়।

রোগের মাঝেই সুস্থতা।

৬৭

একত্বে বহুত্ব যথা, বুদ্ধ রাখে একতাকে।
কখন না রাখে সুপ্ত, রোগ তথা সুস্থতাকে ॥

স্বাস্থ্যের যে পূর্ণ দেহ, রোগ বই না দেখে কেহ,
রোগ—স্বাস্থ্য-সজ্জা-গেহ, আত্মজ্ঞানী ক'রতে তা'কে।
সুস্থতাকে সেবি' রোগ, ধন্য মানে আপনাকে!

স্বাস্থ্য হয় স্বস্থ যবে, রয় সে আত্মভোলা,
আর না থাকে সে বিস্মৃতি, লা'গলে ব্যাধি-গোলা ;
রোগ শুধু বাড়ায় ধাঁধা, স্বাস্থ্য হরে সেই বাধা,
স্বাস্থ্য-ডোরে রোগ যে বাঁধা, কভু না তা' ভুলে থাকে।
স্বাস্থ্য আত্মবিকাশ-তরে, রোগের পাঁকে স্বরূপ ঢাকে।
রোগ ব্যতীত স্বাস্থ্যের সুখ, বুঝায় বল কেবা কা'কে।
রোগ ত স্বাস্থ্য-কল্পনা-রূপ, স্বরূপ-গুণ গাইতে জাঁকে।
রোগ-তুলীতে নানা রঙে, স্বাস্থ্য আপন রূপকে আঁকে।
রোগ-যন্ত্র-প্রতিতন্ত্র, "স্বাস্থ্যই সার" জোরে হাঁকে।
রোগের লাগি' নীরোগ তা'ই, স্বভাব-রস আপনি চাকে।

পরাজয়ের মাঝেই জয়।

৬৮

বাজে জয়-পাঞ্চজন্য, পরাজয়-মনোমাঝে।
সাজে তা'ই জয়-লোভে, পরাজয় নানা সাজে

পরাজয়—জয়াশার, ভিন্ন এক ভীমাকার,
যা'র দেখার তরে শক্তি, দৃষ্টি তা'র সর্ব্বকাযে।
পরাভব জয়ের পিছে, ঘুরে ফিরে সৈন্য-সাজে!

"এত অধিক বিক্রম তা'র, জয়ের কাছে চলে,
পরাজয়-ভানে সে জয়, তাহার দিকে ঢলে";
হ'লেও এ'ভাব-যুক্ত, মূলতঃ রহে সে মুক্ত,
স্ব-ভাবের অন্তর্ভুক্ত, থাকতে না চায় চক্ষুলাজে!
পরাজয় শব্দটি তা'র, বাজের মত হৃদে বাজে!
"পরাজয়—জয়ের গৌড়া," বলিতে হয় কাযে-কাযে।
পরাজয়-হস্ত দিয়ে, জয় আপন অঙ্গ মাজে।
জয়ের লাগি,' কোন কথা, পরাজয় না মানে বাজে।
সদাই জয়ের জয়-কেতু, পরাজয়ের শিরে রাজে॥

———

ক্ষতির মাঝে বৃদ্ধি বা পতন মাঝে উত্থান।

৬৯

"ক্ষতি-মাঝে বৃদ্ধি রাজে, হানি-মাঝে লাভোদয়।
পতনে উত্থান-স্থিতি, ক্ষয়-মাঝে অভ্যুদয়॥"

এ'ভাবে হো'ক যাহা গণ্য, একের ভাব বুঝ্‌লে, অন্য,
হ'য়ে স্বতঃই বৃত্তিশূন্য, মনকে রাখে অ-সংশয়।
বৈপরীত্য-রহস্য সব, একই তত্ত্বে ব্যক্ত হয়।

"ক্ষতির বুকে বৃদ্ধির বাস," ইহাই কথ্য এবে,
নিজকে চায় ভুল্‌তে ক্ষতি, বৃদ্ধির রূপ ভেবে';
স্ব-ভাবে না থাক্‌তে চাহে, বৃদ্ধির গুণ সদা গাহে,
এ' তথ্যই দীপ্ত তাহে,—"স্ব-ভাবে সে তৃপ্ত নয়"।
বৃদ্ধিই তা'র স্ব-ভাব, তা'ই—তাহার ধ্যানে মগ্ন রয়।
চায় সে শুধু বৃদ্ধি-রূপে, আপনাকে ক'রতে লয়।
বৃদ্ধিই তা'র স্ব-রূপ, তা'ই—সে তা'র ভক্ত অতিশয়।
ক্ষয় ত তা'ই অভ্যুদয়ে, চায় নিজত্ব ক'রতে ক্ষয়!
হানিও তা'ই লাভের লোভে, কোন কাযে না পায় ভয়।
পতনও ঠিক সে' ভাবে, উত্থানের পক্ষ লয়।
ক্ষতির মাঝে বৃদ্ধির ন্যায়, এ'সব ভাব কে মিথ্যা কয়?

বিকল্প মাঝেই সঙ্কল্প।

৭০

সঙ্কল্পের পিছু গতি, বিকল্পের সংজ্ঞা পায়।
বিকল্পই বৃদ্ধি করে, সঙ্কল্পের সূক্ষ্ম কায় ॥

পশ্চাদ্-টান যদি থামে, অগ্রগতি-আয়ু কমে,
তা'ই বিকল্পভাব-ক্রমে, সঙ্কল্প-বল বেড়ে যায়।
"কল্পহীন যা', তা' বিকল্প," অল্পজ্ঞই ব'লতে চায় ॥

পা বাড়া'য়ে চল্‌তে গেলে, পিছুর পায়ে ভর—
না দিলে, কেউ চ'লতে নারে, এম্‌নি এ কলঘর;
বিকল্পের সত্তাভাবে, সঙ্কল্প রয় পঙ্গুভাবে,
সঙ্কল্পই তা'কে ভাবে, সে দিক পানে তা'ই সে চায়।
সে' চাওয়াতে, ভাব-হাওয়াতে, সঙ্কল্প ত আগে ধায়।
নয় বিকল্প কোন কালে, সঙ্কল্পের অন্তরায়।
বিকল্পকে খাড়া করি', সঙ্কল্প তা'য় রাখে পায়।
তা'রই শিরে চেপে জোরে, আপনাকে সে চালায়।
সঙ্কল্পের গতি-সূত্র, বিকল্পই ঠিক যোগায়।
সঙ্কল্প তা'র পূর্ণ কবে, যে বিকল্প-মাথা খায়?
নির্ব্বিকল্পভাব যা' তবে, সঙ্কল্পই তা'র গোড়ায়।
সঙ্কল্পের বলেই তা'র, থাকে আত্মভাব বজায়।

বাধার মাঝেই সিদ্ধি।

৭১

যে ভাবে যা'র গতি রুদ্ধ, সে'ভাব যেন বাধা তা'র।
বাধা যাহার দ্বারে বাঁধা, সতর্ক সে অনিবার॥

সিদ্ধিশক্তি-বৃদ্ধি-তরে, কর্ম্ম-পথে বাধা চরে,
সিদ্ধি তাকে পালন করে, রাখ্‌তে দূরে ব্যভিচার।
বাধায় যে সিদ্ধি সাধা, অক্ষুণ্ণ তা'র অধিকার॥

সিদ্ধি গণি' ঋদ্ধির রূপ, দাঁড়ায় বাধা জোরে,
প'ড়লে চোখে সিদ্ধি-ভাতি, না রয় খাড়া দোরে;
টুটি' তবে বাঁধন-দড়া, স্মৃতি দিয়ে যে রূপ গড়া,
ফেলে' তা' সে সমুখ-ছাড়া, না পোষে আর অহঙ্কার।
সিদ্ধি-জ্ঞানে, সিদ্ধি-ধ্যানে, মানে সিদ্ধি আপনার!
তা'ই ত বলি—বাধার থলি—সিদ্ধি-পূজার সিদ্ধাগার।
বাধাই যত্নে আনে খুঁজে', সিদ্ধি-পূজার উপচার।
বাধাই সিদ্ধি-অগ্রদূত, দিতে সর্ব্ব সমাচার।
বাধা সদা মিটায় ধাঁধা, জানায়—"সিদ্ধি সর্ব্বসার"!
বাধা-রূপে বাধা পেয়ে, চলে সিদ্ধি-ব্যবহার!
ধরে বাধা বজ্র-দেহ, বইতে সিদ্ধি-গুরুভার।

দূরত্বের মাঝেই নৈকট্য।

৭২

দূরত্বের মেঘ-মন্দ্রে, জাগে নৈকট্যের স্বর।
সে স্বরে ত দূরতার, দুর্ভাবনা করে দূর ॥

ছাড়িলে সন্নিধি-সঙ্গ, বিকল ব্যবধি-অঙ্গ,
অঙ্গ-ভঙ্গে সাঙ্গ রঙ্গ—সাঙ্গোপাঙ্গ-গর্ব্ব চূর।
সামীপ্যের নেশায় তা'ই, দূরতা-প্রাণ ভরপূর!

সন্নিধের চিন্তা নিয়ে, ধেয়ান দূরত্বের,
তাহার সকল কর্ম্ম মাঝে, তা'রই চলে জের;
সেইটা তা'র এমন সাধা, কাটা'য়ে সে সর্ব্ব বাধা,
সদা তা'র গুণে বাঁধা, সান্নিধ্যকে ভেবে' স্বর।
নৈকট্যই ব্যবধার, শ্রান্তিহরা শান্তি-পুর।
সামীপ্যের সুধা-পানে, দূরত্ব নয় ক্ষুধাতুর!
অসামীপ্য-রত্নহারে, সামীপ্যই কোহিনুর!
সামীপ্যই দূরত্বের, বাড়ায় কর্ম্ম-চক্র-ঘূর!
ব্যবধির অন্তরেই, সন্নিধির অন্তঃপুর।
সামীপ্যের প্রভাবেই, দূরতা হয় দর্পী শূর।

———

অন্যায়ের মাঝেই ন্যায়।

৭৩

অন্যায়ের অগ্নি-কুণ্ডে, বিচরে ন্যায় দণ্ড ধরি'।
অন্যায় তা'ই মনে ভাবে,—"চুপে চুপে কার্য্য করি" ॥

চলুক সে, যে ভাব চেপে', শঙ্কাতে বুক উঠে কেঁপে',
ন্যায়ের ফাগ্ অঙ্গে লেপে', সাম্‌লে' নিজে বেড়ায় চরি'।
মাত্‌লে কাযে সেরূপ দশা, যেরূপ বুনো মত্তকরী !

সত্যের হাঁক শুন্‌তে পেলে, আর না চলে বেড়ে,
মুখে বলে—"রই না আমি, ন্যায়ের সঙ্গ ছেড়ে" ;
ন্যায় না তা'র হৃদে সুপ্ত, তা'ই না কোন ক্রিয়া লুপ্ত,
নাহি পারে থাক্‌তে গুপ্ত, ন্যায়কে দূরে পরিহরি'।
যেথায় সে যে কায করে, করে তাহা ন্যায়কে ডরি'।
যে কায যেথা করে জোরে, ন্যায়ের নামের মালা পরি'।
অন্যায় চায়—"অন্যাই আয়", "আন্ ন্যায়—যা' পারের তরি"।
অন্যায় না থাক্‌লে, ন্যায়ের—অবিশ্বাস আত্মোপরি !

নাস্তির মাঝেই অস্তি।

৭৪

নাস্তি-ঘোরাসুপ্তি-ঘোরে, ঘুরে অস্তি বারমাস।
না হ'লেও নাস্তি কিছু, অস্তি তা'র অস্থি—মাস॥

কোন ভাব না যদি ভাসে, 'নাস্তি' কথা নাহি আসে,
অস্তিতার সংজ্ঞা-নাশে, রুদ্ধ নাস্তি-কণ্ঠশ্বাস।
নহে নাস্তি ভিন্ন বস্তু, মাত্র অস্তি-অব-ভাস!

নাস্তির প্রতিরক্তকণা, অস্তির ভাব-দান,
অস্তি আগে স্বীকার করি', বাঁচায় নাস্তি প্রাণ;
অস্তিকেই কোন রূপে, নাস্তি নারে রাখ্‌তে চেপে,
নাস্তি পড়ে অন্ধকূপে, অস্তি না তা'র কর'লে আশ।
'নাস্তি' নাস্তি, অস্তি-ভাবে—অস্তিবৎ তদ্ বিকাশ!
অস্তি—সত্য-ভাব-উৎস, নাস্তি ত ভাব-পরিহাস!
নাস্তিভাবরূপে অস্তি, করে আত্ম-পরকাশ।
বাড়ায় নাস্তি যে ভয় মনে, নাশে অস্তি সেই ত্রাস।
অস্তি নাস্তি-মানাতেই, তা'র আত্মবোধোল্লাস!
'অস্তি' অস্তি, পায় সোয়াস্তি, নিয়েও মানা-ভাবের পাশ।
নাস্তিভাবও জানায় তা'ই—"সদাই "আমি" অস্তি-দাস"।

অমঙ্গল মাঝেই মঙ্গল।

৭৫

অমঙ্গল-ঝঞ্ঝাবাতে—বুদ্ধ মঙ্গলের প্রাণ।
একমাত্র মঙ্গলই, অমঙ্গল-অধিষ্ঠান ॥

অমঙ্গলই কাল-ক্রমে মঙ্গলের রূপে ভ্রমে,
পেয়ে যায় ক্রমে ক্রমে, মঙ্গলের প্রিয়স্থান।
অমঙ্গল-জঙ্গলে তা'ই—মঙ্গলের অবস্থান।

অকল্যাণ—কল্যাণের ভাঁড়ার পুরাতন,
সে ভাণ্ডারে ঢুক্‌লে পরে, বিশুদ্ধ হয় মন;
ধন-স্পৃহা নাহি থাকে, সাধ্‌তে না হয় যা'কে তা'কে,
পড়্‌তে না হয় মায়া-পাঁকে, ছুটে জোরে ভক্তি-বান।
অমঙ্গল-মুখে ফুটে, মঙ্গলের প্রেমাহ্বান।
অকল্যাণ থাকাতেই, কল্যাণের বাড়ে দান।
অকল্যাণ-রূপেই সে, রাখে সদা আত্মমান।

অসত্য মাঝেই সত্য।

৭৬

অসত্যের শূন্য-গেহে, নাচে সত্য তুলি' কর।
অসত্যের ব্যক্তি তা'ই, নিত্য সত্য-সন্তোপর ॥

সত্যের বল পায় বলি', সসত্ত্ব সে—মহাবলী,
হ'লেও অতি দুষ্ট, ছলী, সত্যের ঠাঁই প্রিয়তর।
সহে সত্য দর্প তা'র, নির্ব্বিকারে নিরন্তর !

অসত্যের অঙ্গরাগে, সত্যের রাগ বাড়ে,
স্ব-প্রভাব-বিসার লাগি', তা'র না সঙ্গ ছাড়ে ;
অসত্য সেই সূত্র পেয়ে, বেড়ায় সত্যের গুণ গেয়ে,
সত্যও তা'র মুখ চেয়ে, ঘুচায় ক্রমে দুঃখ, ডর।
অসত্যের কোন কাযে, না দাঁড়ায় সে কভু পর।
অসত্যের সব ভাবে, রাখে দৃষ্টি খরতর।
অসত্যের ব্যবহারে, পায় সত্য সমাদর ॥

কারণের মধ্যেই অকারণ।

৭৭

কারণের মহাব্যোমে, অ-কারণ-চিদ্‌বিলাস।
বায়ুতে যে স্পন্দ-শক্তি, স্বতঃই তা'র সু-বিকাশ॥

অকারণ—কারণ-যোড়া, তা'ই কারণের আগাগোড়া,
খুঁজ্‌তে গেলে মনটা খোঁড়া, বিফল সদা সে প্রয়াস।
কারণ-মূলে অকারণ, নির্ব্বিরোধে করে বাস!

কারণ হ'তে কায যা' ঘটে, স্ব-ভাব-সু-নিয়মে,
রোধিতে সেই কর্ম্ম-গতি, কাল যে, ভ্রমে ভ্রমে;
হেতু ত তা'র অ-কারণ, সৃষ্টি-ক্রম সহ রণ,
না চায় বিজ্ঞ কদাচন, ঘট্‌লে তাহা,—আত্মনাশ!
কারণের যে স্বাধীনতা,—অ-কারণ-বিত্ত খাস।
কারণ তা'র হইলে মূল, কার্য্যে তা'র ঘ'টতো নাশ।
কারণে যে রয় অ-কারণ, কার্য্যই দেয় তদাভাস!
কারণ বই না কার্য্য ঘটে, কায বিনা না মিটে আশ।

স্বার্থের মাঝেই পরার্থ।

৭৮

স্বার্থ-যজ্ঞক্ষেত্রে বহে—পরার্থের স্নিগ্ধ হাওয়া।
স্বার্থ নহে দূষ্য কভু, স্ব-অর্থ যদি যায় পাওয়া॥

"আমি ক্ষুদ্র" আমি স্মরি', গণ্ডী মাঝে যদি চরি',
তবেই ত স্বার্থ—অরি,—তদ্ভাবে রয় হৃদি ছাওয়া।
গণ্‌লে তা'কে আত্মভাবে, হয় সে স্বার্থ-মাথা-খাওয়া!

'আত্মা হন সর্ব্বব্যাপী', এ'ভাব যদি জাগে,
অস্তি-ভাতি-প্রিয়-অর্থ, কা'র্ না কাযে লাগে?
সে অর্থই হয় পরার্থ, স্ব-অর্থে তা' নহে ব্যর্থ,
স্বার্থেই তা'ই ঢাকা স্বার্থ, ভুল ত তা'কে ছাড়্‌তে যাওয়া।
ছাড়্‌লে স্বার্থ—ঘোর অনর্থ, স্ব-ভাব পানে না যায় চাওয়া!
নিজেকে বাদ দিতে গেলে, পরার্থ-গুণ হয় না গাওয়া।
স্বার্থ বশে পরার্থের, মিটে সর্ব্ব দাবী-দাওয়া।

বিকারের মাঝেই নির্ব্বিকার।

৭৯

বিকারের আঁস্তাকুড়, নির্ব্বিকার-সু-বাস ভরা।
বিকারকে তা'ই কোন রূপে, না যায় কভু নিন্দা করা॥

নির্ব্বিকার-ব্যোমযানে, চাপিয়ে সে সর্ব্বস্থানে,
চলে ফিরে মূল-জ্ঞানে, যাহে তা'র সত্তা ধরা।
বিকারের মূল লক্ষ্য—নির্ব্বিকারে সদা চরা॥

নির্ব্বিকার—বিকার-মূল, তা'ই তা' স্বপ্ন তা'র,
স্ব-ভাবে না বিশ্বাসী তা'ই, মূলকে গণি' সার ;
ভেবেও সার মূলাধার, যদিও রয় অহঙ্কার,
তবু চিন্তা অনিবার—"ঘুচ্‌বে কিসে জরা-মরা"।
"নির্ব্বিকারে কি প্রকারে, আপনারে রাখ্‌বে ভরা"।
নির্ব্বিকারকে বুঝ্‌তে গেলে, বিকার ছেড়ে না যায় সরা !
বিকারে যে শক্তি জাগে, তাহাই নির্ব্বিকারা পরা !

কর্ম্মের মধ্যেই অকর্ম্ম।

(২য়—বিচার)

৮০

কর্ম্ম কাল-ব্যবহারে, অকর্ম্ম রয় স্বপ্রকাশ।
কর্ম্ম-ছাড়া নয় সে কভু, কর্ম্মই তা'র সত্তাভাস॥

কর্ম্মকে যে মন্দ ভেবে', রাখিতে চায় তা'কে দেবে',
ধর্ম্মকে সে নাহি সেবে, ঘটায় ভ্রমে আত্মনাশ!
কর্ম্ম—ধর্ম্ম-বাহ্যরঙ্গ, অভাবে তা'র সর্ব্বনাশ!

ক্রিয়া ছেড়ে নিষ্ক্রিয় যা', না যায় দূরে স্মরি',
সব সময়ে ক্রিয়াকে সে, নাচায় কোলে করি';
কর্ম্ম যদি হয় রুদ্ধ, জ্ঞান নাহি থাকে বুদ্ধ,
অকর্ম্ম যা' নিত্যশুদ্ধ, তা'রও ঘটে অপ্রকাশ।
নহে কর্ম্ম ত্যজ্য কভু, ত্যজ্য—কর্ম্মফল-আশ।
করমের প্রতি স্পন্দে, অকর্ম্মের সমুল্লাস।
"কর্ম্ম—প্রকৃতির ধর্ম্ম," রাখা চাই এ' বিশ্বাস।
এ' বিশ্বাসে স্বতঃই মনে, অকর্ম্ম-বোধ-সমুদ্ভাস।

———

ঢাকায় মাঝেই ফাঁকা।

৮১

"ঢাকার" মাঝে "ফাঁকার" রূপ, সর্ব্বকালে নির্ব্বিকার!
পড়িলেও মেঘে ঢাকা, বিকৃত নয় শূন্যাধার!

যা'কে মোরা বলি—ঢাকা, ফাঁকার'পরে তা'র ত থাকা,
ফাঁকাতেই ঢাকা আঁকা, ঢাকা ফাঁকার হাহাকার।
ভবে যাহা বস্তু গণ্য, ঢাকাই তা'র অলঙ্কার।

"ঢাকা" যবে না রয়, তবে, আত্মভোলা "ফাঁকা,"
রূপ ব্যতীত স্ব-রূপ-জ্ঞান, হয় না কভু পাকা;
ঢাকার জ্ঞান নহে ঢাকায়, ফাঁকায় সে সত্তা জাগায়,
তবে ঢাকা যায় যা' দেখা, নিদর্শন তা' ফাঁকার।
ফাঁকার-ভাব-বোধের তরে, ঢাকাই চিরসঙ্গী তা'র।
নিজ রূপ না থাকিলে, স্ব-চেতনে আস্থা কা'র্?
স্ব-ভাব মাঝে ঢাকাই করে—ফাঁকার গুণ ব্যবহার।
ঢাকার নিবিড় আঁধার-ঘরে, নৃত্য ফাঁকার-অস্তিতার!

নিষেধের মাঝেই বিধি।

৮২.

নিষেধের গণ্ডী মাঝে, জাগে বিধি তুলি' শির।
নিষেধ-মুখে তা'ই সার সত্য যাহা, হয় স্থির ॥

নিষেধ যা' তা' ত বিধি, সে বিধিতে মিলে নিধি,
শুধু তা' নয়—ব্যক্ত বিধি, চিত্ত সদা শান্ত—ধীর !
নিষেধের তরি চাপি', যায় তরি' কর্ম্মবীর !

নিষেধ-মুখে বিধি-মন্ত্র, সদাই উচ্চারিত,
নিষেধ মেনে ভ্রান্তি-শান্তি—শক্তি বিসারিত ;
নিষেধ—বিধি-বেদোপাঙ্গ, নিষেধ—বিধির মহিমাঙ্গ,
নিষেধ পালি' বিধি-সাঙ্গ, ভাসে জ্ঞান ধরণীর।
নিষেধ বিনা না যায় জানা, আত্মতত্ত্ব সুগভীর।
নিষেধের প্রতি অণু, পুষ্ট—পেয়ে বিধি-নীর।
নিষেধই কালক্রমে, দেখায় বিধি-সিন্ধু-তীর !

বিশ্রী মাঝেই সুশ্রী।

৮৩

বিশ্রী-মলস্তূপ সনে, রাখে সুশ্রী ব্যবহার।
কদর্য্য যা' তা'ই না করে, সৌন্দর্য্যকে পরিহার॥

বিশ্রী যাহা দৃষ্ট আজ, সুশ্রীর তা' অঙ্গ-সাজ,
বিশ্রী নিয়ে সুশ্রীর কায, নইলে ভক্ত কে হয় তা'র?
সুশ্রীর যা' অতীত ভাব, বিশ্রী ধরে তদাকার!

কদাকার যা', সে ভাবে তা' মৌলিক গুণ ধরে,
"সে' ভাবে তা'অদ্বিতীয়," সবাই মনে করে;
তবে বল লোকের কাছে, বিশ্রী ব'লে কি রূপ আছে?
সুশ্রীই ত বিশ্রী-পাছে, ছড়ায় ধন আপনার।
আপন ভাবে বিশ্রী ত তা'ই, বাড়ায় নিজ অধিকার!
বিশ্রী দেখে' সুশ্রী বুঝে—কাহার তরে বড়াই কা'র্?
বিশ্রীও ঠিক মনে ভাবে, "কি লক্ষ্য কা'র? কে আমার?"

শত্রুতা মাঝেই মিত্রতা।

৮৪

শত্রুতার কাঁটা-তারে, বেড়া মিত্রতার কায়।
মিত্রতার ত্যক্ত অংশ, শত্রুতার আখ্যা পায়॥

পূর্ব্বে যাহা গেছে সাধা, পরে তা' স্বেচ্ছার বাধা-
দাঁড়ায় যদি, বাড়ে ধাঁধা, তা'ই তা' পর গণা যায়।
মিত্রতার স্মৃতিচিহ্ন, শত্রুতার সারা-গা'য়॥

"শত্রুতার আবির্ভাব, যেরূপে হো'ক ভবে,
মিত্রতাকে দাবিয়ে নিয়ে, সে তা'র পক্ষ হবে";
সতত তা'র এই আশা, যতই তা'কে যা'ক তাসা,
না ছাড়ে সে—সে ভাব-নেশা, সব শক্তি লাগায় তা'য়।
যতদিন না পূর্ণকাম, ততদিন সে দ্বন্দ্ব চায়।
মিত্রতার বীতরাগ, জমে আসি' শত্রুতায়।
মিত্রতার বার্ত্তা সহ, শত্রুতা তা'র পিছু ধায়।
মিত্রতা ত শত্রুতা-ঠাঁই, বিকা'য়ে দেয় আপনায়।
শত্রুতাই দম্ভে তা'ই, মূলের পানে সদাই চায়!
শত্রুতার-তিরোভাবে, মূলের বল কে জানায়?
শত্রুতার রূপেই ত, মিত্রতা রয় মর্য্যাদায়।
শত্রুতাও নিত্য পুষ্ট, মিত্রতা-ত্যাগশীলতায়।
শত্রুতার প্রতিশ্বাস, মিত্রতার ত্যক্ত বায়।
মূলতঃ শত্রুতা নয়, মিত্রতার অন্তরায়॥

দেহের মাঝেই দেহী।

৮৫

দেহের মাঝে দেহী তথা, ঘনে যথা শূন্যবাস।
ঘাঁট্‌লে দেহ, নিঃসন্দেহ—দেহীর জ্ঞান-পরকাশ॥

দেহ—দেহীপদলেহী, তা'ই রব 'দেহি'-'দেহি',
দেহ—রথ, রথী—দেহী, দেহী মাত্র দেহী-দাস।
দেহশূন্য দেহী—শূন্য, দেহই দেহীর প্রিয়াবাস॥

ঘরের খবর না রাখিয়ে, ক'রলে পর-আশ,
কামনা না পূর্ণ তা'হে, বরং বাড়ে ত্রাস;
দেহতত্ত্ব না জানিয়ে, "দেহী দূরে" এই ভাবিয়ে,
বেড়ায় যে তা'র খোঁজ করিয়ে, সংশয়ে তা'র ঘটে নাশ।
'দেহেই দেহী' ঠিক যে জানে, ছিন্ন তা'র অষ্টপাশ!
দেহজ্ঞানে দেহীর কায, হ'লেও দেহী চিদাভাস!
নানা ভিন্ন জানার বল, সদাই থাকে অপ্রকাশ।
দেহ—জন্য তবু তদ্ভিন্ন, রুদ্ধ দেহীর ভাবোচ্ছ্বাস।

কু-বল মাঝেই কেবল।

৮৬

কু-বল চেয়ে কে বল ধরে ? "কেবল"—মহাবলীয়ান্।
"কেবলকে" যে সেবে কেবল, কে বল আর তদ্ সমান।

কেবলে যে গুপ্তশক্তি, কু-বলে তা'র অভিব্যক্তি,
কেবল'পরে আনুরক্তি, "কেবল-পদ" করে দান।
কু-বলের লীলা যা' যা', কেবলে তা' বিদ্যমান॥

যদিও লোকে কু-বল দেখে', কেবল করে স্থির,
তবু কু-বল নহে সবল— কেবল সম বীর ;
চ'ল্লেও সে নানা ভাবে, কেবল-বল সার ভাবে,
কিরূপে তা'র সঙ্গ পা'বে, সে ভাবেই ঢালে প্রাণ।
"কাল বশে কোথায় সে", পায় কু-বল সে সন্ধান।
খোঁজ পেয়ে ব'সলে ধ্যানে, কেবল-জ্ঞান দীপ্যমান্।
কেবল—কেবল পুষ্কল-জ্ঞান, কু-বলের অধিষ্ঠান।
কুবল-মূলে পূর্ণ বলে, কেবলের অবস্থান।
কু-বল তা'ই কেবল-ঠাঁই, পায় তা', যা' তা'র অব-দান।

———

হেথার মাঝেই সেথা।

৮৭

হেথায় কালে অভিব্যক্ত, সেথার সব গুপ্তধন।
আগেই তা'ই হেথায় চাই—সেথার সব-অন্বেষণ ॥

না থাকিয়ে—সেজে' কুড়ে, হেথার সব দেখ্‌লে ঢুঁড়ে,
চোখে পড়ে—হেথা যুড়ে', সেথার ধন অগণন।
কি আছে কা'র্ কর্ম্ম সেথা? হেথা কর্ম্ম-আচরণ ॥

হেথার সব দিতে ছেড়ে, চেষ্টা বাড়ে যা'র,
স্বপ্নেও না সেথার ধনে, দৃষ্টি পড়ে তা'র;
হেথায় "সেথা" এম্‌নি মাখা, না যায় তা'কে দূরে রাখা,
হেথা—সেথা-বৃক্ষশাখা—বৃক্ষের যা' প্রয়োজন।
হেথার ধন না তুচ্ছ গণে, আত্মজ্ঞ যে মহাজন!
হেথা ছেড়ে সেথার কথা, তেম্‌নি—যেমন ঘুম-কথন!
হেথা সনে তা'ই ভূ-জনে, বাড়ায় নিত্য আলিঙ্গন।
হেথা যেন সেথার এক—অপরূপ আয়তন!
"হেথা-"সেথা"—হরি-হর, এক-ছাড়া না আর কখন!

———

ব্যয়ের মাঝেই অব্যয়।

৮৮

ব্যয়-ঝারির ছিদ্র-পথে, অব্যয়ের গতায়াত।
ব্যয়ের তা'ই কোন কাযে, নাহি আপনার হাত!

জমা কিছু থাক্‌লে ঘরে, তা' হ'তে হয় ব্যয় পরে,
ব্যয়ের দর্প—জমা-তরে, নইলে ত তা'র মুণ্ড-পাত!
অব্যয়ের অনন্ততা, ব্যয়-মুখে প্রতিভাত।

ব্যয়ে যাহার ঘাঁটুতি না হয়, অব্যয় সেই ধন,
অকাতরে সেই ত করে, স্ব-ভাব-বিতরণ;
ব্যয় স্বর্ণ-সুযোগ পেয়ে, অব্যয়ের মুখ চেয়ে,
যথা তথা বেড়ায় ধেয়ে, শুনায় লম্বা-লম্বা বাত!
অব্যয় না দিলে সাড়া, এক চা'লে কিস্তী মাত্!
ব্যয়ও কাযে ক্ষান্ত হ'লে, অব্যয়ের পক্ষাঘাত!
ব্যয়কে তা'ই সে ভালবাসে, রাখে সদা নিজের সাথ।

সামান্য মাঝেই বিশেষ

বা

হেয় মধ্যেই ধ্যেয়।

৮৯

সামান্য যে বিষকণা, বিশেষ-শক্তি থাকে তা'য়।
ঘৃণ্য, হেয় দেহ মাঝে, ধ্যেয়-আত্মা শোভা পায়॥

সামান্য যা' হয় নগণ্য, তা' হ'তেই বিশেষ ধন্য,
সামান্য তা'ই অগ্রে গণ্য, বিশেষত্ব আছে যা'য়।
কত কি বিশেষ-ধন, সামান্য এ' মৃত্তিকায়!

সামান্যকে তুচ্ছ গণি', বিশেষ-লাভ তরে,
ইচ্ছা কা'রো জাগে যদি, সে আশ শেষে সরে;
সামান্য এক ভিত্তি' পরে, বিশেষ বাড়ী খাড়া পরে,
বিশেষ তবে বিকায় দরে, সামান্যকে যবে চায়।
অসামান্য-মান্য ভবে, সামান্যকে রাখি' পায়!
বিশেষ হয়—বিশেষ সুখী, সামান্যের প্রার্থনায়।
সামান্যও বিশেষ-পদে, বিছায়ে দেয় আপনায়।
সামান্যকে হেয় ভেবে,' বিশেষ-ধ্যেয় রয় কোথায়?
না হ'লেও হেয়—"ধ্যেয়," নয় তা' ধ্যেয়-অন্তরায়!
বিশেষের বৈশিষ্ট্য যা'য়, সামান্যই তা' যোগায়।

চাপার মাঝেই ফাঁপা।

৯০

"চাপার" মাঝে "ফাঁপা" ফিরি', রক্ষা করে তাহার কায়।
অনিল-চাপে সলিল কাঁপে, স্ফীততা তউ না হারায়!

"চাপা" ফাঁপায় দিলেও চাপা, স্ব-ভাব না ছাড়ে ফাঁপা,
বাড়ে হেন অঙ্গ-কাঁপা,—যাহে চাপা স'রে' যায়।
মাপের ভিতর আসে চাপা, ফাঁপাকে ঠিক মাপা দায়!

*

চাপার বুকে চেপে ফাঁপা, আপন কায করে,
যাহার ফলে—তলে তলে, চাপার বোঝা সরে;
"চাপা"—ফাঁপার নিম্নগতি, না হয় তাহে ফাঁপার ক্ষতি,
চাপার কিন্তু ফিরে মতি, যখন জানে—"কে কা'য় চায়"।
চাপার মনে শান্তি আসে, বুঝ্‌লে ফাঁপার অভিপ্রায়।
ফাঁপার যা' নিজের চাপ, তাহাই চাপা-সংজ্ঞা পায়!
স্বরূপ-জ্ঞানে ফাঁপাই ট্যাকে, চাপা-ভ্রান্তি তা'য় লুকায়।

বন্ধ মাঝেই মোক্ষ।

(২য়—বিচার)

৯১

বন্ধ—মোক্ষ-মুখবন্ধ, নহে প্রতিবন্ধ তা'র।
সেতারের গুণ গাহে, সেতারের প্রতি তা'র।

*

বন্ধ-মূল লক্ষ্য—'মোক্ষ' তা'ই সে সদা বন্ধ-পক্ষ,
করি' তা'কে উপলক্ষ, সিদ্ধ মোক্ষ-ব্যবহার।
বন্ধন ও মোক্ষ-আশে, কার্য্য করে আপনার!

বন্ধ আত্মরক্ষা তরে, ব্যস্ত নহে তত,
মোক্ষ-সঙ্গ-লাভের আশে, আগ্রহ তা'র যত;
কারণ—সে এ' তত্ত্ব জানে— "কে তাহাকে কোলে টানে,'
"কাহার কাছে আত্মদানে, চেষ্টিত সে নিরন্তর"।
বন্ধনের প্রতি গ্রন্থি, লয় মোক্ষ-সমাচার।
বন্ধনের আত্মবল—মোক্ষদত্ত পুরস্কার!
বন্ধনের চক্ষু মাঝে, মোক্ষ-গুপ্তশস্ত্রাগার।
বন্ধকেই মিত্র-জেনে, মোক্ষ-প্রাণ সমুদার!
মোক্ষ-সঙ্গ পেয়ে বন্ধ, নাশে তা'র চিন্তা-ভার।

বিষের মাঝেই অমৃত।

৯২

বিষ-পূতিগন্ধি-পঙ্কে, বহে অমৃতের ধারা।
নিদাঘের তাপানলে, অনিল না শান্তিহারা!

বিষে যবে বিষ-ক্ষয়, কিসে সে বিষ মন্দ হয়?
"বিষে যে অমৃত রয়, বিষ যে রোগে সুধা পারা"!
এই সত্য ব্যক্ত, তা'ই—বিষকে দিয়ে বিষকে মারা!

বিষের জোর সুধার আশে, বিষ না তাহা জানে,
যখন জানে, স্ব-ভাব তা'র, আর না সার মানে;
তখন সে সত্ত্ব-বলে, স্বধর্ম্মে না বেড়ে' চলে,
আপনার জ্ঞানানলে, পোড়ায় শেষে কর্ম্ম সারা।
বিষে সুধা না জানে যে, বিষের ভয়ে হয় সে সারা।
বিষ ত সুধার বি-ভাব এক—জাগায় যে সুধার ধারা।
সুধার সঙ্গ লভিয়ে বিষ, সুধার নেশায় মাতোয়ারা।

শাস্তি মাঝেই সোয়াস্তি।

৯৩

শাস্তি-তীক্ষ্ণ শল্য-প্রান্তে, অস্তি সোয়াস্তির সুখ।
শাস্তির কোন কার্য্যে, তা'র—নাস্তি বিন্দু মাত্র দুখ॥

শাস্তি যাহা করে ভোগ, হ'লেও তা' ভীষণ রোগ,
খোঁজে সে ত শুভযোগ, দেখ্‌তে সোয়াস্তির মুখ।
পা'লতে যোগ, এমন কি, নহে কভু পরাঙ্মুখ।

যদিও সে ভয়ঙ্কর—দুঃখ মূর্ত্তিমান্‌,
তবুও তা'র সকল কাযে, শঙ্কা বিদ্যমান;
চেপে' জোরে লোকের ঘাড়ে, সোয়াস্তির কথা পাড়ে,
তাহার যেন হাড়ে-হাড়ে, খেলে সোয়াস্তির তুক্‌।
সোয়াস্তির নামে তা'ই, উঠে ফুলে' তা'র বুক!
সোয়াস্তির দিব্যভাবে, প্রাণ তা'র জাগরূক।
সোয়াস্তির গুণে সরে—গণে শাস্তি যা' অসুখ।

———

লঘুর মাঝেই গুরু।

৯৪

ছুটে শূন্যে লঘু ঘন, গুরু বজ্র বুকে ধরি'।
গ্রহ-উপগ্রহরাজি, ভাসে মহাব্যোমোপরি!

সূক্ষ্ম কল্পনার সাজে, নানাভাবে বিশ্ব সাজে,
মাতে লঘু সর্ব্ব কাযে, গুরু-জ্ঞানে হৃদি ভরি'।
গুরুতাও মান্য—গণ্য, লঘুতার সঙ্গ করি'॥

লঘু ভাবোপরে জীবের, যতই লক্ষ্য পড়ে,
ততই যেন গুরুত্বের স্তম্ভ নড়ে চড়ে;
শেষে চিত্ত ধ্যান-বলে, দাঁড়ায় আসি' এরূপ স্থলে,
কোন বিচার আর না চলে, সকল ভাব পড়ে সরি'!
লঘু তা'ই কোন ভাবে, নহে কভু গুরু-অরি।
লঘুর দেখা না পায় যদি, রহে গুরু জ্যান্তে মরি'।
রুদ্ধ লঘু-প্রাণশক্তি, গুরুত্ব-বোধ পরিহরি'।

অনিয়ম মাঝেই নিয়ম—
বা
অব্যবস্থা মাঝেই ব্যবস্থা।

৯৫

অনিয়ম-শিশুখেলা, নহে নিয়ম-সঙ্গ-ছাড়া।
অব্যবস্থা মাঝে তা'ই, ব্যবস্থার নিত্য সাড়া ॥

অ-মেলে যে মেল জাগে, ব্যক্ত তা' মেল-আশা-রাগে,
অ-নিয়মের আগে আগে, নিয়ম যায় পিটে' কাড়া।
অনিয়ম-কর্ম্ম শুধু, নিয়মের ঘণ্টা নাড়া!

যাহাই করুক অনিয়ম, নিয়ম তা'র মূলে,
নিয়ম ভুলে' স্থান না মিলে, তাহার কোন কূলে;
বাইরে বটে সে বিপক্ষ, ভেতর কিন্তু নিয়ম-পক্ষ,
তা'ই সে ত্যজি' নিয়ম-কক্ষ, অন্য কোথা নহে খাড়া।
নিজে তবে সাম্‌লে চলে, নিয়ম যবে লাগায় তাড়া!
অনিয়ম যা', সে ত মাত্র—নিয়মের অঙ্গ-নাড়া।
নিয়মের গণ্ডী ছেড়ে', সম্ভবে না তাহার বাড়া।

———

হারার মাঝে সারা।

৯৬

হারা-কারা-অন্ধকারে, আছে "সারা" শয্যা পাতি'।
সারা তরে তা'ই "হারা," আত্মহারা দিবা রাতি॥

সারা—হারার প্রাণশক্তি, সারাতে তা'ই তা'র আসক্তি,
শুধু তা' নয়—শ্রদ্ধা ভক্তি, দেখায় সে কর্ম্মে মাতি'।
সারার নামে হারার যেন, উঠে ফুলে' বুকের ছাতি!

হারা আপন অবস্থাকে, সদাই হেয় গণে,
কিরূপে সে পাবে সারায়, ইহাই ভাবে মনে;
ভাব, ভক্তি দেখি' হারার, তাহার'পরে দৃষ্টি সারার,
তা'ই সে হারার স্ব-ভাব-ধারার, ভেতর যুড়ে' সারা-ভাতি।
সারার দয়ায় "হারা" কালে, জ্বালায় ঘরে সুখের বাতি!
দুয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব বেড়ে', না হয় কভু হাতাহাতি!
হারার যা' যা' বাঞ্ছিত ধন, সবই সারার অন্তঃপাতী।
সারাও হ'লে হারা-ছারা, নাম কিনে সে আত্মঘাতী!

———

লক্ষণের মাঝেই বিলক্ষণ।

৯৭

লক্ষণের চিত্রপটে, চিরবুদ্ধ বিলক্ষণ।
তটস্থ যে বালুরাশি, স্ব-রূপাব্ধি-নিদর্শন !

বিলক্ষণ অফুরন্ত, সে হেতু নাই লক্ষণান্ত,
হয় যদি সে কর্ম্মে ক্ষান্ত, বিলক্ষণ-অ-লক্ষণ !
লক্ষণে যে বিলক্ষণ, বুঝে তাহা বিচক্ষণ ॥

উপসর্গ দেখে যেমন, নির্ণীত হয় রোগ,
লক্ষণেই ব্যক্ত তাহা, কিভাব-যোগাযোগ ;
যা' ভাল-মন্দ, না থাকে আর তা'তে সন্দ,
মিটাইতে ভ্রান্তি-দ্বন্দ্ব, লক্ষণই বিলক্ষণ।
লক্ষণের প্রতি স্পন্দে, বিলক্ষণ সচেতন !
বিলক্ষণ-সূত্র-লাভ, লক্ষণের সু-লক্ষণ।
বিলক্ষণ-সঙ্গ তরে, তা'ই সে ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণ।
বিলক্ষণও আত্মজ্ঞানে, করে তা'কে অবেক্ষণ।

পরোক্ষের মাঝেই অপরোক্ষ।

৯৮

পরোক্ষের দূর সীমান্তে, অপরোক্ষ-অভিনয়।
পরোক্ষ-পথ দিলে ছেড়ে, তা'র-সনে না দেখা হয়॥

ল'য়ে অপরোক্ষ-স্মৃতি, পরোক্ষ ত পায় আকৃতি,
পরোক্ষের যা' বিকৃতি, প্রত্যক্ষ তা'র সঙ্গে রয়!
অপরোক্ষ-নাম-রূপে, পরোক্ষের কার্য্যালয়!

জ্ঞান, ধ্যান যা' প্রত্যক্ষের,—প্রাণ তা' পরোক্ষের,
প্রত্যক্ষ-ধ্যান বিনা সে না, সেবক স্ব-ভাবের;
অপরোক্ষই জীব-লক্ষ্য, পরোক্ষ তা'র নয় বিপক্ষ,
করি' তা'কে উপলক্ষ, অপরোক্ষ-অভ্যুদয়!
অপরোক্ষ-গুণ গাহি', পরোক্ষের কমে ভয়।
অপরোক্ষ-সর্ব্বভার, পরোক্ষ তা'ই শিরে বয়।

অসার মাঝেই সু-সার।

৯৯

হউক সোঁড়া অসার তরু, সু-সার তা'র শক্ত মূল।
মূল না যদি যোগায় রস, সকলি তা'র প্রতিকূল!

সু-সার নিয়ে অসার খাড়া, রইতে নারে সু-সার-ছাড়া,
সু-সারের খেয়ে তাড়া, অসার সারে আত্মভুল।
সু-সার তা'ই নহে কভু, অসারের চক্ষুশূল!

সু-সার যা'র সত্তা মেনে', জাগায় অঙ্গোপরে,
দেখায় তা'র কার্য্য শেষে, আপন স্থিতি তরে;
তাহাই অসার-নামে খ্যাত. এই তত্ত্ব যেবা জ্ঞাত,
নয় সে ভবে অবজ্ঞাত, অকূলে তা'র মিলে কূল!
অসার ছেড়ে সুসার কভু, নাহি সরে এক চুল।
না জাগে তা'র এ ছার আশা—"অসার-চোখে পড়ুক ধূল"!
সর্ব্বকালে থাকে অসার, সু-সারের অনুকূল।
নাই এ ভবে অসারের, নিত্য বন্ধু সু-সার তুল।
সুসারও ধন্য নিজে, নিয়ে অসার ফল, ফুল!

নীচুর মাঝেই উঁচু।

১০০

নীচুর নিতল-পুরে উঁচুর—রত্নবেদী বর্ত্তমান।
নীচুর সাথে প্রণয় যা'র, তথায় তা'র মিলে স্থান

নীচুকে না ফেলি' পঙ্কে, নিয়ে তা'কে বিশাল অঙ্কে,
আছে উঁচু নিরাতঙ্কে, রক্ষা করি' তাহার মান।
উঁচুর অধীন থেকে নীচু, না গণে দোষ—অপমান॥

নীচু যাহা—উঁচুই ত, তাহার অধিষ্ঠান,
উঁচুর সঙ্গ না মিলিলে, হারায় নীচু প্রাণ;
নীচু ভাবকে সাথ ভিড়া'য়ে, বেড়ায় উঁচু বুক ফুলা'য়ে,
নীচুও তা'র সব কুড়া'য়ে, উঁচুকে তা' করে দান।
উঁচুও তা'ই নীচুর লাগি', সদাই রাজী দিতে যান!
উঁচুর এই বিশেষত্ব, না চায় দানের প্রতি-দান।
নীচুকে সে মানি' আপন, আপ্‌না মানে ভাগ্যবান।
নীচু, উঁচুর ব্যাপার দেখি', গাহে উঁচুর বিজয়-গান।

ভব মাঝেই ভবধব।

১০১

ভব মাঝে ভবধব, নিয়ে ভব বিদ্যমান।
ভবকে যে দেখে ঘেঁটে, সে ধনে সে ভাগ্যবান ॥

আছে এই জনশ্রুতি, "ভব হয় ভব-ভূতি,"
সে বোধ হ'তে ঘট্‌লে চ্যুতি, ব্যর্থ সব অনুমান।
ভব-ভাবে প্রমাণিত— ভবে ভব বর্ত্তমান!

ভাবকে না দেখ্‌লে ঘেঁটে, অসার হেয় গণি',
আর না কোথাও চোখে পড়ে, সুখের মণি-খনি ;
ভব ভবরূপী হ'য়ে আছে নানা ভাব ল'য়ে ;
বেড়ায় সে ভূ-ভাব ব'য়ে, তা'ই ত তা'র উচ্চে স্থান।
বিনা ভব, ভব—শব, না রয় জ্ঞান, অভিজ্ঞান!
তা'ই ভব-প্রাপ্তি হেতু, ভবই ভবের শ্রেষ্ঠ দান।
ভবে ভব-জ্ঞান ব্যতীত, বাঁচা—মরা—দু'ই (ই) সমান।
ভব-জ্ঞান অভাবে ত, সর্ব্ব-ভাব-অবসান।

নকলের মধ্যেই আসল।

১০২

কৃত্রিমতায় ভরা এ' সংসার।
(হেথা) যাহাই দেখ তাহারি জের, যা' কর, তা'ই বিসার তা'র।

চক্ষে ভাসে নকল যবে, আছেই আছে আসল তবে
নকল ভাবে আসল ভবে, লোকের কাছে দাঁড়ায় সার।
নির্ম্মোকবৎ নকল যেন, না হো'ক তা', তদ্‌বিকার!

সাকার যাহা নকল তাহা, মূল ত নিরাকার,
দেহীই হয় সেই নিরাকার, দেহই সাক্ষী তা'র ;
মূল ভাব-ব্যক্তি তরে. আসলই সে রূপ ধ
তা'ই যেথা যা' যদাকারে, আসল না তা'—তদ্ বিকার।
নকল রূপে গণ্য তাহা, পরিবর্ত্ত ঘটে যা'র।
রূপ ব্যতীত অনন্ততা, বিচার করে সাধ্য কা'র ?
সান্তভাবই অনন্তের, দেখায় গুপ্ত বোধাগার।
নকল ভাবেই আসল-জ্ঞান, অরূপ জ্ঞান—সর্ব্বাধার।

পচার মাঝেই তাজা।

১০৩

প'চ্‌লে গোময় যে সার হয়. কোথা হ'তে সে সার আসে ?
যদি আগে গোময়ে তা,' আত্মসত্ত্ব না বিকাশে।

সুপক্ক লাউ পচ্‌লে পরে, যে বীজ সে গর্ভে ধরে,
তাজাভাবে 'তা' রক্ষা করে, বীজত্ব না কভু নাশে।
ভুক্ত দ্রব্য প'চ্‌লে পেটে, তাহার গুণ পরকাশে।

প'চ্‌তে যাহা করে সুরু, হারায় না সে রূপ,
অন্যরূপে তাজা হ'য়ে, দাঁড়ায় অপরূপ ;
পচে যদি দুগ্ধ-সার, ঘি রয় তা'য় চমৎকার,
যত মুখরোচক আচার, রক্ষিত সব পচার আশে।
পচারিষ্টে শক্তি তাজা, যায় বুঝা তা' অনায়াসে।
যা' পচে, তা' তা'তেই বাঁচে, তাহাই তাজা সম ভাসে !
প'চ্‌লে পঞ্চভূতের দেহ, সবই তাজা স্ব স্ব বাসে।
পচার ভাব ধরি' তাজা, সদাই তাজা পচাবাসে।
পচাও তাজার সঙ্গ পেয়ে, বদ্ধ তাজার প্রেম-পাশে।
থাক্‌তে তাজা সদাই তাজা, পচার ভাব ভালবাসে।

ক্ষয়ের মাঝেই উদ্ভব।

১০৪

"ক্ষয়ের ভিতর উদ্ভবের, আকুঞ্চন—প্রসারণ"।
এই ত ভবের সৃষ্টি-নীতি, ক্রিয়াশীলা অনুক্ষণ॥

বস্তুরূপে যা'র পূর্ত্তি, ক্ষয়ে তা'র সত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি,
স্পন্দই সেই ক্ষয়-মূর্ত্তি—যা' নবত্ব-প্রস্রবণ।
ক্ষয়-মুখে—উদ্ভবের, নিত্য গুপ্ত-অন্দোলন!

বস্তুর যে সঙ্কোচ-ভাব, তাহারি নাম ক্ষয়,
অভ্যুদয়—প্রসার তা'র—অঙ্গ-ভূষা হয়;
স্পন্দ-ক্ষয়-রইলে গুপ্ত, অভ্যুদয়-নাম লুপ্ত,
ক্ষয় না তা'ই কভু সুপ্ত, সদা দীপ্ত সচেতন।
যা' নাস্ততা-অভ্যুদয়, ক্ষয়েই তা'র উদ্দীপন!
ক্ষয়ের হাতে উদ্ভব-বীজ, উদ্ভব—ক্ষয়-আয়তন।
ক্ষয়াভাবে চেতনাভাব, অক্ষয় ভাব অচেতন!
বাসনায় সমতা-ক্ষয়, তাহাই সৃষ্টি-প্রকরণ।
তা'ই না ক্ষয়—আতঙ্কময়, তা' অক্ষয়-বিজ্ঞাপন!

অণুর মাঝেই ভানু।

১০৫

বিন্দুমাঝে সিন্ধু-স্থিতি, অণুর মাঝে ভানুর বাস।
মহীয়সী চিচ্ছক্তির, কি অপূর্ব্ব—পরকাশ॥

বিন্দু, অণু যাহা ভাসে, পূর্ণ হ'তে তাহা আসে,
মূল-পূর্ণতার আশে, দু'য়েরি তা'ই সু-প্রয়াস।
বিন্দু-বোধে সিন্ধু'পরে, কাহার জাগে অবিশ্বাস ?

"সূক্ষ্ম অণু কালক্রমে বিরাট রূপ ধরে,"
সূক্ষ্মই যে বস্তু-মূল, তা',—বিজ্ঞান স্থির করে ;
যে চেতন-অধিষ্ঠান, সর্ব্বস্থলে বিদ্যমান,
তদুপরে যা'র স্থান, নিত্যই তা'র সমুচ্ছ্বাস।
স্বরূপতঃ চিদ্‌স্বরূপ, গ'ণলেও তা' চিদাভাস।
যাহে যাহা আভাসিত, তাহা ত তা'র সত্তাভাস !
সূক্ষ্ম বট-বীজের মাঝে, বটত্বের অব-ভাস।
অণুতে তা'ই ভানু-স্থিতি, অণু ভানুর প্রিয়াবাস।

কাঁচার মাঝেই পাকা।

১০৬

কাঁচা আলু, ওল, কচু, পাকার ভাব পোষণ করে।
ঘৃত ত সেই গুণে গুণী, ননী আগে যে গুণ ধরে!

যে মিষ্টতা ডাবের জলে, তাহাই থাকে ঝুনা ফলে,
যে বল নিয়ে কাঁচা চলে, পাকা'তে তা' দৃষ্ট পরে।
কাঁচার যা' বাড়াবাড়ি, তাড়াতাড়ি পাকার তরে!

পাকার যে আগু দশা, অভিধা তা'র কাঁচা,
কাঁচার ভাব ছাড়লে পাকার, কঠিন হয় বাঁচা,
কাঁচাই পাকার পক্ষ হ'য়ে, আর না কিছু সঙ্গে ল'য়ে
তাহারি গুণ শিরে ব'য়ে, কাটায় কাল অকাতরে।
প্যাকা কাঁচার স্ব-ভাব দেখে, আস্থা রাখে তাহার' পরে।
আস্থা-ফলে রাস্তা মেলে, তুরবস্থা ভাগে ডরে।
সার্থক হয় কাঁচার বাঁচা, ঢুক্‌লে বারেক পাকার ঘরে।
কাঁচা যা', তা'ই পাকা শেষে, বৃদ্ধি পেয়ে পাকার করে।

কঠিনের মাঝেই কোমল।

১০৭

কঠিন কাঠের বেণু রবে, উঠে ভেসে কোমল স্বর।
শক্ত দাড়িম্বের মাঝে, কোমল দানা সুমধুর ॥

তিলের মাঝে তৈল যেমন, কঠিন মাঝে কোমল তেমন,
গলে বীরের কঠিন মন, দেখ্‌লে কাছে শোকাতুর।
শিলা কঠিন হীরার ভিতর, শোভে কোমল জ্যোতি-পুর !

লাগ্‌বে ব'লে, পঞ্চভূতের আঘাত অণুক্ষণ,
প্রতি বস্তুর উপর ভাগে,—কঠিন আবরণ ;
শক্ত আটি, কোমল শাঁস, শক্ত মাটি, কোমল ঘাস,
কঠিন হয় কোমল-বাস, কা'রো ছেড়ে কেউ না দূর।
কঠিন যদি না রয় সাথে, কোমলের গর্ব্ব চূর !
কোমল ত শিশু সম, কঠিনই রক্ষী শূর !
কঠিন বটে পরাক্রমী, কোমল কিন্তু সুচতুর !

দীনতার মধ্যেই ঈশিতা।

১০৮

দীনতার জীর্ণবাসে, ঈশিতার স্বর্ণ-ছাতা।
দীনতা না জানি' তাহা, ঘাঁটে বৃথা স্ব-ভাব-খাতা!

ঈশিত্বের বীণা-সুরে, দীনতা-প্রাণ উঠে পূরে',
দীনতার ভগ্নপুরে, ঈশিতার আসন পাতা।
চলে দিন দীনতার, ঈশিতা-ঠাঁই নিয়ে ভাতা!

ঈশিত্বের কোমল ভাব,—আকার দীনতার,
দীনতা বই আর কে জানে, কি গুণ ঈশিতার?
দীনতাই ঈশিতাকে, সদাই উচ্চ-পদে রাখে,
ঘৃণা চোখে কভু তা'কে, নাহি দেখে ভেবে' যা' তা'!
দৈন্য কাছে ঈশিতাই, পাতা, ত্রাতা, শ্রেষ্ঠ দাতা!

বিষয় মাঝেই নির্ব্বিষয়।

১০৯

মুক্ত-প্রাণে বিষয়-বনে, সদাই ভ্রমে নির্ব্বিষয়।
জীব তা'ই বিষয়-পথে, তাঁহার খোঁজে ব্যস্ত রয়॥

খুলেছে যা'র জ্ঞান-নেত্র, তা'র কাছে এ' বিষয়-ক্ষেত্র,
'নির্ব্বিষয়-ভাব-যোত্র', ইহা মাত্র দৃষ্ট হয়।
না আনে তা'র চিন্তা-ভীতি, অবস্থার-বিপর্য্যয়!

নির্ব্বিষয় ত কেবল বোধ, বিষয় তা'র হেতু,
বিষয় বিনা উড়ায় কে আর, তাহার জয়-কেতু?
তা'ই তা' কভু নহে ত্যজ্য, বিষয়—নির্ব্বিষয়-রাজ্য,
'রাজ্যহারা রাজা পূজ্য', এ' বাক্য ত গ্রাহ্য নয়!
নির্ব্বিষয়-ভাব লুপ্ত, ঘটে যদি বিষয়-লয়!
নির্ব্বিষয়ে বিষয়-ভান, নির্ব্বিষয়-পরিচয়!
বিষয়-ধ্যেয়—নির্ব্বিষয়, অজ্ঞানকে ক'রতে জয়!

বাঁকার মাঝেই সোজা।

১১০

বাঁকা দেহের চলন সোজা, চাউনি সরল বাঁকা চোকে।
'বাঁকার মাঝে রয় যে সোজা', এ'সব দেখে' বুঝে লোকে॥

একটা কিছু সোজা পেলে, বাঁকার গতি সোজা চেলে,
সোজা'পরে হৃদয় ঢেলে', সোজার দিকে বাঁকা ঝোঁকে।
সোজা-পদে নিরাপদে, বাঁকা নিজের মাথা ঠোকে!

সোজার যথা কর্ম্মগতি, বিভিন্ন রূপ ধরে,
বাঁকার তথা আবির্ভাব, সে ভাব পূর্ণ তরে;
তা'ই ত বাঁকা নয় বিকৃতি, সোজার তা' ভাবাকৃতি,
সোজার হয় এই প্রকৃতি,—বাঁকাকে সে সদাই টোকে।
বাঁকারও ঈপ্সা এই—ঘুরতে সোজার প্রেমালোকে!
সোজা-পথ না মিলে যদি, বাঁকা ভয়ে গৃহে ঢোকে!
সোজাও তা'র স্ব-ভাব লাগি', পথ দিতে না বাঁকায় রোখে!

পিছুর মাঝেই আগু।

১১১

পিছুর মাঝে আগুর চলে, অটুট প্রেম-আকর্ষণ।
পিছুর তা'ই আগে যে'তে, সর্ব্বদাই আকিঞ্চন ॥

পিছু আগুর গুপ্ত গেহ, যা'র না খবর রাখে কেহ,
সাম্‌নে তবে দেখায় দেহ, আগুর যবে বিবর্ত্তন।
যা' তা' কিছু—নহে পিছু, পিছু—আগুর নাস্তধন!

পিছু যদি না রয় পিছু, আগু ত হীনপ্রাণ,
যোগায় পিছু আগুকে বল, তা'ই সে বলীয়ান্;
আগু পিছু-সজ্জা-ঘরে, কখন ঢুকে' কি সাজ পরে,
কি কাযই বা কখন করে, পিছুই জ্ঞাত তৎ কারণ।
না রয় যা' পিছুর পিছু', তাহাই আগুর আয়তন।
আগুর সেবায় পিছু রত, রাখ্‌তে তা'কে সচেতন।
আগুও তা'র গুণে বাঁধা, এম্‌নি দু'য়ের সম্মিলন।

অপরা মাঝেই পরা।

১১২

অপরা-তটিনী পারে, পরা প্রকৃতির ঘর।
জ্ঞানীর না আস্থা কভু, এই মিথ্যা বাক্যোপর ॥

অপরা মাঝেই পরা, না যায় তা'কে বিভাগ করা,
অপরা তা'র হাতধরা, প্রিয়তর নিরন্তর।
পরার কল্পনা জাত, অপরার কলেবর!

পরাব্ধিতে যখন যেমন, কল্পনা-ঢেউ উঠে,
তখনি তা' সেই প্রকার, আকার সহ ফুটে;
অপরা সেই কল্পিত রূপ, পরা যা', তা'—তৎস্বরূপ,
পরা চেয়েও অপরূপ, শক্তিমান্ পরাৎপর।
অপরা ভাবেই ব্যক্ত, পরাশক্তি—শক্তিধর।
মর সুম থাকে পরা, অপরাকে ভাব্‌লে পর!
প্রকাশ পায় পরাশক্তি, অপরার হ'লে ভর!
অপরার ক্রিয়া-গুণে, নাইকো পরার প্রাণের ডর!

জপের মধ্যেই অজপা।

১১৩

জপের মাঝে অজপার, গগন ব্যাপী স্পন্দ-রোল।
সেই নাদে যে বীণা বাঁধে, মিটে তাহার সকল গোল॥

হৃদ্‌-বীণাতে সেই ধ্বনি, শুন্‌তে থাকে জপ যখনি,
সার্থক তা'র শ্রম তখনি, পায় সে পরাশান্তি-কোল।
শঙ্কা না আর জাগে মনে, দেখে' মায়া নদীর ঘোল!

অজপার শক্তি-ক্রিয়া, প্রকাশ পায় জপে,
জপ ত মাত্র তাহার ভান, তা'ই সে তা'কে জপে;
বন্ধ হ'লে জপের কায, খ'সে পড়ে অজপা-সাজ,
আর না সাজে সে হৃদি-মাঝ, জপ-দোলাতে খেতে দোল।
জপকে নিয়ে অজপা তা'ই, বাজায় সদা জয়ের ঢোল।
জপও সেই বাদ্য শুনে', সাধ্‌তে থাকে নিজের বোল!

রতির মাঝেই অরতি।

১১৪

আসক্তির লেপে যথা, বিরক্তির সমাবেশ।
রতি মাঝে সে' প্রকার, অরতির ভাবোন্মেষ ॥

যে করমে যাহার রতি, তা'তেই আবার তা'র অরতি,
বিরতির যে হয় আরতি, রতির তা'য় রতি-শেষ।
রতির দেহে সূক্ষ্মভাবে, অরতির সম্প্রবেশ !

অরতির স্ব-ভাব-চিন্তা, রতির আখ্যা পায়,
রতি হ'তে তা'ই অরতি, না মাখে পাঁক গা'য়;
রতি না তা'র কভু বাম, রতি হ'তেই তাহার নাম,
অরতি যে পূর্ণকাম, প্রকাশে তা' রতির বেশ।
রতির কাযে নাইকো কোথা, অরতির ঘৃণা, দ্বেষ।

বৈফল্যের মাঝেই সাফল্য।

১১৫

ভয় কি ভবে বিফল ভাবে, সেই ত সফল ভাবের ঘর।
সে ঘরে যে টেঁক্‌তে পারে, সিদ্ধিতে সে দিগম্বর!

হাওয়ায় কি শান্তি মিলে, ব্যক্ত তা', ঘাম দেখা দিলে,
আঁধার-লীলা না দেখিলে, হয় কি আলোক তৃপ্তিকর?
মিথ্যারূপে সত্যের কায, স্বরূপে সে স্বার্থপর!
ভাবেই দৃষ্ট * পুরুষত্রয়, স্বভাবে নাই আত্মপর!

বিফলতার নামেই যা'র, আঁত্‌কে উঠে প্রাণ,
সে ফল তা'র নাহি মিলে, সাফল্যে যা'র স্থান;
ছুঁ'লেও সে সুখের কায়া, দুঃখই তা'র প্রতিচ্ছায়া,
না বুঝি' সে আত্মমায়া, ভ্রমেই থাকে নিরন্তর।
নিত্যভাবে নিত্য-মরণ, অনিত্য তা'র গুপ্তচর!

---

* পুরুষত্রয়—উত্তম, মধ্যম ও প্রথম বা আমি, তুমি ও তিনি।

মরণের মাঝেই জীবন।

১১৬

মরণ, তোমার মাঝে সবার, নিত্যজীবন-জয়োল্লাস।
যে তোমারে চিন্‌তে নারে, নামেই তা'র বাড়ে ত্রাস

দুই তালে যে শক্তি-রঙ্গ, নিম্নটি তা'র তোমার অঙ্গ,
না ক'রলে জীব তব সঙ্গ, বীজত্বের না রহে আশ।
তব অঙ্ক-সমাশ্রয়ে, প্রবাহের নিত্য রাস ॥

ঊর্দ্ধ যে তাল—বিস্তার-জাল, তোমার গুপ্তবেশে,
সেজে এসে, লীলা-শেষে, লুকায় তব দেশে ;
নাচাও তুমি প্রাণের তার, তা'তেই চলে জীবন তা'র,
প্রতি স্পন্দে ছন্দস্থিতার, তব নবভাবোচ্ছ্বাস।
সর্ব্বমূলে এক আত্মার—ব্যাপকতা-স্বপ্রকাশ ॥

মানার মাঝেই জানা।

১১৭

মানা হ'তে যায় তা' জানা, জানার শেষ যে অশেষ ধন।
মানাতে তা'ই দেয় না হানা, মান্‌লে প্রাজ্ঞ-প্রবচন ॥

মানায় বটে ভাসে নানা, তাহাই সত্য, কিছুই যা' না,
সেই তথ্য গেলে জানা, আর না মানা সচেতন।
জানারূপে জানার মত, করে সত্ত্বে বিচরণ ॥

মানা-জানার পূর্ণাভাবে, অজানা হয় জানা,
সে অজানা জানার তরে, জানাই চাই মানা ;
ছাড়্‌তে গেলে মানা-রঙ্গ, ছাঁটা পড়ে জানার অঙ্গ,
মানা নিয়েই জানার সঙ্গ, মানাই তা'র জাগরণ।
অজানা যা'—মানায় জানা, তা'ও মানা—যা' নিরঞ্জন ॥
জানার জানায়, জানা ঘুমায়, নাহি জানায় সে কেমন !

অজানাকে জান্‌তে ব'সে, জানাই সাজে মানা,
বিনা মানা, জানায় জানা—রয় সে সদা কানা ;
"ব্রহ্ম পূর্ণ" এই যে জানা, মানা বই তা' আর কিছু না,
তা'ই যা' জানা—সবই মানা, জানায় তা' মানা মন।
মন-স্পন্দ রুদ্ধ যবে, মানা-জানা নাই তখন !
যা' মানা, তা'র মূলটি জানা, জানার শেষ বিজ্ঞাপন !

ছাড়ার মাঝেই বেড়া।

১১৮

কি সার কাযে বিশ্বমাঝে, ছাড়্বি কি—তুই মুগ্ধমন ?
ছাড়্বি যা', তা' রাখ্বি কোথা ? ব্যাপক যে নিত্যধন !

তা' ছাড়া নয় বস্তু যবে, যখন তা'র সত্তা সবে,
কি ছাড়্তে কে খাড়া তবে ? বেড়া ত তা'য় সচ্চেতন।
সবার মূলে থাক্‌লে চেতন, লুপ্ত তা' না হয় কখন ॥
আকাশ হ'তে ঠেল্‌লে বাতে, ছাড়ে কি মূল সমীরণ ?

এই যে বিশ্ব—এই যা দৃশ্য—একই ব্রহ্ম-রূপ,
সেই স্বভাবে স্ব-ভাব ভাসে, তা'ই তা' অপরূপ ;

না যায় তা'ই ভাবকে ঠেলা, ভাবেই নিত্য স্বভাব-মেলা,
থাক্‌লে স্বভাব, তা'র না অভাব, ভাবই স্বভাব-নিদর্শন।
"দ্রষ্টা অস্তি, দৃশ্য নাস্তি," নয় এ সত্য-সুদর্শন !
দৃশ্য ভিন্ন দ্রষ্টা শূন্য,— দর্শনেরও অদর্শন ॥

অশেষরূপী দ্রষ্টা যবে, শুদ্ধ এক সার,
স্বসত্তায় স্ব-বিজ্ঞানে, সে ভাব ব্যক্ত তা'র ;

সাগরে ঢেউ উঠুক যেরূপ, একাব্ধিই সবার স্ব-রূপ,
বুঝ্‌লে স্বরূপ, এই যে ভূ-রূপ, ক'রতে চায় কে বিসর্জ্জন ?
কেই বা ভূ-তে ভূতের ভয়ে, চায় বহুত্ব-নির্ব্বাসন ?
ত্যজ্য, গ্রাহ্য—সব অগ্রাহ্য, ঘটলে আত্মদরশন।

লয়োদয় মাঝেই একত্ব।

১১৯

উদ্ভব, লয়—দু'ভাব মুখে, প্রকাশ যা'র একই রূপ।
সেই ত সত্য—সেই ত নিত্য, কোথায় তা'র প্রতিরূপ ?

করুক্ যে যা' তোলাপাড়া, তাহার মূলে চেতন-সাড়া,
কিছুই নাই চেতন ছাড়া, চেতন-সাড়াই এ ভূ-রূপ।
নয় তা' অন্য—এক হিরণ্যই যা'—হেম-বলয়-হার-স্বরূপ ॥

উঠা পড়ায় সম যে রয়, সেই ত খাঁটি মূল,
স্বভাবে সে সদাই ভাসে, মিথ্যা—"এই যা' স্থূল" ;
দেশ, কাল, পাত্র, কর্ম্ম, নয় তা কভু স্বরূপ-ধর্ম্ম,
যে বুঝে এ ভাবের মর্ম্ম, রূপের মাঝে সে অরূপ।
সেই জানে—"সব একের রূপ," এক—অনন্ত, অপরূপ ॥
নিজেই জ্ঞান, নিজেই জ্ঞেয়, নিজেই জ্ঞাতা, সে এরূপ !

সুপ্তির মাঝেই আত্মদীপ্তি।

১২০

থেকেও আমি নাই যে আমি, এই ত আমির পূর্ণরূপ।
নিদ্রায় ভাব শূন্য বটে, তবু সে এক অপরূপ ॥

স্বতঃই যদি সুপ্তি সম, জাগে নিত্য নিবিড় তম,
থাকে আত্মস্থিতি-ভ্রম, না জানে সে—সে কিরূপ।
আমি যবে "আমি-জ্ঞানে," কখন নয় সে—সেরূপ ॥
যাহা ব্যক্ত—ভক্ত—ত্যক্ত, আমি-যুক্ত তৎস্বরূপ ॥

আমি হ'তে আমি যাহা, ভিন্ন ভাবে বুঝি,
ক্রমান্বয়ে আনন্ত্য তা'র, আমি ত তা'য় খুঁজি ;
ইহাই ত আমির সাড়া, নয় এ অন্য, আমি ছাড়া,
ক'র্‌লে "আমি-নাড়াচাড়া," জ্ঞান হয়—সে—এ ভূ-রূপ।
এক কালে সে নহে ব্যক্ত, তা'ই না সত্য প্রতিরূপ ॥
প্রতিরূপই জানায় আমির, সদ্রূপ যা'—তা' অরূপ !

অরূপ আমির অশেষত্ব, সঙ্কল্পে সব ফুটে',
স্বতঃই তা'র স্ফুরণ তা'য়, না যায় কভু ছুটে ;
"এক আমি বহু হ'ব," এ সঙ্কল্প চিরনব,
ক'র্‌লে সত্তা-অনুভব, কোনও রূপ নয় বিরূপ।
সর্ব্ব রূপের স্বরূপ "আমি," কিছুই না তা'র অনুরূপ ॥
নই এ আমি—অরূপ আমি, তবুও তা'র অভিরূপ।

বিলাপ মাঝেই সান্ত্বনা।

১২১

বিলাপ মাঝে বিরাজে যে, সান্ত্বনার পূর্ণ-রাগ।
শুন্‌তে না পায় সে সুর অসুর, শোনে তা' সুর মহাভাগ॥

বাড়ে বিলাপ যে ভাব-নাশে, বিলাপেই তা' সাম্‌নে ভাসে,
সম্মুখে যা', কে তা'র আশে, মানে প্রাণে অভাব-দাগ?
অভাবেই ত ব্যক্ত স্বভাব, স্বভাবে তা'র মৃত্যু-যাগ।

সান্ত না যা'—শান্ত না যা', সান্ত্বনা—তা' জানা,
বিলাপ-লোপে সান্ত্বনে তা', সান্ত—সান্ত যা' না;
বিলাপ হয় সান্ত্বনা-গান, বিলাপ মাঝে সান্ত্বনা-প্রাণ,
রাখ্‌তে বজায় অনন্ত তান, বিলাপই তা'র অগ্রভাগ।
সান্ত্বনা—রাগ, বিলাপ—আলাপ, তা'ই ত তা'তে অনুরাগ॥
সান্ত্বনা-ভাব—সুপ্তস্বভাব, বিলাপ-ভাব—শেষনাগ।

নিরানন্দ মাঝেই আনন্দ।

১২২

সদাই দীপ্ত আনন্দ-দীপ, নিরানন্দ-ধ্বান্ত-পুর।
ভ্রান্তজনে ভাবে মনে—রয় তা' কোথা বহুদূর!

স্মৃতিবশে অভাবরূপে, মনটা যবে দুঃখ-কূপে,
তখনি সে মূল স্বরূপে, সুখকে গণে সুমধুর।
নিরানন্দ-বীণে ব্যক্ত, আনন্দের সুপ্ত সুর॥

করে যে আশ নিরানন্দ, আনন্দ-মূল তা'ই,
না ভাস্‌লে সে নিরানন্দ, তা'রও ভাতি নাই;
নিরানন্দ-মূল আনন্দ, অজ্ঞ তা'তে করি' সন্দ,
জাগায় নাম-রূপ-দ্বন্দ্ব, বাড়ায় ভবচক্র-ঘূর।
অণু মিলি' হয় এ তনু, তনুই ভাতি চিদণুর॥
এক আনন্দ—লাড্ডু গোটা, নিরানন্দ—এলো, চুর!

যোগ-রাগ-ভোগের মাঝেই বিয়োগ-বিরাগ-ত্যাগ।

১২৩

যোগ-রাগ-ভোগ-রঙ্গভূমে, বিয়োগ-বিরাগ-ত্যাগের বাস।
আদি ছেড়ে অন্তের খোঁজ, ক'র্‌তে গেলে বিফল আশ॥

আদি তিনের লক্ষ্য যে স্থূল, নয় তা' অন্ত-অনুকূল,
তবু আদি অন্তের মূল, তা'তেই অন্ত-অন্তশ্বাস।
আদি তিনের সংযোগ তা'ই, জাগায় অন্ত-সত্ত্বাভাস॥

যেরূপ ভাবে, যে নাম-রূপে, ব্যক্ত আদ্য তিন,
উপসর্গ তাহার অগ্র, তবু তা' নয় লীন ;
ঐশ্বর্য্যের এই যে ধরা, মাধুর্য্য তা'র ভেতর ভরা,
আদ্যাভাবে অন্ত—মরা, আদ্য—অন্ত-বহির্বাস।
আদিতে তা'ই অন্ত ভাসে, নয় তা' কভু অন্ত-পাশ।
অন্ত ত তা'র অন্তক তুল, চায় যে আদির সর্ব্বনাশ!

আঁধারের মধ্যেই আলোক।

১২৪

আঁধার-কূপে ক্ষীণরূপে, আলোক-ভাতি অনুক্ষণ।
আঁধারে যে দৃষ্ট আঁধার, সেই ত আলোক-নিদর্শন॥

তেজের যে উপর রূপ, সে রূপ তা'র মল-সরূপ,
বস্তুতঃ তেজ তমঃ-স্বরূপ, ভিন্ন না তা'র আয়তন।
বস্তুর যে প্রকাশ ভাব, বস্তুর তা'ই আবরণ॥

স্পন্দতালে তৈজসাণুর, ঊর্দ্ধে যে প্রসার,
তা'ই ত আলোক, নিম্ন যে ভাব, সেইটি অন্ধকার;
স্পন্দ-যোগে যে তেজ ভাসে, আবৃতি তা'য় আপ্‌নি আসে,
স্পন্দমুক্ত-তেজ-ভাসে—তেজই পূর্ণ নিরঞ্জন।
তিমির রূপ—তিমির নয়—তৈজসাণু-সঙ্কোচন!
আঁধারে তা'ই আলোর স্মৃতি, স্ব-রূপে তা'র বি-স্মরণ।

মিথ্যার মাঝেই সত্য।

১২৫

মিথ্যারূপে দাপে হূপে, বাজায় সত্য জয়ের ঢাক।
না সাজ্‌লে সে সেরূপ সাজে, শুন্‌বে কে তা'র প্রাণের ডাক?

কল্পনা-সাজ অঙ্গে পরি', ব্যক্ত সত্য যে রূপ ধরি',
তা'ই সে সত্য মনে করি', দেখায় ক্রমে আপন জাঁক।
মিথ্যাবেশে সত্য ভেসে, জানায় শেষে মিথ্যা—ফাঁক!

"সত্য—নিত্য—ভাবমুক্ত, মিথ্যা যে তা' নয়,"
তাহার মানা-মিথ্যাভাবে, সেই স্ব-ভাবোদয়;
তা'ই যখন জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি, মিথ্যা তখন সত্যমূর্ত্তি,
সত্যে আত্মসত্ত্ব-পূর্ত্তি, ভর্ত্তিতে নাম-রূপের পাক।
মিথ্যাকে তা'ই ছাঁট্‌তে গেলে, সত্য-ভুলে লাগে তাক!
সত্যজ্ঞানে, মিথ্যা-ধ্যানে—না বাড়ে আর দুর্ব্বিপাক॥

কান্নার মাঝেই হাসি।

১২৬

হাসি, কান্না দু'য়ের মাঝে, দেয় কে প্রাণে শান্তি-বল ?
হাসি ফুটে অধর-পুটে, কান্নায় ছুটে চোখে জল।

হাসির ছবি বুকে ধরি', তাহার ছাপে চক্ষু ভরি',
ভাসে কান্না তদুপরি, মিল্‌বে বলি' হাসির ফল ;
কাণ না দিলে কান্না দিকে, পান্‌ না কেহ পান্না-ফল।

প্রিয়ভোগ্য তৈজস ভাব, তা'র যে সমুচ্ছ্বাস,
হৃদে যবে ছড়িয়ে পড়ে, স্বতঃই ফুটে হাস ;
মুখেই তা'র চলে লীলা, বাক্‌গ্রন্থি দাঁড়ায় ঢিলা,
চাপল্যে সে টলায় শিলা, বাদ না পড়ে হিমাচল্‌।
হাসিতে প্রাণ শূন্য সমান, কান্না মাঝে ভূ-মণ্ডল !
যেথায় হাসি না রয় ভাসি', সেথায় কান্না-লীলাস্থল !
কালের চাপে তৈজসাণু, যখন ঘনরূপে,
তখনি সে বরষে নীর, তাহাই চক্ষু-কূপে—
তা'সতে থাকে কান্নাকারে, বিশ্ব-স্মৃতি তাহার ধারে,
ঢেউ যেমন পারাবারে, তেম্‌নি খেলে অবিরল।
কান্না আনি' একাগ্রতা, অভেদ গণে উপর তল !
হাসি চেয়ে কান্নায় তা'ই, বুদ্ধি না পায় মায়া-ছল ॥

অধর্ম্মের মধ্যেই ধর্ম্ম।

১২৭

অধর্ম্মাচল-গভীর তলে, নিত্যদীপ্ত ধর্ম্মাকর।
যা'র সে তলে চোখ না চলে, না মিলে তা'র মণিস্তর

অধর্ম্ম যা'—ধর্ম্মে মানা, তা' বই ধরম রয় অজানা.
না দেখ্‌লে ভাব-রঙ্গ নানা, স্ব-ভাব জানা সুদুষ্কর।
ধরি' ধর্ম্ম অধর্ম্ম-রূপ, জাগায় স্ব-রূপ নিরন্তর॥

ধর্ম্মরূপেই অধর্ম্মের কর্ম্ম সুরু হয়,
ধর্ম্ম-পিছু, তা'ই অধর্ম্ম, বন্ধুরূপে রয়;
একেকে ছাড়ি' রয় না অন্য, একের ঠাঁই এক কি গণ্য?
অধর্ম্মেই ধর্ম্ম ধন্য, তা'ই সে ধর্ম্ম-সহচর।
ধর্ম্ম-বোধে অধর্ম্মরূপ, সদাই সেই ধর্ম্মপর॥
ধর্ম্ম-মর্ম্ম যেজন বুঝে, অধর্ম্ম তা'র নহে পর!

কর্ম্মের মাঝেই অকর্ম্ম ।

(২য় বিচার)

১২৮

কর্ম্ম-গতি গহন অতি, উঠা-নামা স্বভাব তা'র ।
তা'ই ত কর্ম্ম—মনোধর্ম্ম, অকর্ম্মের সিদ্ধাগার ॥

আবির্ভাব-তিরোভাবে, কর্ম্ম-স্পন্দ বহুভাবে ;
ঠেকে' লোকে ভাবাভাবে, অকর্ম্মকে ভাবে সার ।
মানে ভ্রমে—"সে করমে, দেখায় ক্রমে মোক্ষদ্বার ।"
হীনজ্যোতি হ'লে মতি, মতি প্রতি লক্ষ্য কা'র্ ?

কর্ম্ম-দ্বন্দ্ব, বাইরে মন্দ, দৃষ্ট যবে মূল,
নিষ্ক্রিয় এক সাক্ষী চেতন, ছুটায় সব ভুল ;
তা'ই সে সর্ব্বভাবের গোড়া, সকল ভাব তা'তেই যোড়া,
নিতান্ত যা'র কপাল পোড়া, কর্ম্মকে সে গণে ছার ।
কর্ম্মছাড়া চেতন-সাড়া, নাড়ায় না হৃদ্-বীণা-তার !
কর্ম্মের রব বহে—নীরব অকর্ম্মের সমাচার ।

তাপের মাঝেই শান্তি।

১২৯

তাপ-মরুতে শোভে শান্তিধাম।
সে ছবি না ভাস্‌লে চোখে, কে লয় মুখে শান্তি-নাম ?

তাপের ছাপ হৃদে রেখে, কায করে যে, তা'কে দেখে,
শান্তি-চাঁদের কিরণ মেখে, হয় সে বুদ্ধ, সিদ্ধকাম।
তাপেই শান্তি—তাপের স্মৃতি, জাগ্‌লে প্রাণে অবিরাম।

শূন্যরূপা পরাশান্তি, আত্মভ্রান্তি-দ্বীপ,
জ্বালার প্রাণে তা'ই ত জ্বালা—শান্তি-রত্ন-দীপ ;
জ্বালায় হ'লে ঝালাপালা, কোথায় সত্য শান্তি-শালা ?
খুঁজ্‌তে তাহা জ্ঞানের আলা, জাল্‌তে ত্বরা বাড়ে কাম !
কোথাও না আর, তাপ-মরুতেই—শান্তিতরু অভিরাম !

কামের ভিতরেই অকাম।

১৩০

কাম-বিপঞ্চী-সসীম তারে, স্বতঃই জাগে অকাম-স্বর।
শ্রুতি যা'র সে শ্রুতি-পানে, সেই ত শ্রৌত শ্রুতিধর॥

থাক্‌লে কর্ম্মে ফলের আশ, মনটা সত্য তাহার দাস,
দাস না হ'লে চায় কি স্ব-বাস,—প্রকাশ যা'র নিরন্তর?
প'ড়লে পাশে, মুক্তি-আশে, কাম-বাসে কে কামচর?
মুক্তি—কামে সজীব সদা, অকাম হয় স্মৃতি-পর!

কামের নামে কর্ম্মভূমে, যাহার মনে ভয়,
মোহে প'ড়ে' কায সে ছেড়ে', কামকে বেড়ে' রয়;
অকাম নয় কোন কর্ম্ম, কর্ম্মই হয় মনোধর্ম্ম,
কামেই বু'ঝি' অকাম-মর্ম্ম, ছুটায় কামী কামজ্বর।
কামকে ত্যজি' অকাম ভজি', ধর্ম্মধ্বজী হানে শর!
ভাবীবন্ধমুক্ত যে কাম, তা'ই ত অকাম শান্তিকর॥

বহুত্বের মাঝেই একত্ব।

১৩১

বহুভাব-ঊর্ম্মি-তালে, নাচে এক-পারাবার।
মূলতঃ তা'ই বহুত্ব নাই—একত্বের সুপ্রসার॥

বহুভাব যে ব্রহ্মে দৃষ্ট, কল্পিত তা', নহে সৃষ্ট,
অনন্ত রূপ—যা' অদৃষ্ট, ক্রম-অভিব্যক্তি তা'র।
বহুত্ব যা' এক হ'তে তা', স্বতন্ত্র নয়—একাকার!
ভিন্ন যে জ্ঞান, মানা সে জ্ঞান, দেখা'তে এক সর্ব্বাধার।

বহুত্ব-বোধ হ'লে নিরোধ, একত্ববোধ-লয়,
বহুতা তা'ই স্বভাবজ,—একের পরিচয়;
সে ভাব না থাক্‌লে পরে, এক ব'লে কে এক-কে ধরে?
একের মান বহুর তরে, বহুই একের লীলাগার।
একে তনু স'পলে, বহু—দাঁড়ায় এক নিরাকার!
এক স্বভাবে বহু ভাবে, এক-শক্তি-ব্যবহার।

স্পন্দের মাঝেই স্থৈর্য্য।

১৩২

স্পন্দ-তালে স্থৈর্য্য খেলে, স্পন্দ—স্থৈর্য্য-অগ্রদূত।
বিনা স্পন্দ-ভাব-দ্বন্দ্ব, হয় না তাহা অনুভূত॥

স্পন্দ—স্থৈর্য্য-প্রাণ-বায়ু, স্পন্দই তা'র সূক্ষ্ম স্নায়ু,
বহে স্পন্দ স্থৈর্য্য-আয়ু, রয় না কভু অভিভূত।
সিন্ধু-বুকে তরঙ্গ প্রায়, স্পন্দে স্থৈর্য্য অনুস্যূত॥
এক-কে ছাড়ি' অপর যেন, আত্মবোধ-বহির্ভূত!

স্পন্দ যত কর্ম্মরত, স্থৈর্য্য তত তা'র,
বুঝ্‌তে স্বভাব আত্ম স্ব-ভাব, যোগায় উপহার;
অধিষ্ঠান যা' সদৈব স্থির, মূল তা' স্পন্দ-শকৃতির,
স্পন্দই সেই ভাবস্মৃতির, চিরসাথী অনাহূত।
স্থৈর্য্যতত্ত্ব স্পন্দে ব্যক্ত, স্পন্দেরই রূপ মহাভূত।
স্পন্দই হয় সত্তার-জ্ঞান, সত্তা হ'তে নয় তা' চ্যুত॥
স্পন্দের যে সদা গতি, স্বতঃই স্থৈর্য্যে-সমুদ্ভূত।
সত্তাজ্ঞান-ভাতিহেতু সে, সদাকাল সত্তাযুত॥

রাগের মধ্যেই বিরাগ।

১৩৩

রাগ-হিল্লোলে বিরাগ দেয় সাড়া।
রাগ ব্যতীত বাজায় কেবা, বিরাগ-জয়-কাড়া ?

বিরাগ একা—আত্মহারা, রাগই ত তা'র জীবন-ধারা,
রাগকে ভাবি' আত্মপারা, বিরাগ রয় খাড়া।
বিরাগ যেন আত্মত্যাগী, না দিলে রাগ তাড়া !

রাগের কাযে, রাগের ঝাঁজে, দুগ্ধে ননী প্রায়,
বিরাজ করে বিরাগ সদা, ঘাঁটলে জানা যায় ;
রাগ-বিরাগ, দ্বয়াদ্বয়, এ' ভাবে আর ব্যক্ত যা' হয়,
আদি—মায়া, অন্ত তা' নয়, সেইটি শিরদাঁড়া !
সেইটি সর্ব্বভাবাধিষ্ঠান, সকল ভাব-ঝাড়া !
রাগ-বিরাগ-তত্ত্বই এই,—"গুণী না গুণ ছাড়া"।

পুরাতনের মাঝেই নূতন

১৩৪

নূতন কি আর—পুরাণ সব, নূতন মাত্র উপর সাজ।
বস্তু-মূল যা', তাহাই আছে—তাহাই র'বে ভবের মাঝ॥

বস্তুশক্তি-প্রতিস্পন্দে, নবভাব জাগে দ্বন্দ্বে,
দ্বন্দ্ব হ'তে নানা ছন্দে, অভিব্যক্ত নানা কায।
কর্ম্ম—ভাব-ব্যবহার, পুরাতন-জয়তাজ!

গুপ্ত, ব্যক্ত যে পদার্থ, স্বভাব রাখে ঘরে,
তাহাই কালে সুবিচারী, সাম্‌নে আনি' ধরে;
ইহাই মাত্র নবীনত্ব, এই বিজ্ঞ-বিশেষত্ব
নতুবা কে নব তত্ত্ব, প্রকাশিয়া হয় ধীরাজ?
তা'ই নবতত্ত্ব-কথা, শুন্‌লে—জ্ঞানীর আসে লাজ!
তবে জ্ঞানী তত্ত্ব জানি', ভ্রান্তি-শিরে হানে বাজ।

ভক্তিমায়া মধ্যেই জ্ঞানব্রহ্ম।

১৩৫

জ্ঞান—পুরুষ-ব্রহ্মরূপ, ভক্তি ত তা'র শক্তি-মায়া।
মূল কায়ার সেবা লাগি', সঙ্গে সঙ্গে ফিরে ছায়া॥

জ্ঞানের নিত্যসেবা তরে, ভক্তি বহুভাব ধরে,
ভক্তি কভু তা'ই না সরে, সদাই সেবে জ্ঞান-কায়া।
জ্ঞান—ধর্ম্মী, ভক্তি—ধর্ম্ম, জ্ঞান—পতি, ভক্তি—জায়া!

যে দিক্ দিয়ে বিচার কর, "দেবতা হয় জ্ঞান,"
ভক্তি—সতী, শক্তি, দেবী, সেবায় ঢালা প্রাণ;
শক্তি জাগে সত্তা বেড়ে,' সত্তা না রয় শক্তি ছেড়ে,'
যে দেখে এক অহম্ নেড়ে, যায় বেড়ে সে ভক্তভায়া।
অন্য ভাবে মনটা ভাবে, ঘুচে না ভয়, ভ্রান্তি, হায়া॥
অহম্ কি, তা' সেজন বুঝে, যে পায় সদ্‌গুরুর দয়া॥

ছায়ার মাঝেই কায়া।

১৩৬

এই যে দীর্ঘ ছায়াটি।
সদাই এ'টি সঙ্গে ফিরে, পাক্‌ড়ে' মম কায়াটি ॥

সাম্‌নে কভু, কভু পাশে, কভু ঘুরি' পেছন আসে,
কভু পায়ের তলে ভাসে, এমনটি না জায়াটি।
কতই ঢঙ জানে আহা, এই যে মম ছায়াটি!

কেবল এ'টি মাথার' পরে, খেল্‌তে নাহি পারে,
ভাস্‌লে শিরে পূর্ণজ্যোতিঃ, ঘেঁসে না তা'র ধারে ;
যে দিকে তা'ই নাইকো আলো, সেথায় রূপ ফুটায় ভাল,
চৌদিকে দীপ যদি জ্বাল, থাকে না তা'র মায়াটি।
ব'লেও, সব না যায় বলা, "কেমন এই ছায়াটি"!

তোমার লীলাভূমিই—আমি।

১৩৭

আমি তোমার লীলা-ভূমি, তোমার ভাব জানি'।
যে রূপে তা'ই ভাস তুমি, সবই ভাল মানি॥

যখন নিদাঘ, বর্ষা আসে, মনে মোর এ' ভরসা ভাসে,
"শরৎ এসে জোছ্না-হাসে, ভ'রবে গেহখানি।"
যে রূপ তা'ই দেখাও তুমি, তোমায় আমি জানি॥

আবার যবে শীতের দাপে, কম্পিত রয় প্রাণ ;
বহি' শেষে বসন্ত বায়, করেগো তা'য় ত্রাণ ;
উঠ-পড়া, ছাড়া-বেড়ায়, যে ভাব তব খেলে বেড়ায়,
স্ব-ভাব জেনে আমি তোমায়, না লই তাহে টানি'।
সকল রূপের সেবক আমি, স্বরূপ তব জানি'॥

আমার মূলে তুমি।

১৩৮

নদীর পিছে মূল ধারাটি, যেমন আছে লেগে।
আমার পিছে তেমনি তুমি, সদাই আছ জেগে॥

রুদ্ধ হ'লে মূলের ধারা, দাঁড়ায় নদী মরুপারা,
হ'লেও পরাণ তোমা-হারা, বেড়ায় দুখে মেগে।
প্রাণে তুমি জাগ্‌ছো সদা, র'য়েছি তা'ই জেগে!

মূল ধারাতে নদীর যেমন, সমুখ বাধা কাটে,
গর্ভে পলি নাহি পড়ে, বয় সে বেগে ঠাটে;
তেম্‌নি তোমার নিত্য সাড়া করি' মোকে কুভাব-ছাড়া,
নিত্যভাবে রাখে খাড়া, বিচার-তোপ দেগে।
তুমি আমার কোন দোষে, রও না কভু রেগে॥
আমিও নাথ, তোমায় ছেড়ে, না যাই দূরে ভেগে!

অপ্রাপ্ত ভাব মাঝেই প্রাপ্তিবোধ।

১৩৯

পাবে কে কি ? পাওয়া ফাঁকি, পা'বার ধন না অশেষ-প্রাণ।
পায় যা' লোকে এ ভু-লোকে, সান্তপদে তাহার স্থান।

অনন্ত যা' স্বভাব মাঝে, এক কালে তা' নাহি রাজে,
কাল-ক্রম-স্পন্দ-কাযে, দীপ্ত রাখে তাহার মান।
অশেষ সত্ত্ব—অনায়ত্ত, তত্ত্ব মাত্র সত্য-ভান !
ঠিক যে সত্তা, তা', সদসৎ-সর্ব্বভাব-অধিষ্ঠান।

আত্মবশে যে রূপ ভাসে, সে রূপ—কল্পনার,
দ্রষ্টা কভু হয় না দৃশ্য, দৃশ্য—দ্রষ্টাকার ;
"চিদনন্ত দ্রষ্টার রূপ," বিশ্বরূপেও তা'ই সে অরূপ,
বুঝিতে সেই অরূপ স্বরূপ, জ্ঞানই ক্রমবর্দ্ধমান।
"ব্রহ্মানন্ত্য না হয় সান্ত," ইহাই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান !
এই বেদান্ত—এই সিদ্ধান্ত—এই চূড়ান্ত সমাধান !

"নেতি-নেতি, এ নয় শেষ, আরও কিছু আছে,"
এ বিশ্বাসে সদাই জ্ঞান, বেড়ায় বস্তু কাছে ;
বস্তু সে ত নাহি মিলায়, অজ্ঞান-মেঘ শুধু উড়ায়,
স'রলে ঘন সেই-ই গোড়ায়, পূর্ণ রূপে বর্ত্তমান।
জ্ঞানে কর্ম্ম হয় না লুপ্ত, কর্ম্মাসক্তি-অবসান !
জ্ঞানে কর্ম্ম—নৈকর্ম্মরূপ, জ্ঞানই ব্রহ্ম-অভিধান !
তা'ই অনন্ত-জ্ঞানের অন্ত, ভ্রান্তে করে অনুমান।

আমার ভাবেই আমি।

১৪০

ফুট্‌ছি আমি, সদাই আমার—আত্মভাব-স্পন্দনে।
"অনন্তারূপ আমার স্বরূপ," ব্যক্ত ভূ-রূপ-দর্শনে॥

আমি আত্মা সর্ব্বব্যাপী, সৎ-চিৎ-আনন্দরূপী,
আত্মধর্ম্মে বহুরূপী, বহুবিধ কল্পনে।
হ'লেও আমি ভাবে বহু, মূলতঃ এক-স্পন্দনে!

সাগরে ঢেউ স্বতঃই জাগে, কোথায় ইচ্ছা তা'য়?
স্বভাবতঃ আমাতে, এই— জগৎ শোভা পায়;
নাম-রূপে যা' ভাসে সোণায়, ভিন্নতা তা'র ভ্রমে ঘটায়,
প্রমা-জ্ঞানে ভ্রান্তি ছুটায়, শান্তি-মূল-চিন্তনে।
"সোণাতে সব, সবই সোণা," বাজে এ সুর শ্রবণে॥
"আমাতে সব, সবই আমি," তা'ই না কোন বন্ধনে।

ভাষার মাঝেই ভাব।

১৫১

ভাষার ঢেউ না লাগ্‌লে কভু, ভাব-দেহ না বৃদ্ধি পায়।
ভাষাই যেন ভাবের প্রাণ, প্রাণহীন সে অন্যথায় ॥

ভাবের সাজ হ'লে লুপ্ত, থাকে স্ব-ভাব চিরসুপ্ত,
সেই হেতু না ভাব গুপ্ত, নিত্য দীপ্ত স্বপ্রভায়।
ভাবের অভাব, ডুবায় স্বভাব, স্বভাবই তা'র বিরাট কায় ॥

যে স্পন্দনে ভাবটি জাগে, ভাষা ত হয় তা'ই ;
বিনা ভাষে ভাব না ভাসে, ভাব্‌না কিছু নাই।
স্পন্দ—স্বভাব-ধর্ম্ম যবে, ভাব ছেড়ে সে কোথা র'বে ?
ভাবেই ত সে ব্যক্ত হ'বে, র'বেই লেগে ভাবের গা'য়।
ভাবের প্রাণ ভাষায় ভাসা, সদাই তা'ই সে তা'কে চায় ॥
স্বভাব-জ্ঞানে শান্তি আনে, সকল দ্বন্দ্ব কেটে যায়।

জাগর্ত্তি মাঝেই সুপ্তি।

১৪২

জাগর্ত্তিতে যে সুপ্তি-বাস, সেই সুষুপ্তি শান্তিভরা।
স্বপ্নজ্ঞান-ভিন্ন তা'কে, সত্যরূপে না যায় ধরা॥

জাগ্রত ভাব হয় যা' দৃষ্ট, তা' ত স্বপ্নভাব-স্পৃষ্ট,
তা'য় না যবে চিত্তাকৃষ্ট, সুপ্তিনিষ্ঠ স্পষ্ট ধরা।
তা'ই সে জ্ঞান-জাগরণে—"সুপ্তভাবে সুপ্তি মরা"!

যে বিস্মৃতি—যে সমতা, সুপ্তিরূপে ভাসে,
না থাকিলে জাগর্ত্তি-বোধ, কে তা'য় ভালবাসে?
"চিরস্থির অধিষ্ঠান, সদৈব সে বর্ত্তমান"
প্রমাণ তা'র বর্ত্তমান, তা'তেই ব্যক্ত সে ভাব পরা।
জাগরণে সুপ্তি-স্থিতি, সে হেতু তা' মনোহরা॥
সুপ্তি কেন? তুর্য্যও যা', সহজ তা' ব্যক্ত করা।

শিষ্যভাবেই গুরুত্ব।

১৪৩

গুরু, শিষ্য দু'ভাবই, এক গুরুত্বে স্ব-প্রকাশ।
শিষ্যত্বই গুরুত্বের, একমাত্র বহির্বাস ॥

স্ব-শিষ্যভাব-বুদ্ধ যেবা, তাহার সম গুরু কেবা ?
চল্‌লে শিষ্যভাব-সেবা, ছিন্ন শিষ্যতার পাশ।
গুরুত্বে নয় গুরু—গুরু, শিষ্যত্বেই তদুচ্ছ্বাস !

আত্মানাত্ম. জ্ঞানাজ্ঞান, সবই একাত্মায়,
গুরু—আত্মজ্ঞানময়, শিষ্য অন্যথায় ;
তা'ই যে আত্মশিষ্যভাবে, আত্মগুরুতাকে ভাবে,
না থাকে সে অসদ্ভাবে, সদ্ভাবে রয় বারোমাস।
চিরসত্য-স্বভাব-যোগে, কে প্রভু—কে প্রভু-দাস ?
থাকুক্ ভাষে অব্যক্ত তা', শিষ্যত্বে তা'র সমুল্লাস !
সদ্‌গুরুর স্বরূপ-জ্ঞানে, সর্ব্ব উপাধির নাশ।

নীরব শূন্যতা মাঝেই সরব বিশ্ব।

১৪৪

নীরব, নিঝুম, সমতা-উদরে, সুদূর কি এক অচেনা দেশে।
সুপ্তি-মগনা, শান্তি-লগনা ছিল ভূ—নগনা ললনা-বেশে !

"সহসা তথায় কি এক আভাস, জাগা'য়ে তুলিল একটি নিশ্বাস,"
'তাহাই কেবল করিয়া বিশ্বাস, বাড়িল আশ্বাস সে ভাবাবেশে।
আবেশে সে এক, দাঁড়া'ল অনেক, অনন্ত যে তা'ই জানা'য়ে শেষে!

সে অনন্তরূপা বসুধা রূপসী, ভাসিছে ক্রমশঃ বাড়া'য়ে কায়,
রুদ্ধ না আজিও সে ভাব তাহার, মূলের খবর তবু না পায় ;
যে নাদে এরূপ অঘটন ঘটে, কি না আছে সেই বিন্দুরূপী ঘটে?
বুঝিয়া, মজিয়া বুধে এই রটে—"বিন্দু-সিন্ধু-তটে, উঠে ভূ ভেসে।"
ভাসার কারণ—চেতন-স্পন্দন, সাধক বই তা না জানে যে সে!
সাধকেই বুঝে "কেন এ স্পন্দন, ফুটায় ভূ-ভাব কি ভাবোদ্দেশে" ?

যে সিসৃক্ষায় ভূ, ভাসিয়া উঠিয়া, করে অভিনয় বিরাট্-ভাব,
সে ভাব-প্রকৃতি না হ'লে সূচিত, পুরুষে স্ব-ভাব বিজ্ঞানাভাব
সর্ব্বরসময় পুরুষ যেমন, সর্ব্বরসময়ী প্রকৃতি তেমন
সিন্ধু-বিন্দু-গুণ—সিন্ধুর মতন, নহে তা' নূতন, ভেদদ্বে ফেঁসে' !
জাগায় চেতন আপন চেতন, শ্রীপ্রকৃতিরূপ-সাধনে এসে।
সে ভাবে ভু'নিয়া, ব্যক্ত এ দুনিয়া, জাগিছে সতত বহুতা ঘেঁসে'
ঘটে যা বিনাশ—সে নাদ-বিলাস, খুঁজে স্ব-স্ব ভাব স্বভাবাদেশে

সখীভাবেই সখি।

১৪৫

সখী-ভাবের সাধনা বই, সখিকে কে পায় ?
"মনোমত সখীর ভাব"—প্রাপ্তির উপায়।

সাজিলে মন্মথ-সখী, দাঁড়ায় ভাব মণ-মত কি ?
সার শুধু বকাবকি, প্রাণ না জুড়ায়।
প্রকৃতিকে সখী দেখি', সখি তা'কে চায় !

"মায়া-সখী, পুরুষ সখি, দু'য়েই দোঁহে মাগে,"
রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব যা', তা'—এ' ভাবে ঠিক জাগে ?
সখি-লক্ষ্য স্ব-স্বভাবে সখী চায়—"সে আসুক্ ভাবে,"
সখী ভিন্ন ভাবাভাবে, সখি-সংজ্ঞা যায় !
স্বভাবেই সখী-ভাবে, সখিকে নাচায়।
সখি-বোধে সখী তা'র, স্বভাব হারায় !
আর না সখী সখি-ঠাঁই, চাতুরী দেখায় !

ছায়ার মধ্যেই কায়া।

১৪৬

ছায়া-রূপে ভুগ্‌ছে সবে, বুঝ্‌ছ না কেউ কায়া দেখে'।
ছায়া তেমন,—দেখা যেমন, জলের ছবি জলে এঁকে!

কায়ার লক্ষ্য কায়ার ছায়া, তা'কেই লোকে বলে মায়া,
তাহাই সাজে প্রিয়া জায়া, কায়ার ভাব মর্ম্মে মেখে।
ভাসে জায়া-মায়া হ'তে—"অনেক রূপ অরূপ একে"!

ছায়াকারে অরূপ কায়া, দৃষ্ট যবে জ্ঞানে,
মায়া-সৃষ্ট বিশ্বকে জীব, স্বপ্ন সম মানে;
স্বপ্ন—মাত্র স্মৃতি-মেলা, স্মৃতি—আত্মস্পন্দ-খেলা,
আত্মস্পন্দে আত্মহেলা, সম্ভবে কি স্বস্থ থেকে?
সম্ভব না, স্বতঃই তা'ই—ছায়া আছে কায়া ঢেকে।
শক্তিরূপে গণ্‌লে ছায়া, কায়ার জ্ঞান উঠে পেকে!
পাকা জ্ঞানে মায়া-ভানে, কে চায় ছায়া কায়া রেখে'?

পথের মাঝেই পথের খবর।

১৪৭

পর-কাছে কে, কি জান্‌তে চাও? পথের খবর পথই দিবে!
সুখ বা দুখের বস্তু কি, তা', পথেই লোক চিনে নিবে।

পথের মাঝে জনম, মরণ, পথেই ব্যক্ত করম, কারণ,
পথেই কালের লীলা-সদন, পথই জ্ঞান ফুটাইবে।
পথকে ছাড়ি' অন্যে বেড়ি', মোহের বেড়ী কে পরিবে?

পথকে যেবা গুরু ভাবি', শরণ লয় তা'র,
পথই কালে বিনাশে তা'র, ভ্রমের অন্ধকার;
ভাল-মন্দ-দ্বন্দ্ব-ভাবে, সে আর কভু নাহি ভাবে,
পথ ছেড়ে কে কোথা যাবে? পথই সব প্রকাশিবে।
বন্ধ, মোক্ষ, সবই পথে, পান্থ বই তা' কে বুঝিবে?
কেন ক্লান্ত ভ্রান্ত পান্থ? এগিয়ে চল—সার লভিবে।
এলে ক্লান্তি,—আত্মভ্রান্তি—আনন্দের লোপ ঘটিবে!
সত্য যা, তা' মিথ্যা না হয়, সত্যকে কে তেয়াগিবে?

পরসেবাতেই আত্মসেবা ।

১৪৮

পরকে বড় পুঁছে না কেউ, আপ্‌না নিয়ে ব্যস্ত সবে ।
"পরসেবা যে আত্মসেবা," তা'ও বা বুঝে ক'জন ভবে

আত্মসেবায় ঠিক যে রত, অন্য ত তা'র আত্মমত,
আত্মপানে লক্ষ্য যত, ততই ভেদ স'রতে র'বে ।
"আত্ম-পর" এই যে দ্বন্দ্ব, সন্দে না আর টেনে ল'বে ॥

অভাবকে না স্বভাব যাচে, না চায় আপনায়,
তবু অভাব সেবায় তা'র, স্বতঃই ভাসি' রয় ;
স্বভাব-শক্তি-ধর্ম্ম-হেতু, স্বভাব-অঙ্গে অভাব-কেতু,
রচি' আপন কর্ম্ম-সেতু, উড়ায় কেতু ভাবোৎসবে ।
রেখেও ভাব, সদা স্বভাব, স্ব-ভাবেই রয় গৌরবে ।
"ভাব-গুপ্তি—স্বভাব-সুপ্তি," থাক্‌লে অভাব, হয় তা' কবে ?
আত্মতত্ত্ব বুঝ্‌লে সত্য, থেকেও পর, পর না তবে ।

প্রবৃত্তি মাঝেই নিবৃত্তি।

১৪৯

কেউ না ক্ষান্ত, কেউ না শ্রান্ত, কোথাও কোন কাযে।
পান্থ আমি, ক্ষান্ত কেন, একলা ভব মাঝে ?

কাম না ছাড়ি', কাযকে ছেড়ে', ক্ষান্তি-কথা মুখে পেড়ে',
শুধুই যায় ভ্রান্তি বেড়ে, হৃদয়ে ঘোর রাজে।
কর্ম্মী সবে, ব'সে আমি, রইবো কোন্ লাজে ?

পথ অনন্ত, ভাব অনন্ত—অনন্ত সব বুঝি',
কে রয় তবে চক্ষু বুঁজি', কি ধন ল'য়ে খুঁজি ?
অকর্ম্মা যে, যা' তা' গেয়ে, সিদ্ধ ব'লে বেড়ায় গেয়ে,
না দ্যাখে এ ভিতর চেয়ে, "বদ্ধ মোহ-সাজে"।
সাজের মত কায যে করে, সেজেও না সে সাজে!
কালের চোটে অন্তরে তা'র, দুখ না কভু বাজে!

পথেই পাথেয়।

১৫০

চায় যেবা যা', পথেই তাহা, পথ-শেষে না কোন ধন
"আমি-তুমি-তিনি" যে হো'ক, সবাই পান্থ অকিঞ্চন

পান্থ হ'য়ে পথে যেতে, ক্লান্ত যে, সে ভ্রমে মেতে'
পথেই সব হ'বে পেতে, পথেই সব আন্দোলন।
যে ভাব পেয়ে পান্থ ক্লান্ত, নয় তা' ব্রহ্ম নিরঞ্জন ॥

ব্রহ্মরূপে মান্‌লে সে ভাব, সীমার দোষ আসে,
সীমায় যাহা নিত্য না তা', কাল ত তা'কে নাশে ;
হ'লে "ব্রহ্ম নিরাময়,— সত্যজ্ঞানানন্তময়,"
পেয়েছি তা', ব'লার নয়, পাওয়া মাত্র বিকম্পন।
"অশেষ-বোধে অশেষ পাওয়া," তা'তেও কর্ম্ম-আয়োজন।
অশেষ-বোধ রাখ্‌তে গেলে, রইবে বস্তু-অন্বেষণ।
পথেই ভাবি' সকল লীলা, খোঁজ না ছাড়ে মহাজন।

পরত্ব মাঝেই নিজত্ব।

১৫১

পরকে খোঁচা দিতে যাওয়া, আপন প্রাণে খোঁচা খাওয়া।
পরের দোষ গাইতে গেলে, আপন দোষ হয়গো গাওয়া ॥

পরের ছেঁদা দেখার আগে, কত যে তা' নিজের ভাগে,
দেখ্‌তে যদি ইচ্ছা জাগে, ত্বরায় যায় সত্য পাওয়া।

পর বলিয়ে যায় যা' ধরা, তাহাও নিজ রূপ,
সত্তা-জ্ঞানে সে পরত্ব, না রয় অন্য রূপ ;
তবে যে ভেদ দৃষ্ট তা'তে, মূল ত তা'র একতাতে,
একতাতে মন না তাতে, সদাই বয় শান্তি হাওয়া।
ভেতরে যে একত্ব-রূপ, বহুত্বে তা' বাইরে ছাওয়া।
সকল ভেদ-মুক্তি-হেতু—"আমির পানে আমার চাওয়া"।
"আমির জ্ঞান" হ'লে পাকা, আমার সব—'ডিম্ব-বাওয়া' ॥

স্বরূপেই—অনন্তরূপ।

১৫২

ছড়িয়ে গেছ তুমি আমার, অশেষরূপী হ'য়ে।
(আমি) কুড়িয়ে নিতে তা'ই না পারি, সদাই পিছু র'য়ে॥

কুড়া'য়ে যা' পাত্র ভরি'— "পেয়েছি সব মনে করি,"
চল্‌তে পথে যায় তা' সরি', হৃদয়-বল ল'য়ে।
কা'রো তাঁবে না রও তুমি, যে যাহা যা'ক্ ক'য়ে।

অনন্ত-কাল জান্‌তে পেরে, "অনন্ত রূপ তব,"
শয্যা সম বিছিয়ে দেহ, দেখ্‌ছে নিত্য নব,
শক্তি-মায়া-রমাদেবী, চিরধন্যা চরণ সেবি',
কবে তোমার স্বরূপ ভাবি', (আমি) থাক্‌বো সব স'য়ে?
যাবে যাহে জীবন-স্রোত, সে সার দিকে ব'য়ে!

আত্মভাবই আত্মপূজার উপচার।

১৫৩

যে ভাবে যে, সেই ভাব তা'র, আত্মপূজায় যদি লাগে।
পূজার ফল না যায় বৃথা, সুপুষ্ট মন অনুরাগে॥

সহজ ভাব চাপি' ছলে, বিরোধ-ভাবে যেজন চলে,
উপচার সে নাশে বলে, পরভাবের অংশ মাগে।

ভাবের ঘরে চুরি কভু, না হয় যেন কা'রো,
পরের চোখে মন্দ যে ভাব, কার্য্য আছে তা'রো;
নিয়েও তা' ক'রলে পূজা, অনেক কমে মনের বোঝা,
কমে ক্রমে অসার খোঁজা, অন্তরে রাগ নাহি জাগে।
তা'ই ত সবার সকল ভাব, লাগান চাই আত্মযাগে।

দুঃখ ঘেঁটে দুঃখের ইতি।

১৫৪

দুঃখ ঘাঁটি' দুখের ইতি,—বিষের দ্বারা বিষকে মারা।
সুখকে ছাঁটি' সুখের স্থিতি,—আত্মভাবে আত্মহারা॥

সুখের হেতু নাহি ঠেলে,' দুখকে জোরে চাপ্‌তে গেলে,
চিন্তা-আগুন দেয় সে জ্বেলে, না মেলে তা'য় শান্তিধারা।
বিষয়-জাত সুখের বাসা, ভাবান্তরে দুখের কারা।

দুঃখ দেখে যাহার ভীতি, দুঃখ না তা'র সরে,
সুখেও সে দুঃখের রূপ, শঙ্কার সাথ স্মরে ;
সুখে তা'ই বহু দ্বন্দ্ব, বহু ভাবে জাগে সন্দ,
বিপরীত দুঃখ-ছন্দ ; দুখের কেন্দ্রে সুখের ঝারা।
সুখ-দুখের বাইরে যাহা, তা'রই ভক্ত—বোদ্ধা যা'রা !

আমায় নিয়া আমির গর্ব।

১৫৫

এ সংসারে "আমির" শুধু, "আমার" নিয়ে গর্ব্ব করা।
যথা যা'কে দেখ্‌ছি যাহা, সেই মমত্ব-হাতধরা ॥

"আমার ডানা" প'ড়লে ছ'াটা, "আমির দ্বারে" পড়ে কাঁটা,
"আমির কায"—"আমার-ঘ'াটা," তা'তেই নিত্য নব ধরা।
নবত্বেই মমত্ব-বোধ, আমির মাঝে থাকে ভরা ॥

অহম্‌-বীণে মমত্ব-রাগ, স্বতঃই সদা বাজে,
অহম্‌-লক্ষ্য যখন তা'য়, অহঙ্কারের সাজে,
সাজিয়ে সে মোহ-মত্ত, আপাত যেন কর্ম্মায়ত্ত ;
জ্ঞানে কালে জাগি' সত্ত্ব, অসত্য-সাজ ঘুচায় ত্বরা।
জাগ্‌লে বোধে আত্মধর্ম্ম, অহঙ্কার জ্যান্তে মরা।
"আমি কি, তা' ভাল জানা," "আমার" হ'তে দূরে সরা ॥

শক্তিতেই শক্তিমান্।

১৫৬

শক্তিমান্ আত্মভোলা, শক্তিই তা'র জাগরণ।
স্পন্দ-রূপে তা'ই সে ত, ব্রহ্ম-সত্তা-বিজ্ঞাপন॥

"প্রতিস্পন্দে প্রতি কর্ম্ম, প্রতিকর্ম্মে নব ধর্ম্ম,"
এই অনন্ততা-মর্ম্ম, সান্ত-ভ্রান্তি-সংশোধন।
শক্তি-লয়ে রুদ্ধ রহে—আত্মবোধ-উচ্ছ্বসন॥

শক্তিমানের মান যা', শুধু—শক্তি-অভিমানে,
শক্তি ছাড়া কে আর কোথা, শক্তিমানে মানে?
শক্তিরূপী-চিত্ত-নাশে, যেবা শক্তি পরকাশে,
রয় সে বদ্ধ শক্তি-পাশে, না হয় মুক্ত ত্রিলোচন।
গেলে শক্তি, শিব—শব, থাক্‌তে নারে সচেতন।
অচেতনকে মানি' চেতন, চৈতন্যের উদ্বোধন॥

ত্যজ্য মাঝেই গ্রাহ্য।

১৫৭

কি বা ত্যজ্য ? সবই গ্রাহ্য, একরূপে না একরূপে
মনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে, রয় সে ত্যজ্য চুপে চুপে।

মনে যবে ত্যজ্য-স্মৃতি, মনেই সে বস্তু-ধৃতি,
পরিবর্ত্তে কোথা মৃতি ? ভাবাকৃতি চিত্ত-কূপে।
ভাব-সত্তা না যায় যদি, পরিত্যজ্য কি—কিরূপে ?

ত্যজ্য যা' যা', পর-পর তা', গ্রাহ্য নবাকারে,
জানায় স্বরূপ-অনন্ততা, জাগিয়ে হৃদাগারে ;
"এক ব্রহ্ম" বস্তু যবে, ত্যাগের কি—কোথা তবে ?
স্বভাবে সব আছে, র'বে, স্ব-ভাব-লীলা দাপে হুপে।
ভাবস্রোত না রুদ্ধ কভু, হ'লেও বুদ্ধ স্ব-স্বরূপে !
স্ব-স্বরূপে নিত্য স্থিত, কেবল এক জ্ঞানী-ভূপে।
নির্ব্বিকল্প-জড়ভাবে ত, সত্তাশূন্য চিতি-লোপে।
সবিকল্পে পূর্ণতা-বোধ, লুপ্ত না হয় প্রতিরূপে।

জীবত্ব মধ্যেই শিবত্ব।

১৫৮

নিজের জীবত্ব দিয়া, নিজের শিবত্ব ধরা।
ধ্যেয়-ধ্যাতা-ভাবে তা'ই, নিজের ধ্যান নিজে করা॥

পর ভেবে' যা', নানা সাজে, লাগাই আমি আত্মকাযে,
একেবারে নয় তা' বাজে, আমিত্বে তা' সদা ভরা!
সে ত আমার চিন্তাধারার, তরঙ্গ-সাজ অঙ্গে পরা!

অনন্ত-গুণ জানতে আমার, "আমার" ভাবে আমি,
স্ব-ভাব ক্রমে প্রকাশ পাই, স্ব-ভাব-পথে নামি';
যদিও "এক—সর্ব্বাধার, অস্তি-ভাতি সবাকার,"
তবু বিনা দ্বিত্ব-স্বীকার, বেঁচে আমি থাকি মরা।
ভাব-জ্ঞানে দূর তা' ত্বরা, ধোকা না আর দেয় ধরা।
অপরা ভাব না মানিলে, না যায় বুঝা ভাব যা' পরা।
তা'ই ত আমি, আমার-জ্ঞানে, না ভাবি তূ মনোহরা।

জ্ঞানের মাঝেই ধ্যান।

১৫৯

জ্ঞান—বস্তু-সত্তা-দাগা, ধ্যান ত তা'হে কালি দেওয়া।
ধ্যানে ধ্যেয় নাহি ভাসে, জোর ক'রে তা' মেনে নেওয়া॥

স্ব-স্বরূপ-ভাতি—জ্ঞান, তৎপ্রতি লক্ষ্য—ধ্যান,
বিনা জ্ঞান—অভিজ্ঞান, না মিলে সার শান্তি-মেওয়া।
যে কয় "ধ্যানে বস্তু ভাসে," সে ত মূর্খা নারী বেওয়া!
ধ্যানের ফল যে হয় সমাধি, সে ত জ্ঞানে যুক্ত হওয়া।
জড় সমাধি—নয় সমাধি, সমাধি ত "জ্ঞানে রওয়া"।

মন্দির-মাঝ জ্ঞান-বিগ্রহ, দীপ্ত সর্ব্বক্ষণ,
ধেয়ান—সেবা, মার্জ্জনা-ভাব, নিত্য অবেক্ষণ;
না থাক্‌লে ধ্যান জ্ঞান প্রতি, উপর উপর ঘটে ক্ষতি,
হো'ক ভবে যা' ভাল অতি, সয় কত সে মন্দ-হাওয়া?
অসদ্ভাবে বাড়্‌লে খেয়াল, অসার—"সার-তত্ত্ব পাওয়া"।
জ্ঞান—কৃপাণ, ধেয়ান—শান্‌, শান ত অসির ধারে চাওয়া।
জ্ঞান—বেদ, ধেয়ান—গান, ভ্রান্তি ত তা', অন্য গাওয়া।
ধেয়ান-রূপে সাজিয়া জ্ঞান, মিটায় নিজের দাবী দাওয়া।

চিন্ময় যে জীব-সত্ত্ব, তাহাই সত্যজ্ঞান,
সে জ্ঞান-দেহে পূর্ণ দৃষ্টি—ধেয়ান-অভিধান;
ধ্যেয়োৎপত্তি না হয় ধ্যানে, ধ্যেয়-স্বরূপ দীপ্ত জ্ঞানে,
ধ্যান ত মাত্র জ্ঞানকে মানে, জ্ঞানের পানে তাহার ধাওয়া।
জ্ঞানকে ছেড়ে' খেয়াল-ধ্যানে, প্রাপ্য শুধু ডিম্ব বাওয়া।
জ্ঞানেই যা'র নিত্য স্থিতি, সমাধি তা'র বৃথা চাওয়া।
অভিজ্ঞানী যেজন ভবে, মোক্ষাশা তা'র বোঝা বওয়া।
জ্ঞানীই স্বস্থ, সমাধিস্থ, অন্য ভাব ত মাথা খাওয়া।
অন্য ভাবে রুদ্ধ না হয়, "ভোগ-ক্ষেত্রে আসা-যাওয়া"।

অহঙ্কার মাঝেই অহম্।

১৬০

ছড়িয়ে আছে অহম্ সদা, ব্যক্তাব্যক্ত ভাবাকারে।
অংশ নিয়ে পূর্ণ হ'তে, সকলি তা'ই সবার দ্বারে॥

কেউ না ঠেলে' আমিত্বকে, কেই না ফেলে' স্বামিত্বকে,
দিয়ে ঢেলে' স্ব-সত্ত্বকে, তত্ত্ব খুঁজে অহঙ্কারে।
স্বত্ব যা'তে, মত্ত তা'তে, আত্মসত্ত্ব-ব্যবহারে॥

"সব যে আমি," "সবার আমি," ইহাই হেতু তা'র,
সবই মোর থাকুক্ বশে," এ ভাব সবাকার;
"সকল ভাবে পূর্ণ রই, সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হই,"
কেউ না ভবে এ ভাব বই; তা'ই ত কেহ স্বত্ব কা'রে,
কোন মতে না চায় দিতে, ক্ষুদ্র করি' আপনারে!
পূর্ণ ব'লে স্বত্ব ভুলে, সর্ব্বকালে সর্ব্বাধারে।
আত্মশক্তি-প্রকৃতি তা'র স্পন্দ-ধর্ম্ম-অনুসারে,
সদাই জঁাকে জাগিয়ে রাখে, খণ্ড খণ্ড করি' তা'রে।
খণ্ড তরে সে না মরে, অখণ্ড বোধ-সংস্কারে।
অখণ্ড-বোধ খণ্ড নিয়ে, তা'ই না কিছু শক্তি-পারে।
সবার ধনে সবার তা'ই, স্বত্ব-দ্বন্দ্ব ভূ-সংসারে।

কালের মাঝেই মহাকাল।

১৬১

কাল ত সর্ব্বপ্রকাশক, কিছুই না সে করে লয়।
তবে যে তা'র ধ্বংস-লীলা, সে ত সত্তা-অভিনয়।

"থাক্‌লে বস্তু, আছে সত্ত্ব, সত্তামূলে অনন্তত্ব,"
কালই এই মূলতত্ত্ব, করে ব্যক্ত বিশ্বময়!
কালের কোলে কোথা মৃতি? স্থিত ধৃতি. অভ্যুদয়।

অনন্তনাগ-রূপ ধরি', সদ্ভাবে কাল খাড়া,
কালের সাড়া—কর্ম্মের রূপ, তা'তেই তোলা-পাড়া;
নবত্ব-তাল "উঠায়" যেমন "পড়ার" প্রতি ভাবে তেমন;
"নূতন" যদি সদাই চেতন, কোথা কাল—কি করে ক্ষয়?
ত্রিরূপে তা'র একই লীলা, বু'ঝার ভুলে নামে ভয়!
কালকে ছেড়ে মহাকাল, শবাকারে সুপ্ত রয়।
কাল-রঙ্গ—সুপ্তি-ভঙ্গ, অব্যক্তের সাক্ষী হয়।
কালই—চেতন, চেতনই—কাল, অশেষ-ভাব কালই বয়।
কাল না যথা, ব্রহ্ম তথা, থেকেও আত্মজ্ঞানী নয়!

গুণের মাঝেই নির্গুণ।

১৬২

গুণের মাঝে নির্গুণের লীলা চমৎকার।
গুণ দেখা'য়ে গুণ ত সরে, নির্গুণ রয় নির্ব্বিকার ॥

না পড়িলে গুণের ছাঁচে, নির্গুণ না আপ্‌না আঁচে,
গুণকে দেখে' সে ত বাঁচে, হ'য়েও সর্ব্বগুণাধার।

গুণকে কভু এক ভাবে না, টেঁক্‌তে দেখা যায়,
চিদ্‌-সাগরে ঢেউ সম সে, নাচিয়ে তুলে কায়;
কখন উঠে কখন পড়ে, স্বভাব ছেড়ে নাহি নড়ে,
পাঁচ ভূতের ঘাড়ে চড়ে, কাল-ঝড়ে না সাম্য তা'র।

নির্গুণ যে, চেতন রূপে মহাব্যোম প্রায়,
সর্ব্বকালে সকল গুণে, দ্যাখে আত্মকায়;
গুণ ত তা'রে ছাঁদ্‌তে নারে, ছাঁদ্‌তে যেয়ে আপনারে,
হারিয়ে ফেলে মূলাধারে, নির্গুণ হয় সত্তা যা'র।

শেষের ভিতরেই অশেষ।

১৬৩

শেষের ভিতর অশেষ তোমার, জাগে রে রাগ বেশ্।
(আমি) মনের মাঝে তা'ই না দেখি, অনুরাগের শেষ ॥

অস্ত গেলেও রাঙা ভানু, তপ্ত থাকে ধরা-তনু,
বেজে' জোরে, থাম্‌লে বেণু, চলে রে তা'র রেশ ॥
কথা যবে যায় ফুরা'য়ে, তখনো ভাব রয় জড়া'য়ে,
যৌবন যায় গা'য় লুকা'য়ে, রয় সে ভাবোন্মেষ ;
আকাশ পানে দেখা ত যায়,— অসীমতা ভাসে সীমায় ;
জীবনের সীমা যথায়, অসীম সে দেশ।
সাদি—সান্ত হয় গো যাহা, অনন্তের সাক্ষী তাহা,
সান্তের যা বহুভাব,—তা' অনন্ত-বেশ।

সাকার মাঝেই নিরাকার।

১৬৪

সাকার মাঝে সারই নিরাকার।
চিতিময় সে ব্রহ্ম ভিন্ন, নয় তা' কিছু আর ॥

একই ব্রহ্ম চিদাকারে, শক্তিরূপে সর্ব্বাধারে ;
অজ্ঞ তা' না বুঝ্‌তে পারে, হেরে ভূতাকার।
ভূত ত—শক্তি-ক্রিয়া-রূপ, নহে স্থির, একরূপ,
শক্তি-মূলে অপরূপ, স্বরূপ-প্রসার ;
তা'ই হেরি বস্তু যত, বিশ্লেষে তা' হ'লে রত,
নাম—রূপ সয় গত, স্মৃতি মাত্র সার।
স্মৃতি—চিতি-সত্তা মাঝে, সত্তা—পূর্ণভাবে রাজে,
সে ভাবে যে, সেই বুঝে, "আকার"—বিকার।

খণ্ড মাঝেই অখণ্ড।

১৬৫

খণ্ড মাঝে অখণ্ডের বাস।
সে অখণ্ড কাণ্ড দেখি', কাল ভয়ে দাস॥

কালের যা' বাহাদুরী, অখণ্ডের বুকে ঘুরি',
দেখা'তে তা'ই নিজপুরী, সদাই নানা আশ।
ঘন-জালে শূন্য যথা, পূর্ণতাহীন নহে কোথা,
খণ্ডভাবে হয় না তথা, অখণ্ডত্ব-নাশ;
যে শক্তির ভূখণ্ডাকার, অখণ্ড-চিৎ স্বরূপ তা'র,
খণ্ডত্বে তা'ই অখণ্ড সার, নিত্য স্বপ্রকাশ।

অভাব মাঝেই স্বভাব।

১৬৬

অভাব-কোলে স্বভাব খেলে, ভাবের ঢেউ তুলে।
ভাবকে ছেড়ে অভাব বেড়ে, রয় না কেউ ভুলে॥

যে অভাব যা'র জাগে মনে, জাগে তা' তা'র স্বভাব সনে,
ভাব যা' শেষে, তাহে ভাসে, টানিয়ে লয় মূলে।
ভাব ছাড়া না অভাব ফুটে, অভাব ত ভাব-রূপে যুটে,
যত তাহা নিকট, তত—স্বভাব যায় খুলে';
সত্তা যাহার নাই এ ভবে, তেমন ভাবের অভাব কবে?
অভাব ত তা'র, সত্তা যাহার—মনটা থাকে ভুলে'।
সত্ত্ব ত ঠিক শূন্য সমান, সর্ব্ব ভাবে বিরাজমান,
আমরা তা'ই স্ব-ভাব-ই চাই, অভাব-ভাবে ফুলে'।

শূন্য মাঝেই পূর্ণ।

১৬৭

শূন্য—শূন্য, শূন্য কোথা র'বে।
শূন্য যা'—তা' পূর্ণ কিছু, পূর্ণভাবে সবে॥

যেরূপ যা' যথা জাগে, শূন্যে মোরা ভাবি আগে,
পূর্ণ যবে আত্মরাগে, শূন্য ছুটে তবে।
পূর্ণ এক সত্তা মাঝে, দেশ, কাল, পাত্র রাজে,
অন্য কিছু শূন্য সাজে, নাহি সাজে ভবে ;
(মোরা) দেখি যদি সংখ্যা ধরি', নহে শূন্য শূন্যোপরি,
যথা শূন্য গণ্য করি, এক তা' হ'বেই হ'বে।

অজ্ঞানের মাঝেই জ্ঞান।

১৬৮

অজ্ঞানে না জ্ঞানকে করে লয়।
অজ্ঞান যা' যায় গো ভাবা, তা'তেই জ্ঞান জেগে রয়॥

শিশু যে মা'র স্তন ধরে, সে কি শুধু ক্রীড়া তরে ?
পিয়ে সুধা মিটায় ক্ষুধা, বাড়ে না তা'ই কোন ভয়।
ক'রে যে কায যে যখনি, হাজির তথা জ্ঞান তখনি,
অজ্ঞানে না যায় গো জানা, কি হেতু কি কার্য্য হয় ;
মেঘে যবে সূর্য্যে ঢাকে, তখনো তা'র কিরণ থাকে,
তা'ই তা' লোকে তা'তেই ছাখে, অন্য ভাবে ব্যক্ত নয়।
ঘোর যে জাগে নিশাভাগে, দেখ্‌তে তাহা দীপ কি লাগে ?
আঁধারে যে আলোক রাজে, তা'হে চোখ তা' দেখে লয়।
জ্ঞানরূপী আত্মা যবে, সর্ব্বভাবে ব্যাপ্ত ভবে,
লুকা'বে জ্ঞান কোথা তবে ? "জ্ঞানই ব্রহ্ম" জ্ঞানী কয়।

জড়ের মাঝেই চেতন।

১৬৯

জড় ব'লে যা' মানে এ সংসার।
চেতন ভিন্ন অন্য ভাবে, নাই কো সত্তা তা'র॥

"করে না যা' নড়াচড়া, প'ড়ে থাকে—যেমন মড়া,"
জড় ত তাহা, চেতন যাহা—তা'রই ত প্রসার।
অচল দেখ অচল, স্থির, পুষ্ট তবু তা'র শরীর,
কিবা তবে জড় এ ভবে? সবই চিদাকার;
চৈতন্যময় এ ভূ-মেলা, চেতন রূপে ভূতের খেলা,
স্থূল পাত্র—ভুল মাত্র, কল্পনা-বিকার।
মূল শক্তি স্থূল রূপে, ব্যক্ত হ'য়ে নাম-রূপে,
"মূলই সত্য," এই তথ্য, করে সুপ্রচার।

দেহরূপী আমির মাঝেই চেতনামি।

১৭০

এই আমিতে দুই আমির খেলা।
এক ত মাঝি—সাক্ষী শুধু, অন্য ত হয় ভেলা॥

দেহরূপী এই যে আমি, ভব-ভাবে সদাই কামী,
আর যে "পাকা আমি"—স্বামী, নয় সে কা'রো চেলা।
দেখ্‌তে সদা শক্তি আপন, জীবকে মানি' আত্মমতন,
ক্রিয়াতে তা'র পূরায় মনন, খুলিয়ে এই মেলা;
বিকার নাই সে অন্তর্য্যামীর, "জনম-মরণ, নিঃস্ব-আমীর"—
এ সব ভাব এ কাঁচা আমির, ফুট্‌ছে সারা বেলা।
যখনি যা' ঘটুক্ ব্যাপার, পড়ে তা' সব চোখে পাকার,
দেখ্‌তে কভু হয় না বেজার, কিছুতে নাই হেলা;
পাকার'পরে লক্ষ্য যাহার, কাঁচার লীলায় তুষ্টি না তা'র,
ভয় না ঢুকে হিয়ার মাঝার, গা'য় না লাগে ঢেলা।
সবার সঙ্গ করি' সে জন, স্বভাব ভুলে' যায় না কখন,
কাঁচায় শুধু রয় যে মগন, খায় সে কালের ঠেলা।

রূপের মাঝেই অরূপ।

১৭১

(আমি) আসি নাইকো রূপের হাটে, রূপে ম'জে থাক্‌বো ব'লে।
অরূপ-স্বরূপ-লাভের আশে, প'ড়েছে প্রাণ রূপে ঢ'লে ॥

বিন্দু-বোধ বিনা যেমন, যায় না জানা—শূন্য কেমন,
অরূপ-জ্ঞান হয় না তেমন, রূপাগ্নি না উঠ্‌লে জ্ব'লে।
"নিদ্রায় কোন জ্ঞান না থাকে," কে তা' তখন বলে কা'কে ?
যায় তা' বলা যা'কে তা'কে, জাগর্ত্তিতে দৃষ্টি প'লে ;
ক'র্‌লে বিচার ল'য়ে অণু, শূন্য রূপে দাঁড়ায় তনু,
টেঁক্‌তে নাহি পারে মনু, অরূপে রূপ যায় গো গ'লে।
সেই যে অরূপ—পূর্ণ চেতন, এই বিশ্ব-রূপ-কারণ,
চাই গো আগে রূপকে বরণ, অরূপে রমণ ক'র্‌তে হ'লে।